তাফসীর কি মিথ্যা হতে পারে?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রকাশক :

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা
থানা- শাহমখদুম, রাজশাহী।

প্রথম প্রকাশ :

ছফর ১৪৩০ হিজরী
ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ঈসায়ী
ফাল্গুন ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

দ্বিতীয় প্রকাশ :

শা'বান ১৪৩৩ হিজরী
জুলাই ২০১১ ঈসায়ী
আষাঢ় ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

কম্পিউটার কম্পোজ :

তূবা কম্পিউটার
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা
থানা-শাহমখদুম, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

নির্ধারিত মূল্য : ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

TAFSIR KI MITTHA HOTE PARE
Written & Published by Abdur Razzaq bin Yousuf, Muhaddis, Al-Markazul Islami As-Salafi, **Nawdapara, Rajshahi-6203. Mobile: 01717-088967.** ***Fixed Price:Tk. 50.00 only***.

সূচীপত্র

১. ভূমিকা ৫
২. তাফসীর অর্থ ৭
৩. তাফসীরকারীদের জন্য শর্ত ৮
৪. মুফাসসিরগণের দেয়া শর্ত ১০
৫. মুফাসসিরগণের দেয়া বৈশিষ্ট্য ১১
৬. মুফাসসিরগণের জন্য যে সব জ্ঞান প্রয়োজন ১১
৭. ছাহাবীগণের মধ্য হতে প্রসিদ্ধ মুফাস্সিরগণ ১৩
৮. তাবেঈগণের মধ্য হতে প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ ১৬
৯. আছহাবে কাহাফ সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১৮
১০. আদ সম্প্রদায় সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ২৯
১১. মি‘রাজ সম্পর্কে যঈফ ও বানাওয়াট হাদীছসমূহ ৩৫
১২. ইঁদারায় থাকা অবস্থায় ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ৪৪
১৩. ইউসুফ (আঃ)-কে বাঘে খাওয়া সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ৪৫
১৪. ইউসুফ (আঃ)-কে বিক্রয় সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী ৪৭
১৫. ইউসুফ (আঃ)-এর অন্যায়ে জড়িত হওয়ার মিথ্যা কাহিনী ৫০
১৬. মূসা (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ৫১
১৭. শক্তিশালী লোকদের সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ৫২
১৮. মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে মিথ্যা কাহিনী ৫৪
১৯. ‘তীহ’ প্রান্তর সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ৫৫
২০. তাওরাতের ফলক সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ৫৭
২১. মূসা (আঃ)-এর উপর ফলক নিক্ষেপের ব্যাপারে মিথ্যা কাহিনী ৫৮
২২. বানী ইসরাঈলের বিপর্যয় সৃষ্টি করা সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী ৬০
২৩. সুলায়মান (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ৬৫
২৪. সুলায়মান (আঃ)-এর কুরসীর ব্যাপারে মিথ্যা ঘটনা ৬৭
২৫. সুলায়মান (আঃ)-এর যাদু করা সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ৬৯
২৬. সুলায়মান ও হুদহুদ পাখি সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ৭২
২৭. বিলকীস ও সুলায়মান (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ৭৪
২৮. বিলকীসের ব্যাপারে মিথ্যা কাহিনী ৭৫
২৯. পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ৭৬
৩০. সমুদ্র, নদী, সূর্য, চন্দ্র, ছায়াপথ ও রংধনু সম্পর্কে মিথ্যা হাদীছ ৭৭
৩১. আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির ব্যাপারে বানাওয়াট কাহিনী ৭৯

৩২. হাওয়া (আঃ)-এর মোহর সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী ৮২
৩৩. আদম (আঃ)-এর নাফারমানী সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ৮২
৩৪. আদম (আঃ)-এর দু'ছেলের ব্যাপারে বানাওয়াট কাহিনী ৮৫
৩৫. নূহ (আঃ)-এর নৌকা সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী ৯০
৩৬. নূহ (আঃ)-এর পুত্র কেনান কি অবৈধ সন্তান ছিল ৯৪
৩৭. ইবরাহীম (আঃ) ও নমরূদ সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী ৯৫
৩৮. ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তান কুরবানী সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ৯৬
৩৯. তালূত বাদশাহ সম্পর্কে বানাওয়াট কথা ১০০
৪০. তাবূতের মিথ্যা বিবরণ ১০১
৪১. দাঊদ (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১০১
৪২. তালূত ও দাঊদ (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১০৩
৪৩. আইয়ূব (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১০৭
৪৪. যুলকারনাইন সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১১০
৪৫. লোক্বমান হাকীম সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১১৭
৪৬. বাড়ী থেকে বের হওয়া লোকদের সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১১৯
৪৭. ঈসা (আঃ)-এর মায়েদা সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১২১
৪৮. তূবা বৃক্ষ সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১২৫
৪৯. নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী যায়নাব সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১২৭
৫০. গারানীক সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১২৮
৫১. ছা'আলাবা ইবনু হাতিব সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১৩১
৫২. আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকর সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১৩৪
৫৩. আবুবকর ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে গারে ছাওরের মিথ্যা কাহিনী ১৩৬
৫৪. ওয়ালীদ ইবনু উকবা ইবনু আবী মুঈত সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১৩৮
৫৫. ত্বহা ও ইয়াসীন নবীর নাম নয় ১৪২
৫৬. শবেবরাত বা বরকতময় রাত্রি সম্পর্কে মিথ্যাকাহিনী ১৪২
৫৭. একজন বন্দি সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১৪৫
৫৮. বন্দি, ইয়াতীম ও ভিক্ষুকের সাথে আলী (রাঃ)-এর আচরণ সম্পর্কিত মিথ্যা কাহিনী ১৪৮
৫৯. সৃষ্টির পরিবর্তন সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১৫০
৬০. হাজারে আসওয়াদ ও কা'বা ঘর নির্মাণ সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১৫১
৬১. ইলিয়াস নবী সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী ১৫৩
৬২. কিছু সূরার ফযীলত সম্পর্কে বানাওয়াট হাদীছ ১৫৬

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

انَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

বর্তমানে কোন কোন বক্তার বক্তৃতার অনেক অংশই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ তারা তদন্ত ছাড়াই শরী'আতের বিভিন্ন বিষয় প্রচার করেন। আমার জানা মতে, শতকরা ৯৫ জন বক্তা যাচাই-বাছাই ছাড়া বক্তৃতা করেন। এ ধরনের প্রচারে বড় ধরনের দু'টি ক্ষতি রয়েছে। (১) এতে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের নামে মিথ্যা প্রচার হচ্ছে, যাতে জনগণ সঠিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছে (২) এমন বক্তার পরকাল বড় ভয়াবহ। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'কোন ব্যক্তি যদি আমার উপর মিথ্যারোপ করে, তার পরিণাম জাহান্নাম' (*বুখারী, মিশকাত হা/১৮৯*)। এ দেশের তাফসীর মাহফিলে যারা তাফসীর করছেন, তাদের শতকরা ৯৮ জনই মুফাসসির নন। কারণ তাফসীর করার জন্য অনেক ধরনের বিদ্যার প্রয়োজন। সাথে সাথে তাহক্বীক্ব করে তাফসীর করা যরূরী। কারণ তাফসীর গ্রন্থগুলি জাল ও যঈফ হাদীছ এবং বানওয়াট কাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ। এ থেকে সকলের সতর্ক থাকা উচিৎ। কেননা এতে যেমন দ্বীনের ক্ষতি হয়, তেমনি বক্তা ও শ্রোতার পরকাল ধ্বংস হয়।

তাই বহুদিন থেকে ভাবছিলাম যে, জনগণকে মিথ্যা তাফসীর সম্পর্কে সচেতন করার জন্য একটি বই লিখব। কিন্তু অত্যন্ত ব্যস্ততার দরুণ তা এতদিন সম্ভব হয়ে উঠেনি। অবশেষে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় **তাবলীগী ইজতেমা ২০০৯**-কে সামনে রেখে বইটি প্রকাশিত হল- ফালিল্লাহিল হাম্দ।

বইটিতে তাফসীর কি মিথ্যা হতে পারে? এই প্রশ্নের মাধ্যমে মূলতঃ মিথ্যা তাফসীর পেশ করা হয়েছে। এর দ্বারা আমরা জনগণকে মিথ্যা তাফসীর সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেছি। কেননা কুরআনের তাফসীর শুনা ও পড়ার নামে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মিথ্যা তাফসীর শুনে ও পড়ে, যার পর নেই বিভ্রান্ত হচ্ছে। ফলে ইসলামের আসল রূপ তাদের থেকে বিদায় নিচ্ছে। এহেন অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

বইটিতে এমন কিছু মিথ্যা ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা মুফাসসির ও বক্তাদের মুখে মুখে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই ধরনের ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে আমরা নামধারী মিথ্যুক মুফাসসির ও বক্তাদের মুখোশ উন্মোচনের চেষ্টা করেছি।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন বইয়ে তাফসীরের নামে যেসব জাল হাদীছ ও ইসরাঈলী বানাওয়াট কাহিনীর বিবরণ দেয়া হয়েছে, তার কোন কোন কথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে পাওয়া যেতে পারে; এতে পাঠক যেন ধোঁকায় না পড়েন। মূলতঃ আমরা এখানে মিথ্যা হাদীছ ও বানাওয়াট কাহিনীগুলি পেশ করতে চেয়েছি।

বইটি প্রকাশে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মুকাররম বিন মুহসিন। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। এছাড়াও যারা আমাকে বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদের সকলকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম প্রতিদান দিন!

অনেক সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও বইটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সে বিষয়ে সম্মানিত পাঠকগণের সুপরামর্শ প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত করছি। বইটি পাঠের মাধ্যমে যদি পাঠকবৃন্দ মিথ্যা তাফসীর সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন এবং সমাজকে মিথ্যা তাফসীরের বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন, তাহলে আমরা আমাদের চেষ্টাকে সার্থক মনে করব। আল্লাহ আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করুন-আমীন!!

॥লেখক॥

তারিখ : ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৯

তাফসীর **অর্থ**

তাফসীর শব্দের আভিধানিক অর্থ- স্পষ্ট করে বিবরণ দেয়া। আল্লাহ্ বলেন,

وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا.

'আর যখনই তারা তোমার সামনে কোন নতুন কথা নিয়ে আসে, আমি তার জওয়াব সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি এবং অতি উত্তমভাবে মূল কথাকে তাফসীর করে স্পষ্ট করে দিয়েছি' *(ফুরক্বান ৩৩)*।

পরিভাষায় তাফসীর এমন এক বিদ্যাকে বলা হয়, যার মাধ্যমে মানুষ তার মানবিক ক্ষমতা দ্বারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্য উদঘাটন করার জন্য কুরআন নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে। অথবা তাফসীর এমন এক বিদ্যার নাম যা দ্বারা কুরআনের ভাবার্থ জানা যায় এবং কুরআনের উদ্দেশ্য ও আদেশ-নিষেধ উদ্ঘাটন করা যায়।

تَأْوِيْل শব্দের আভিধানিক অর্থ : তাবীল ও তাফসীর সমার্থক শব্দ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ.

অনুবাদ : 'আর যাদের মনে কুটিলতা রয়েছে, তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই মুতাশাবিহাত আয়াতের পিছনে লেগে থাকে এবং তার তাবীল বা স্পষ্ট অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ তার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না' *(আলে ইমরান ৭)*।

تَأْوِيْل (তাবীল) শব্দের পারিভাষিক অর্থ : অনেকেই মনে করেন তাফসীর ও তাবীল একই জিনিস। কেউ মনে করেন তাফসীর সাধারণত শব্দের ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যাবহার হয় আর তাবীল অর্থের ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার হয়। অনেকেই মনে করেন তাফসীর রেওয়াত বা হাদীছের সাথে সম্পর্ক রাখে, আর তাবীল সম্পর্ক রাখে বুঝ, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন ইবনু আব্বাসের জন্য দো'আয় বলেন, اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ. 'হে আল্লাহ্ তুমি ইবনু আব্বাসকে দ্বীনের বুঝ দাও এবং তাকে সঠিক স্পষ্ট ব্যাখ্যার জ্ঞান দান কর' *(আহমাদ হা/২৩৯৭, ২৪২২, ১৮৪০)*।

তাফসীরকারীদের জন্য শর্ত

(১) সঠিক আক্বীদার অধিকারী হতে হবে। কারণ আক্বীদাই মানুষের আত্মার ফায়ছালা করে। মানুষের আক্বীদা সঠিক হলে মানুষ হকের উপর থাকতে পারবে এবং প্রবৃত্তি হতে নিরাপদে থাকবে। আর আক্বীদা যদি ভ্রান্ত হয়, তাহলে সে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট বিধান হাদীছ বর্ণনার সময় খিয়ানত করবে। ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, মুফাসসিরের জন্য আক্বীদা সঠিক হওয়া যরূরী। দ্বীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। কেউ যদি দ্বীনের ব্যাপারে অভিযুক্ত হয়, তাহলে দুনিয়ার ব্যাপারে তার উপর নির্ভর করা যায় না। কাজেই দ্বীনের ব্যাপারেও তার উপর নিরাপত্তা আশা করা যায় না।

(২) মুফাসসিরকে প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে মুক্ত হতে হবে। কারণ প্রবৃত্তি মানুষকে অন্ধ ও বধির করে। প্রবৃত্তি তার নরম কথা ও কণ্ঠ দ্বারা মানুষকে ভ্রান্ত পথে টেনে নিয়ে যায়। যেমন খারেজী, মু'তাযিলা ও অন্যান্য ভ্রান্ত দলের বৈশিষ্ট্য।

(৩) আরবী ভাষা ও তার শাখা প্রশাখা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আরবী ভাষা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকলে একজন মুমিনের জন্য তাফসীর করা আদৌ জায়েয নয়। হাসান বাছারী (রহঃ)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল একজন ব্যক্তি আরবী ভাষা শিখতে চায়, সুন্দর উচ্চারণ করতে চায় এবং বুঝতে চায় তার জন্য করণীয় কি? তিনি বলেন, একজন মানুষ ইলমে মা'নী, ইলমে বায়ান ও ইলমে বাদী ছাড়া আরবী ভাষা সঠিকভাবে শিখতে ও বুঝতে পারবে না। আল্লামা সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন, এ তিনটি বিদ্যার নাম ইলমে বালাগাত। তাফসীর করার জন্য এ তিনটি হচ্ছে মূল ভিত্তি। এসব বিদ্যা ছাড়া তাফসীর করার কোন বিকল্প পথ নেই।

(৪) কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানসমূহ থাকতে হবে। যেমন ইলমে উছূল, ইলমে ক্বিরাআত, ইলমে তাওহীদ, আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ, আয়াত রহিত হওয়ার জ্ঞান থাকা, যা আয়াতকে জানা ও বুঝার ব্যাপারে বড় সহযোগী। উল্লেখ্য যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে যত জাল-যঈফ হাদীছ রয়েছে, সেসব হাদীছ বর্ণনা করা থেকে সাবধান থাকা যরূরী।

(৫) মুফাসসিরের সূক্ষ্ম বুঝ থাকতে হবে। কারণ শরী'আতের সঠিক বিষয় উদ্‌ঘাটন এবং বাতিল মত হতে সরে গিয়ে সঠিক মতের প্রাধান্য দেয়ার জন্য সূক্ষ্ম বুঝ থাকা একান্ত যরূরী।

(৬) নিয়্যত খালিছ করা। আল্লাহ্ বলেন, 'আর তাদেরকে এটাই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে' *(বাইয়্যেনা ৫)*। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষের কর্ম নিয়্যতের উপর নির্ভর করে' *(বুখারী হা/১)*। ইমাম ত্ববারী (রহঃ) বলেন, তাফসীর করতে হলে মুফাসসিরের জন্য শর্ত হচ্ছে নিয়্যত খালিছ করা।

(৭) ইলম অনুযায়ী আমল করা। উপকারী বিদ্যার বরকত হচ্ছে মুফাসসিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর বিদ্যার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, মুফাসসিরের জন্য উচিত হবে, রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ইবাদত করা, দিনে মানুষ যখন খায় তখন ছিয়াম থাকা, মানুষ যখন খুশীতে মত্ত তখন পরকালীন চিন্তায় মত্ত হওয়া, মানুষ যখন হাসিতে মত্ত তখন আল্লাহ্র ভয়ে কান্নাকাটি করা, মানুষ যখন বিভিন্ন কথায় লিপ্ত তখন আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হওয়া। চিন্তিত হওয়া, ধৈর্যশীল, সহনশীল ও সুশীল হওয়া। বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া, নীরব-নিস্তব্দ হওয়া। কঠোর, নির্দয়, অভদ্র, অসতর্ক, অমনোযোগী, হৈচৈকারী, চিৎকারকারী, দ্রুত রাগান্বিত হওয়া মুফাসসিরের জন্য শোভনীয় নয়। তিনি আরো বলেন, মুফাসসিরের আচরণ দুর্বল হলে মানুষ হক থেকে দূরে সরে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, আর নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও? অথচ তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর, তোমরা তবুও কি বুঝ না" *(বাক্বারাহ ৪৪)*। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, 'ঐ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ বেশী অসন্তুষ্ট হন যে ব্যক্তি নিজে যা বলে, তা আমল করে না' *(ছফ ৩)*। হাতিম (রাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের মাঠে ঐ আলেম ও মুফাসসির সবচেয়ে বেশী দুঃখ ও আফসোস করবে, যে মানুষকে বিদ্যা শিখিয়ে দিত মানুষ সে অনুযায়ী আমল করত এবং তারা পরকালে সফল হল অথচ সে আমল না করে ক্বিয়ামতের মাঠে ধ্বংস হল। মালিক ইবনু দিনার বলেন, আলিম বা মুফাসসির যদি জ্ঞান অনুযায়ী আমল না করে, তাহলে তার উপদেশ মানুষের অন্তর থেকে বের হয়ে যায়। যেমনভাবে পানির ফোটা শক্ত পাথর হতে গড়িয়ে পড়ে যায়। কা'ব (রাঃ) বলেন, শেষ যামানায় আলেমগণ মানুষকে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী করবে, কিন্তু তারা দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হবে। তারা মানুষকে আল্লাহ্র ভয় দেখাবে, কিন্তু তারা আল্লাহ্কে ভয় করবে না। তারা দায়িত্বশীলদেরকে আত্মসাৎ করার ব্যাপারে নিষেধ করবে, কিন্তু তারা আত্মসাৎ করবে, তারা পরকালের চেয়ে পার্থিব জগতকে প্রাধান্য দিবে। অবৈধ সম্পদ ভক্ষণ করবে। ধনীদের নিকটবর্তী হবে। গরীবদের থেকে দূরে থাকবে।

(৮) আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হতে হবে। আলেম ও মুফাসসিরের জন্য উচিত হবে দুনিয়া এবং দুনিয়াবী ছোট কথা ও কর্ম থেকে বিরত থাকা। ভিক্ষুকের মত নেতাদের দরজায় না যাওয়া। ওমর (রাঃ) মুফাসসিরগণকে বলতেন, আপনারা আপনাদের সম্মান বজায় রাখুন, সব পথ স্পষ্ট হয়ে যাবে। ওমর (রাঃ) বলতেন, তোমরা দুনিয়ালোভী কোন আলেমকে দেখলে তার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কর। সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব (রহঃ) বলতেন, তোমরা কোন আলেমকে নেতাদের নিকট যেতে দেখলে তাকে চোর মনে কর।

(৯) হক্ব প্রকাশে নির্ভীক হতে হবে। এ মর্মে ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে বায়'আত করেছেন যে, আমরা যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি হক্ব বলব। আল্লাহ্‌র ব্যাপারে নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ইমারত' অধ্যায়)*।

(১০) সত্য অন্বেষণকারী হতে হবে। আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীছ নকল করা আমানতদারী আর সঠিক বর্ণনা করা দ্বীনদারী বা ধার্মিকতা। জিবরাঈল (আঃ) সঠিক দ্বীন নবীর কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট খুব বিশ্বাসী। এজন্য আল্লাহ্ জিবরাঈল (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ.

'নিশ্চয়ই কুরআন সম্মানিত বাণীবাহক (জিবরাঈল)-এর উক্তি। তিনি আরশের অধিকারীর নিকট খুব শক্তিশালী ও অতীব সম্মানী। তাঁর কথা সেখানে মান্য করা হয় এবং তিনি আস্থাভাজন' *(তাকভীর ১৯-২০)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ জিবরাঈল (আঃ)-এর ৫টি গুণ বর্ণনা করেছেন- (১) তিনি সম্মানী (২) আল্লাহ্‌র নিকট সার্বিকভাবে শক্তিশালী (৩) মর্যাদার অধিকারী (৪) তাঁর কথা ফেরেশতাগণ মান্য করেন (৫) তিনি বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন। এগুলি মুফাসসিরের মধ্যে থাকা একান্ত যরূরী। (১) মুফাসসিরকে জ্ঞানীগুণী সম্মানী হতে হবে (২) আল্লাহ্‌র নিকট দ্বীনদারী ও আমনতদারীতে শক্তিশালী হতে হবে (৩) জনগণের নিকট মর্যাদার অধিকারী হতে হবে (৪) জনগণ যেন তার কথা মান্য করেন এমন হতে হবে (৫) আল্লাহ্‌র নিকট এবং জনগণের নিকট বিশ্বাসী ও আস্থাভাজন হতে হবে।

মুফাসসিরগণের দেয়া শর্ত সমূহ

(১) মুফাসসিরের আক্বীদা সঠিক হতে হবে। অর্থাৎ শিরক ও বিদ‘আত মুক্ত আক্বীদা হতে হবে।

(২) মনোবৃত্তি ও ইচ্ছানুরাগী হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে।

(৩) প্রথমত কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করতে হবে।

(৪) ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে তাফসীর করতে হবে।

(৫) ছহীহ হাদীছ না পেলে ছাহাবীদের পক্ষ থেকে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত উক্তি দ্বারা তাফসীর করতে হবে। কেননা ছাহাবীগণ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সমস্যা মুকাবেলায় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে বেশী জানতেন।

(৬) কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ছাহাবীদের সঠিক উক্তি না পেলে তাবেঈদের বিশুদ্ধ উক্তির মাধ্যমে তাফসীর করতে হবে। কেননা তাবেঈগণ ছাহাবীগণকে দেখেছেন, তাদের নিকটে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করেছেন।

(৭) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ইসরাঈলী কাহিনী দ্বারা তাফসীর করতে হবে।

(৮) নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সহকারে আহকাম উদ্ঘাটনে যথাযথ দখল থাকতে হবে *(দ্রঃ মান্না আল-কাত্তান, মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন)*।

মুফাসসিরগণের দেয়া বৈশিষ্ট্য

(১) তাফসীর করার নিয়ত সঠিক ও উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ হতে হবে।

(২) সুন্দর চরিত্র সম্পন্ন হতে হবে।

(৩) দ্বীনের যথাযথ অনুগামী ও আমলকারী হতে হবে।

(৪) তাফসীর করার জন্য সততা ও পূর্ণ ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে।

(৫) শরী‘আতের সামনে বিনয়ী হতে হবে।

(৬) আন্তরিকভাবে সংবরণশীল হতে হবে।

(৭) হক্ব প্রকাশকারী হতে হবে।

(৮) সুন্দর, নম্র, ভদ্র আচরণের অধিকারী হতে হবে।

(৯) সম্মানিত ব্যক্তিকে অগ্রে রাখার অনুভূতি থাকতে হবে।

(১০) নিজ রায় ও পরিকল্পনায় তাফসীর হারাম, এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে।

মুফাসসিরগণের যেসব জ্ঞান থাকা প্রয়োজন

(১) আরবী ভাষায় পারদর্শী হতে হবে। কারণ আরবী ভাষার মাধ্যমেই শব্দের উদ্দেশ্যপূর্ণ অর্থ জানা যায়।

(২) ইলমে নাহু জানতে হবে। কারণ হারাকাতের পরিবর্তনেই অর্থের পরিবর্তন হয়।

(৩) ইলমে ছরফ জানতে হবে। কেননা ইলমে ছরফের মাধ্যমেই শব্দের বিশুদ্ধতা জানা যায়।

(৪) শব্দ নির্গত হওয়ার মূল উৎস জানতে হবে। কেননা শব্দের মূল উৎস পরিবর্তনের কারণে অর্থের পরিবর্তন হয়।

(৫) ইলমে মা'আনী জানতে হবে। কারণ অর্থ প্রকাশ করার সময় ইলমে মা'আনীর মাধ্যমেই ভুল হতে নিরাপদ থাকা যায়।

(৬) ইলমে বায়ান জানতে হবে। কারণ অর্থগত দুর্বোধ্যতা হতে ইলমে বায়ানের মাধ্যমে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

(৭) ইলমে বাদী জানতে হবে। কারণ ইলমে বাদীর মাধ্যমেই আরবী বাক্য সুন্দরভাবে জানতে ও বুঝতে পারা যায়।

(৮) ইলমে ক্বিরাআত জানতে হবে। কারণ ইলমে ক্বিরাআতের মাধ্যমেই কুরআন মাজীদ সুন্দরভাবে পড়তে পারা যায়। আর সুন্দরভাবে পড়ার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যথাযথ আদেশ করেছেন।

(৯) দ্বীনের ভিত্তি জানতে হবে।

(১০) উছূলে ফিক্বহ জানতে হবে। এর মাধ্যমে আয়াতের আহকাম উদ্‌ঘাটন করা যায়।

(১১) আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ জানতে হবে, তাহলে সঠিকভাবে আয়াতের অর্থ জানা যাবে।

(১২) কোন আয়াত রহিত হয়েছে আর কোন্ আয়াত বলবৎ আছে তা জানতে হবে। তাহলে আয়াতের হুকুম সঠিক হবে।

(১৩) ঐসব হাদীছ অবগত হতে হবে, যেসব হাদীছ আয়াতের অস্পষ্ট আলোচনা স্পষ্ট করে দেয়।

(১৪) মুফাসসির প্রথমত তাফসীর করবেন কুরআন দ্বারা। কারণ একই বিবরণ কোন স্থানে সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে, আবার কোন স্থানে বিস্তারিতভাবে এসেছে।

(১৫) তারপর তিনি ছহীহ হাদীছ দ্বারা তাফসীর করবেন। কারণ হাদীছ হচ্ছে কুরআনের স্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী। আল্লাহ্ বলেন, ‘আমি আপনার উপর কুরআন নাযিল করেছি এজন্য যে, আপনি তাদেরকে কুরআন স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবেন’ *(নাহল ৪৪)*। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, ‘রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর’ *(হাশর ৭)*।

(১৬) ছহীহ হাদীছ না পেলে ছাহাবীগণের কথা ও কর্ম দ্বারা তাফসীর করবেন। মুফাসসিরগণ ছাহাবীগণের তাফসীর অনুসরণ করবেন। কারণ তারা কুরআন অবতীর্ণ হতে দেখেছেন, তাঁরা অবতীর্ণ হওয়ার এমনসব কারণ জানতেন, যা আমরা জানি না।

(১৭) তাফসীর করার জন্য কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ছাহাবীগণের কথা না পাওয়া গেলে তাবেঈগণের বিবরণ দ্বারা তাফসীর করতে হবে। কারণ তাঁরা যেমন সম্মানী, তেমন ইলমের অধিকারী।

ছাহাবীগণের মধ্য হতে প্রসিদ্ধ মুফাস্সিরগণ

প্রথম মুফাসসির আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) : আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাড়ীতে ও সফরে সব সময় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে থেকেছেন। এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবুবকর কুরআন সম্পর্কে বেশী অবগত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মহিলাকে বলেছিলেন, তুমি পরে আমার সাথে দেখা কর। মহিলাটি বলেছিল, এসে যদি আপনাকে না পাই? তখন নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে আবুবকর ছিদ্দীকের নিকট আস *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০১৪, ৬০১৫)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় বলতাম, নবীর সবচেয়ে উত্তম সঙ্গী আবুবকর, তারপর ওমর, তারপর ওছমান (রাঃ) *(বুখারী, মিশকাত হা/৬০১৬)*। কাজেই কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে তিনি বেশী অবগত।

দ্বিতীয় মুফাসসির ওমর (রাঃ) : ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করে বদর-ওহুদ সহ সকল যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রথম খলীফা যাকে আমীরুল মুমেনীন বলে ডাকা হয়েছে। তিনিই হিজরী সাল প্রবর্তন করেন। তিনি প্রথমে কুরআনকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তিনিই প্রথমে প্রজাদের রাতে খোঁজ-খবর নেন, অনেক দেশ জয় করেন, মুসলমানদের উপর কর মাফ করেন। অনেক শহর গড়ে তোলেন। বিচারকের পদ নির্ধারণ করেন। তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীই যথেষ্ট 'আমার পর কোন ব্যক্তি নবী হলে, ওমর নবী হতেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৩৮)*। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ ওমরের জিহ্বা ও অন্তরে চূড়ান্ত সত্য লিখে দিয়েছেন, যা দ্বারা ওমর কথা বলে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৩৩, ৬০৩৫)*।

তৃতীয় মুফাসসির ওছমান (রাঃ) : ওছমান (রাঃ) অত্যন্ত সম্মানিত ছাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ওছমান এমন ব্যক্তি, যাকে ফেরেশতারা লজ্জা করে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৬০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ওছমান! তোমাকে মানুষ খেলাফাত ছেড়ে দিতে বলবে, তুমি তা মেনে নিবে না *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৬৮)*।

চতুর্থ মুফাসসির আলী (রাঃ) : নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আলী! তুমি আমার নিকট তেমন, মূসার নিকট যেমন হারূণ। তবে আমার পর কোন নবী নেই *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৭৮)*। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, খায়বার জয়ের জন্য আমি কাল যার হাতে পতাকা দিব সে আল্লাহ্ এবং রাসূলকে ভালবাসে আর আল্লাহ্ এবং রাসূল তাঁকে ভালবাসেন। পরের দিন আলী (রাঃ)-এর হাতে পতাকা তুলে দেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৮০)*। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আলী প্রত্যেক মুমিনের বন্ধু বা অভিভাবক *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৮১)*।

পঞ্চম মুফাসসির ইবনূ আব্বাস (রাঃ) : ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি এক রাতে আমার খালা মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে ছিলাম। আমি নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওযূর পানির ব্যবস্থা করেছিলাম। তিনি বললেন, এখানে কে পানি রেখেছে? তারা বলল, আব্দুল্লাহ। তখন তিনি বললেন, اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ. 'হে আল্লাহ্! তুমি ইবনু আব্বাসকে দ্বীনের বুঝ দাও এবং তাকে সঠিক স্পষ্ট ব্যাখ্যার জ্ঞান দান কর' *(আহামাদ হা/২৪২২)*।

৬ষ্ঠ মুফাসসির আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) : আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যে আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই, সেই আল্লাহ্র কসম! কুরআনের প্রতিটি সূরা কোথায় নাযিল হয়েছে, আমি তা জানি। কুরআনের প্রতিটি আয়াত কি বিষয়ে বা কার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, আমি তাও জানি। আল্লাহ্র কিতাব আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে, এ কথা জানতে পারলে আমি সেখানে গিয়েছি *(বুখারী)*।

সপ্তম মুফাসসির ওবাই ইবনু কা'ব : রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِيْ حُذَيْفَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

'তোমরা চারজনের নিকট হতে কুরআন গ্রহণ কর (১) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (২) সালিম (৩) মু'আয (৪) ওবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৯০)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ آللهُ سَمَّانِيْ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ نَعَمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওবাই ইবনু কা'বকে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে তোমার সামনে কুরআন পড়ার জন্য আদেশ করেছেন। ওবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্ কি আমার নাম উল্লেখ করেছেন? নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ। ওবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বললেন, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আমাকে স্মরণ করা হয়েছে কি? নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ। তখন তার দু'টি চোখ অশ্রুতে সিক্ত হল *(বুখারী, হা/৪৫৭৯; মুসলিম হা/২১৯৬)*।

অষ্টম মুফাসসির যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ أُبَيٌّ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে যে চারজন কুরআন জমা করেছেন, তারা সকলেই আনছারী- (১) ওবাই ইবনু কা'ব (২) মুয়ায ইবনু জাবাল (৩) আবু যায়েদ এবং (৪) যায়েদ ইবনু ছাবিত *(বুখারী, মুসলিম)*।

নবম মুফাসসির আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) :

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى اَنَّ النَّبِىّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا ابَا مُوْسَى! لَقَدْ اُعْطِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اَلِ دَاوُدَ.

আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু মূসা (কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে) তোমাকে দাঊদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বর দেয়া হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৯০)*।

দশম মুফাসসির আব্দুল্লাহ ইবনু জাবির (রাঃ) : আব্দুল্লাহ ইবনু জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খন্দকের যুদ্ধের সময় বলেন, এমন কে আছ যে, শত্রু দলের তথ্য এনে আমাকে দিতে পারে? তখন যুবায়ের (রাঃ) বললেন, আমি। অতঃপর নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, প্রত্যেক নবীর নিবেদিত প্রাণ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। আর আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হচ্ছে যুবায়ের *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১৫)*।

তাবেঈগণের মধ্য হতে প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ

১ম মুজাহিদ ইবনু জুবায়ের : তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর ছাত্র। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমি ইবনু আব্বাসের সামনে ত্রিশবার কুরআন পেশ করেছি। আ'মাশ (রহঃ) বলেন, ছাহাবীগণ মুজাহিদকে সম্মান করতেন। মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, আমি ইবনু ওমরের খিদমত করতে চাইতাম। কিন্তু তিনিই আমার খিদমত করতেন *(ইবনে সা'দ ৫/৪৬৬)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলতেন, তোমার নিকট মুজাহিদের তাফসীর পৌঁছলে তুমি তা যথেষ্ট মনে করবে। আহমাদ ইবনুতাইমিয়া (রহঃ) বলেন, মক্কাবাসীদের মধ্যে মুজাহিদ সবচেয়ে বড় মুফাসসির ছিলেন। কারণ তিনি ইবনুআব্বাসের সাথী। যেমন মুজাহিদ, আতা ইবনুআবী রাবাহ, ইবনু আব্বাসের গোলাম ইকরিমা, সাঈদ ইবনুজুবায়ের, তাঊস, ফাযল ইবনু দোকায়েক বলেন, মুজাহিদ ১০২ হিজরী রোজ শনিবার সিজদারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

২য় আতা ইবনু আবী রাবাহ : তিনি মক্কার ইমাম ছিলেন, তিনি দুইশ' জন ছাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। মক্কাবাসী কোন কিছু জানার জন্য ইবনু আব্বাসের নিকট মদীনায় কাউকে পাঠালে তিনি বলতেন, তোমাদের নিকট আতা ইবনু আবী রাবাহ থাকার পরেও তোমরা আমার নিকট এসেছো? ইসমাঈল ইবনু ওমাইয়া (রহঃ) বলতেন, আতা ইবনু আবী রাবাহ দীর্ঘ সময় চুপ থাকতেন। যখন কথা বলতেন, তখন আমাদের মনে হত তার কথাকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ইমাম আবু হানীফা

(রহঃ) বলতেন, আতা ইবনু আবী রাবাহ আমার নিকট সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। তিনি ১১৫ হিজরীতে রামাযান মাসে ইন্তেকাল করেন *(তাবকতা ইবনে সা'দ ৫/৪৬৬)*।

তৃতীয় ইকরিমা মাওলা ইবনে আব্বাস : তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই মদীনাতে ফাতাওয়া দিতেন। ইকরিমা (রহঃ) বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমার পায়ে বেড়ী দিয়ে রাখতেন এবং আমাকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। শা'বী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কিতাব ইকরিমার চেয়ে বেশী অবগত কেউ ছিল না।

চতুর্থ হাসান আল-বাছারী : তিনি হলেন হাসান ইবনু আবী হাসান, ইয়াসার, আবু সাঈদ বাছারীর মত বড় তাবেঈগণের অন্যতম। তাঁর মা ছিলেন উম্মু সালামার দাসী। হাফিয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, হাসান ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ওমর (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তাহনীক করেন এবং তার জন্য দো'আ করেন। তাঁর মা তাঁকে ছাহাবীগণের কাছে নিয়ে যেতেন, তাঁরা তার জন্য দো'আ করতেন। ওমর (রাঃ) তার জন্য বলেছিলেন, اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْن وَحَبِّبْهُ اِلَى النَّاس. 'হে আল্লাহ্! তুমি তাকে দ্বীনের বুঝ দাও এবং মানুষের নিকট প্রিয় করে দাও' *(আল-বিদায়া ৬/৪১১)*। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন তোমরা এ বিষয়ে আমাদের মাওলানা হাসানকে জিজ্ঞেস কর তিনি শুনেছেন, আমরাও শুনেছি, কিন্তু তিনি স্মরণ রেখেছেন আর আমরা ভুলে গেছি। আবু জাফর বলেন, হাসানের কথা নবীগণের কথার মত *(বিদায়া ৬/৪১১)*।

পঞ্চম মাসরুক বিন আজদা : তিনি ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর ছাত্র। মাসরুক বলেন, একদা ওমর (রাঃ) আমাকে বললেন, তোমার নাম কি? আমি বললাম, মাসরুক ইবনু আজদা। তিনি বললেন, আমি নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি আজদা অর্থ শয়তান। অতএব আজ থেকে তোমার নাম মাসরুক ইবনু আব্দুর রহমান। শা'বী বলেন, আমি দাতাদের (দিওয়ান) বা তালিকায় দেখেছি মাসরুক ইবনু আব্দুর রহমান। তিনি একজন জগৎবিখ্যাত আলেম ছিলেন, আবু ইসহাক্ব বলেন, তিনি হজ্জ করতে গেলে অধিকাংশ সময় সিজদারত থাকতেন।

৬ষ্ঠ ত্বাউস ইবনু কায়সান : ত্বাউস ইবনু ক্বায়সান ইয়ামান দেশের আলেম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ৫০জন সঙ্গীকে তিনি পেয়েছিলেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলতেন, ত্বাউস জান্নাতীদের একজন *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৩৯)*। ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন, ত্বাউস ইবনু কায়সান ইয়ামানের আবেদগণের একজন। তিনি তাবেঈগণের সরদার। যিনি ৪০ বার হজ্জ করেছিলেন।

৭ম সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব : তিনি মদীনার বড় আলেম ছিলেন এবং তাবেঈগণের সরদার ছিলেন। আলী ইবনু মাদানী (রহঃ) বলেন, তিনি তাবেঈগণের মধ্যে সবচেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাবেঈগণের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে সম্মানী। তিনি ছাহাবীগণের যুগে ফাতাওয়া দিতেন। তিনি ৯৪ হিজরীতে মারা যান।

৮ম কাতাদা ইবনু দিআমা : আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, কাতাদা ইবনু দিআমা তাফসীর বিষয়ে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব বলেন, তিনি ইরাকীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন।

৯ম মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরযী : তিনি একজন সৎ লোক ছিলেন এবং কুরআনের তাফসীরে তিনি ছিলেন পারদর্শী। যাহাবী বলেন, তিনি তাফসীর বিষয়ে বড় ইমামগণের অন্যতম। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, বলা হয়েছে যে, তিনি তার সাথীদের সামনে কুরআনের কাহিনী বলছিলেন, এমতাবস্থায় মসজিদের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ে তাঁরা মারা যায়। আমি মনে করি, তারা শহীদের স্থান পাবেন। আল্লাহ্ তুমি তাঁদের প্রতি খুশী হও এবং দয়া কর।

১০ম যাহহাক ইবনু মাযাহিম : তিনি ছিলেন খোরাসানী। তিনি ছিলেন নির্ভরশীল তাবেঈ। ইমাম আহমাদ, ইবনু মায়ীন সহ আরো অনেকে তাঁকে নির্ভরশীল বলেছেন। তিনি ১০৫ হিজরীতে মারা যান।

আছহাবে কাহফের কাহিনী

আছহাবে কাহফের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ إِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَ مِنْ دُوْنِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللهَ فَأْوُوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ

ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ مَنْ يَّهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُوْدٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ
بِالْوَصِيْدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ
لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوْا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوْا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِّنْهُ **وَلْيَتَلَطَّفْ** وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

অনুবাদ : ‘যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিলো, তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি নিজ হাতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন। অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। পরে আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম জানবার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল তাদের ইন্তিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে। আমি তোমার কাছে তাদের সঠিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করছি, তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম। আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করেছিলাম, তারা যখন উঠে দাঁড়ালো তখন বলল, আমাদের প্রতিপালক আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক, আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন মা‘বূদকে আহ্বান করব না, যদি করে বসি, তবে তা অতিশয় গর্হিত কাজ হবে। আমাদেরই এই স্বজাতিরা তাঁর পরিবর্তে অনেক মা‘বূদ গ্রহণ করেছে। তারা এই সব মা‘বূদ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? তোমরা তখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের হতে ও তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত, তাদের হতে তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তীর্ণ করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসু করবার ব্যবস্থা করবেন। দেখতে দেখতে তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত হল। সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলে আছে এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করছে বাম পার্শ্ব দিয়ে, এই সব আল্লাহ্‌র নিদর্শন। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন সে কখনই তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না। তুমি মনে করতে, তারা জাগ্রত কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত; আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম দক্ষিণে এবং বামে ও তাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দু’টি গুহার দ্বারে প্রসারিত করে। তাদেরকে

তাকিয়ে দেখলে তুমি পিছনে ফিরে পালিয়ে যেতে ও তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে। এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবদ করে। তাদের একজন বলল, তোমরা কতকাল অবস্থান করছো? তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন; এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর। সে যেন তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু জানতে না দেয়' *(কাহাফ ১০-১৯)*।

আছহাবে কাহফের সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

অত্র আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : যখন ওমর (রাঃ) খলীফা হলেন, কিছু ইহুদী পাদ্রী তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন, 'হে ওমর! আপনি মুহাম্মাদ ও আবুবকর (রাঃ)-এর পর খলীফা হয়েছেন। আমরা আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি সঠিক উত্তর দিলে আমরা মনে করব ইসলাম সত্য, মুহাম্মাদ সত্য নবী। আর আপনি যদি না বলেন, আমরা বুঝবো ইসলাম বাতিল ধর্ম, আর মুহাম্মাদ সত্য নবী নন। ওমর (রাঃ) বললেন, জিজ্ঞেস করুন, কি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন। তারা বলল, (১) আকাশের তালা বা দরজা সমূহ কি জিনিস তা আমাদের বুঝিয়ে বলুন, (২) আকাশ সমূহের চাবি কি জিনিস? (৩) কবর তার সঙ্গীকে কোথায় নিয়ে গেছে? (৪) তিনি কে? যিনি তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিলেন, যার সম্প্রদায় মানুষও নয়, জিনও নয়? (৫) পাঁচটি জিনিসের কথা বলুন, যা যমীনের উপর চলে। অথচ সেগুলিকে মায়ের পেটে সৃষ্টি করা হয়নি। (৬) আমাদের বলুন, তিতির পাখি তার ডাকে কি বলে? (৭) মোরগ তার চিৎকারে কি বলে? (৮) গাধা তার ডাকে কি বলে? (৯) কুম্বর পাখি তার ডাকে কি বলে?

ওমর (রাঃ) মাথা মাটির দিকে নীচু করার পর বললেন, ওমর যা জানে না তা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, কাজেই ওমর বলবে আমি জানি না। আর এতে ওমরের কোন দোষ নেই। তাৎক্ষণিক ইহুদীরা লাফ দিয়ে উঠে বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ নবী ছিলেন না। ইসলাম একটি বাতিল ধর্ম। তখন সালমান ফারসী লাফ দিয়ে উঠে বললেন, হে ইহুদীরা! একটু থাম। তিনি আলী (রাঃ)-এর নিকটে গেলেন এবং বললেন, হে আবুল হাসান! ইসলামের সহযোগিতা করুন। তিনি বললেন, কি হয়েছে? সালমান (রাঃ) সব খবর তাঁকে বললেন। তখন আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাদর গায়ে দিয়ে গৌরব সহকারে চলে আসলেন। ওমর (রাঃ) তাঁকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন এবং বললেন, হে আবুল হাসান! যে কোন কঠিন সময়ে আপনাকে ডাকা হয়। আলী (রাঃ) ইহুদীদের ডাকলেন এবং তাদের বললেন,

তোমরা জিজ্ঞেস কর, কি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছ? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বিদ্যার এক হাজারটি দরজা শিক্ষা দিয়েছেন, প্রত্যেকটির আবার এক হাজার করে শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তোমরা জিজ্ঞেস কর কি জিজ্ঞেস করতে চাও? তারপর আলী (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আমার পক্ষ থেকে আপনাদের উপর একটি শর্ত রয়েছে। আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে দিব যেমন তোমাদের তাওরাতে রয়েছে। তোমরা আমাদের দ্বীনে প্রবেশ করবে এবং ঈমান আনবে। তারা বলল, আচ্ছা ঠিক আছে।

আলী (রাঃ) বললেন, তোমরা একটি করে জিজ্ঞেস কর (১) তারা বলল, আকাশের দরজাসমূহ কি জিনিস? আলী (রাঃ) বললেন, আকাশের দরজা হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা। কারণ কোন দাস-দাসী আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করলে তার আমল আকাশের উপর যায় না। (২) তারা বলল, আমাদেরকে আকাশের চাবী সম্পর্কে বলেন। আলী (রাঃ) বললেন, আকাশের চাবী হচ্ছে لاَ اِلَـــهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّــــدُ رَّسُـــوْلُ اللهِ বলে সাক্ষ্য দেয়া। তারা পরস্পরের দিকে লক্ষ্য করে বলল, যুবক ঠিক বলেছে। (৩) তারা বলল, ঐ কবর সম্পর্কে বলূন, যে কবর তার সঙ্গীকে নিয়ে চলে গেছে। আলী (রাঃ) বললেন, কবর হচ্ছে ঐ মাছ, যে মাছ ইউনুস (আঃ)-কে গিলে খেয়েছে তারপর তাকে সাত সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে চলে গেছে। (৪) ঐ নবী সম্পর্কে বলুন, যিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিলেন অথচ সম্প্রদায় মানুষও নয়, জিনও নয়। আলী (রাঃ) বললেন, সম্প্রদায় হচ্ছে পিপিলিকা আর সতর্ককারী হচ্ছেন সুলায়মান (আঃ)।

(৫) পাঁচটি জিনিস সম্পর্কে বলুন, যারা মাটির উপর চলেছে, অথচ তাদেরকে মায়ের পেট হতে সৃষ্টি করা হয়নি। আলী (রাঃ) বললেন, তারা হচ্ছেন (ক) আদম (আঃ) (খ) হাওয়া (আঃ) (গ) ছালিহ (আঃ)-এর উটনী (ঘ) ইবরাহীম (আঃ)-এর দুম্বা (ঙ) মূসা (আঃ)-এর লাঠি। (৬) মোরগ তার ডাকে কি বলে? আলী (রাঃ) বললেন, মোরগ তার ডাকে বলে, হে গাফিল নারী-পুরুষ! তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। (৭) ঘোড়া তার ডাকে কি বলে? আলী (রাঃ) বললেন, ঘোড়া তার ডাকে মুমিন যখন কাফিরের সাথে যুদ্ধ করতে যায় তখন বলে, হে আল্লাহ্! তুমি তোমার মুমিন বান্দাকে কাফিরদের উপর সাহায্য কর। (৮) গাধা তার ডাকে কি বলে? আলী (রাঃ) বললেন, গাধা তার ডাকে বলে, সীমালংঘনকারী পাপাচারীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ হোক এবং শয়তানের চোখের উপর চিৎকার করে। (৯) আমাদের বলুন, ব্যাঙ তার ডাকে কি বলে? আলী (রাঃ) বললেন, ব্যাঙ তার ডাকে বলে, আমার প্রতিপালক প্রকৃত মা'বূদের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। যারা তাসবীহ

পাঠ করে সমুদ্র সমূহের গর্ভে। (১০) তারা বলল, কুম্বর পাখি তার ডাকে কি বলে? আলী (রাঃ) বললেন, কুম্বর পাখি তার ডাকে বলে হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের প্রতি যে শত্রুতা রাখে, তুমি তার উপর অভিশাপ কর।

ঐ সময় ইহুদীরা তিনজন ছিল। তাদের দু'জন বলল, اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْـــدُهُ وَرَسُـــوْلُهُ তৃতীয় পণ্ডিত লাফ দিয়ে উঠে বলল, হে আলী! আমার সাথীদ্বয়ের অন্তরে ঈমান পতিত হয়েছে। আমার একটি প্রশ্ন বাকী রয়েছে যা তোমাকে আমি বলতে চাই। আলী (রাঃ) বললেন, যা ইচ্ছা হয় বলুন। আপনি আমাদেরকে অতীতের এক সম্প্রদায়ের খবর দেন, যারা ৩০৯ বছর মৃত্যুবরণ করে থাকার পর আল্লাহ্ তাদের জীবিত করেছিলেন। তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন। আলী (রাঃ) বললেন, হে ইহুদীরা! তারা ছিল আছহাবে কাহফ। আল্লাহ্ আমাদের নবীর উপর যে কুরআন নাযিল করেছেন, তাতে সে কাহিনী রয়েছে। আপনি চাইলে তাদের কাহিনী আপনাকে পড়ে শুনাই। তাদের ঘটনা জানা থাকলে আমাদের বলেন। তাদের নাম, তাদের পিতার নাম, তাদের শহরের নাম, তাদের বাদশাহর নাম, তাদের কুকুরের নাম, তাদের পাহাড়ের নাম, তাদের গর্তের নাম এবং তাদের কাহিনী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনান।

আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাদরটি জড়িয়ে গায়ে দিলেন এবং বললেন, হে আরবদের ভাই! আমার প্রিয় মুহাম্মাদ আমাকে বলেছেন, আফসুস শহরের রুমাইয়া নামক যমীনে ঘটনাটি ঘটেছে। শহরটিকে তারসুমও বলা হয়। জাহেলী যুগে তার নাম ছিল 'আফসুস'। ইসলাম আসার পর তার নাম হয়েছে ত্বরসুম। তাদের একজন নেককার বাদশাহ ছিল। তাদের বাদশাহ মারা গেলে তাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাদের এ সংবাদ ইরানের একজন বাদশাহ শুনতে পায়, যার নাম ছিল দাকয়ানূস। সে ছিল অত্যাচারী কাফির। সে তার সৈন্য নিয়ে আফসুস শহরে প্রবেশ করল। সে এটাকে নিজের রাজত্ব হিসাবে গ্রহণ করল এবং সেখানে প্রাসাদ নির্মাণ করল। ইহুদী লাফ দিয়ে উঠে বলল, আপনার জানা থাকলে প্রাসাদের বিবরণ দিন এবং তার নির্মাণের বিবরণ দিন।

আলী (রাঃ) বললেন, হে ইহুদীদের ভাই! শুন। সেখানে একটি শ্বেত পাথরের প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল, যার দৈর্ঘ ছিল তিন মাইল এবং প্রস্থ ছিল তিন মাইল। তাতে ছিল চার হাজার স্বর্ণের খুঁটি। এক হাজার স্বর্ণের বাতি ছিল। বাতির শিকলগুলি ছিল রূপার। পবিত্র তেল দ্বারা প্রতি রাতে বাতিগুলি জালানো হত। পূর্বদিকের বৈঠকের জন্য ছিল একশত ৮০টি ছোট জানালা। সূর্য যখন আকাশে

উঠত ও ডুবত বৈঠকের ইচ্ছানুযায়ী ঘুরত। সেখানে একটি স্বর্ণের খাট নির্মাণ করেছিল যার দৈর্ঘ ছিল ৮০ গজ আর প্রস্থ ছিল ৪০ গজ। যেটাকে মণি-মাণিক্য জহরত দ্বারা শক্ত করা হয়েছিল। খাটের ডান দিকে ৮০টি স্বর্ণের চেয়ার লাগানো হয়েছিল। তার উপর বসানো হয়েছিল বাতারিকদের *(বাতারিক হচ্ছে রোমান সেনাপতি)*। খাটের বামে ছিল ৮০টি স্বর্ণের চেয়ার। সে তার উপর আলোকবাতিগুলি বসিয়েছিল। তারপর সে নিজে খাটের উপর বসে ছিল রাজমুকুট মাথায় দিয়ে।

ইহুদী লাফ দিয়ে উঠে বলল, আলী! তার মুকুট কি দ্বারা তৈরী ছিল, জানা থাকলে বল। আলী (রাঃ) বললেন, হে ইহুদীদের ভাই! তার তাজটি তৈরী ছিল স্বর্ণের পিণ্ড দ্বারা। তার নয়টি কোণ ছিল। আর প্রত্যেক কোণে ছিল মুক্তা। মুক্তা তাতে ঝকমক করে আলো দিত যেমন অন্ধকার রাতে বাতি আলো দেয়। তার তারিকদের সন্তান হতে ৫০জনকে দাস হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তাদের কোমর বেড়ী ছিল লাল রেশমী কাপড়ের। তাদের পায়জামা ছিল সবুজ রেশমী কাপড়ের। তাদের মুকুট, তাদের বাজুবন্ধ, তাদের পায়ের মল ছিল মূল স্বর্ণের। তাদেরকে সে তার মাথার পাশে দাঁড় করে রেখেছিল। তাদের ছয়জন ছেলেকে উযীর হিসাবে গ্রহণ করেছিল যাদের ছাড়া বাদশাহ কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। তাদের তিন জনকে দাঁড় করিয়েছিলেন ডানে এবং তিনজনকে দাঁড় করিয়েছিলেন বামে। ইহুদী লাফ দিয়ে উঠে বলল, হে আলী! তাদের নাম জানা থাকলে বল।

আলী (রাঃ) বললেন, আমার প্রিয় নবী আমাকে বলেছেন, ডানের তিনজনের নাম হল (১) তামলীখা (২) মাকসালমীনা (৩) মাহসালমীনা। আর বাম দিকের তিনজনের নাম হচ্ছে (১) মারতুলাউস (২) কাশতুউস (৩) সাদনীউস। সে তাদের সাথে সব বিষয়ে পরামর্শ করত। প্রত্যেক দিন বাড়ীর আঙ্গীনায় বসত। মানুষ তার পাশে একত্রিত হত। এ সময় তিনজন গোলাম মিশকপূর্ণ স্বর্ণের বাটি নিয়ে তার পাশে আসত। আর তাদের দু'জনের হাতে থাকত গোলাপের পানি পূর্ণ রূপার তিনটি বাটি। তৃতীয়জনের হাতে থাকত একটি পাখি। সে তাকে নিয়ে একটি চিৎকার দিত, তখন পাখিটি উড়ে গোলাপের পানির বাটিতে পড়ে বাটির মধ্যে গড়াগড়ি পাড়ত। গোলাপের পানি পাখির দু'ডানায় প্রবেশ করত। তারপর দ্বিতীয়জন চিৎকার দিত, তখন পাখি উড়ে মিশকের পানির বাটিতে পড়ত এবং তার মধ্যে পাখিটি গড়াগড়ি করত। মিশক তার ডানা ও পরের মধ্যে প্রবেশ করত। এরপর তৃতীয়জন চিৎকার করত, তখন পাখি উড়ে গিয়ে বাদশার মুকুটের উপর বসত। বাদশার মাথার উপরে পাখি ডানা ঝাড়া দিত। কারণ ডানায় থাকতো মিশক ও গোলাপের পানি। এভাবে বাদশাহ ত্রিশ বছর থাকেন। এই ত্রিশ বছরে তার কোন দিন মাথা ব্যথা হয়নি, কোন লালা বা থুথু বা শিকনি আসেনি।

সে নিজেকে এরূপ দেখে উদ্ধত হয়ে পড়ে এবং সীমালংঘন করে, অত্যাচারী হয়ে যায়। নাফরমানী করে এবং আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে নিজেকে প্রতিপালক বলে দাবী করে। তার সম্প্রদায়কে নিজের দাবীর উপর দাওয়াত দেয়। যে ব্যক্তি তার দাবী কবুল করত, তাকে নিকটে করে পোশাক পরাত, সবধরনের সুযোগ-সুবিধা দিত। আর যে ব্যক্তি তার দাবী কবুল করত না, তাকে হত্যা করত। বহু লোক তার দাবী মেনে নিয়েছিল। তারা তার দেশে বসবাস করত। আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তার ইবাদত করত। একদা সে খুব আনন্দের সাথে মাথায় মুকুট পরে খাটে বসে ছিল। হঠাৎ তার কোন বার্তাবাহক এসে বলল, একদল অশ্বারোহী তাকে ঘিরে নিয়েছে যারা তাকে হত্যা করতে চাই। এতে সে খুব চিন্তিত হল এবং মাথা থেকে মুকুট পড়ে গেল। সেও খাট হতে পড়ে গেল। তার ডান দিকের তিন যুবকের একজন তার দিকে লক্ষ্য করে। সে খুব বুদ্ধিমান ছিল। তাকে তামলীখা বলা হত। সে চিন্তা করল এবং মনে মনে বলতে লাগল, দাকয়ানূস যদি মা'বূদ হত তাহলে সে চিন্তিত হত না। সে যদি মা'বূদ হয় তাহলে সে কেন পেশাব করে কেন খায়? এগুলি তো মা'বূদের গুণাবলী নয়। প্রত্যেক দিন তারা ছয়জন একজনের পাশে একত্রিত হত। তার একদিন ছিল তামলীখার দিন। তারা সকলেই তামালীখার পাশে একত্রিত হল। তারা সবাই খেল ও পান করল। তামলীখা খেল না, পান করল না। তারা বলল, হে তামলীখা! তোমার কি হয়েছে? কেন তুমি খাচ্ছ না, পান করছ না? আমার অন্তরে কিছু খটকা হচ্ছে যা আমাকে খাওয়া ও পান করা হতে বিরত রাখছে। তারা বলল, হে তামালীখা! সেটা কি? সে বলল, আমি এই আকাশের ব্যাপারে চিন্তা করলাম।

অতঃপর বললাম, তিনি কে? যিনি এই নিরাপদ ছাদ তৈরী করেছেন? যার উপরে কোন কিছু সংযুক্ত নেই, যার নীচে কোন খুঁটি নেই। তিনি কে? যিনি এই আকাশের মধ্যে চন্দ্র-সূর্য চালু করেছেন? তারকা দিয়ে আকাশ সুন্দর করেছেন। তারপর আমি যমীনের দিকে লক্ষ্য করে চিন্তা করলাম, তিনি কে? যিনি এই পানি দ্বারা পরিপূর্ণ সমুদ্রের উপর মাটিকে বিছানা করে বিছিয়েছেন। তাকে থামিয়ে রেখেছেন পাহাড় স্থাপিত করে, যেন পৃথিবী নড়াচড়া না করে। তারপর আমি নিজের প্রতি লক্ষ্য করলাম, অতঃপর বললাম, কে আমাকে গর্ভস্থ সন্তান করে আমার মায়ের পেট হতে বের করল? কে আমাকে খাদ্য দিল? কে আমাকে লালন-পালন করল? অবশ্যই এসব কিছুর একজন পরিচালক ও প্রস্তুতকারী রয়েছেন। অবশ্যই তিনি দাকিয়ানুস বাদশা নন। তারা তামলীখার কথা শুনে ফিরে গেল এবং তার কথা কবুল করে নিল। তারা বলল, হে তামলীখা! আমাদের অন্তরে সে কথাই জেগেছে যা তোমার অন্তরে জেগেছে। তুমি আমাদের পরামর্শ দাও কি করা যায়? তামলীখা বলল, এই অত্যাচারী বাদশার নিকট হতে আসমান

যমীনের মালিকের নিকট পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই। তারা বলল, আমাদের সিদ্ধান্ত সেটাই যা তোমার সিদ্ধান্ত। তামলীখা তিন দিরহামে কিছু খেজুর বিক্রয় করল এবং দিরহাম তিনটি তার চাদরে বেঁধে নিল। তারপর তারা ঘোড়ায় চড়ে বের হয়ে গেল। শহর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে চলে গেল। তামলীখা তাদের বলল, হে আমার ভাইয়েরা! আমাদের থেকে দুনিয়ার বাদশাহ দূর হয়ে গেছে। তার আদেশ আমাদের থেকে দূরে সরে গেছে। তোমরা এখন তোমাদের ঘোড়া থেকে নেমে যাও। তোমরা তোমাদের পায়ে হেঁটে চল। আল্লাহ্ তোমাদের সব ব্যবস্থা করে দিবেন। তারা তাদের ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে ২১ মাইল গেল। তাদের পা থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। পথিমধ্যে একজন রাখালের সাথে তাদের দেখা হল। তারা বলল, হে রাখাল! তোমার নিকট কোন দুধ বা পানি আছে? রাখাল বলল, তোমরা যা ভালবাস তাই আমার নিকট রয়েছে। তবে তোমাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে রাজকীয় মুখ। মনে হয়, তোমরা পালিয়ে এসেছো। তোমরা আমাকে তোমাদের কাহিনী বল। তারা বলল, হে রাখাল! আমরা এমন এক দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করেছি যে, আমাদের জন্য মিথ্যা কথা বলা জায়েয নয়। সত্য আমাদের পরিত্রাণ দিবে কি? সে বলল, হ্যাঁ সত্য তোমাদের পরিত্রাণ দিবে। তারা তাকে ঘটনা শুনালো। রাখাল ফিরে আসল এবং তাদের দ্বীন কবুল করল। সে বলল, তোমাদের অন্তরে যা ঘটেছে, আমার অন্তরেও তাই ঘটেছে। তোমরা এখানে একটু থাম! আমি ছাগলগুলি ছাগলের মালিককে ফেরৎ দিয়ে তোমাদের নিকট ফিরে আসব। সে ছাগলগুলি মালিককে ফেরৎ দিয়ে দ্রুত ফিরে আসল। এ সময় তার কুকুর তার পিছে পিছে এসেছিল।

ইহুদী লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হে আলী! কুকুরের রং ও তার নাম জানা থাকলে বল। আলী (রাঃ) বললেন, হে ইহুদীর ভাই! আমার প্রিয় নবী আমাকে বলেছেন, কুকুরটির রং কাল চিৎকাবরা ছিল। তার নাম ছিল কিৎমীর। যুবকেরা যখন কুকুরটিকে দেখল, তখন তারা পরস্পরকে বলল, আমাদের ভয় হচ্ছে কুকুর তার চিৎকারে আমাদেরকে অপমান করতে পারে। তারা তাকে পাথর দ্বারা তাড়িয়ে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করল। কুকুর তার দু'পা লম্বা করে নিজেকে থামানোর চেষ্টা করে কাতর কণ্ঠে বলল, হে সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন তাড়িয়ে দিচ্ছ? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ তোমরা আমাকে তোমাদের সাথে থাকার সুযোগ দাও। আমি তোমাদেরকে পাহারা দিব। আর এর বিনিময়ে আমি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করব। তারা তাকে ছেড়ে দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। রাখাল তাদের নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গর্তের ভিতরে গেল। ইহুদী লাফ দিয়ে উঠে বলল, হে আলী! পাহাড়ের নাম এবং গর্তের নাম

বল। আলী (রাঃ) বললেন, পাহাড়ের নাম হচ্ছে নাজেলূস আর গর্তের নাম 'আল-ওয়াছীদ' গর্তের সামনে ছিল ফলদার বৃক্ষ আর প্রচুর পানির ঝরণা। তারা গাছের ফল খেল এবং ঝর্ণার পানি পান করল। রাত নেমে আসলে তারা গর্তে আশ্রয় নিল। আর কুকুর গর্তের দরজায় অপেক্ষা করতে লাগল এবং তার দু'পা গর্তের উপর প্রসারিত করল। আল্লাহ্ মউতের ফেরেশতাকে তাদের জান কবয করার আদেশ দিলেন। তারপর আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের জন্য দু'জন করে ফেরেশতা নির্ধারণ করলেন। তারা তাদের পার্শ্ব ডানে ও বামে পরিবর্তন করাবে। তখন আল্লাহ্ সূর্যকে আদেশ করলেন, সূর্য গর্তের মুখের উপর যাবে না, ডানে ও বামে সরে যাবে।

দাকিয়ানুস তার ঈদ হতে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, যুবকেরা কোথায়? তাকে বলা হল, তারা আপনাকে ছেড়ে অন্য মা'বূদ গ্রহণ করেছে। তারা আপনার নিকট হতে পালিয়ে গেছে। বাদশাহ আশি হাজার অশ্বারোহী ছাড়লেন। তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। শেষ পর্যন্ত সে পাহাড়ে উঠে গর্তের মধ্যে উঁকি মেরে দেখল তারা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। সে মনে করল তারা ঘুমিয়ে আছে। সে তার সঙ্গীদের বলল, আমি তাদের এমন শাস্তি দিব তারা নিজেদের যে শাস্তি দিয়েছে তার চেয়ে বেশী। তোমরা তীর নিক্ষেপকারীদের আমার নিকট নিয়ে আস। তাদেরকে তার নিকট নিয়ে যাওয়া হল। তারা গর্তের দরজায় তাদের উপর অনেক পাথর নিক্ষেপ করল। তারপর বাদশাহ তার সঙ্গীদের বলল, তোমরা তাদেরকে বল, তারা যেন তাদের আকাশের মা'বূদকে বলে তাদের মা'বূদ যেন তাদেরকে এ গর্ত থেকে বের করে। তারা সে গর্তে ৩০৯ বছর থাকে। আল্লাহ্ তাদের ভিতরে আত্মা দিলেন, তারা তাদের ঘুম থেকে জেগে উঠল যখন তাদের উপর সূর্যের আলো লাগল। তারা পরস্পরকে বলল, আজ রাতে আমরা ইবাদত হতে গাফিল হয়ে গেছি। চল ঝরণার পাশে যাই। হঠাৎ তারা দেখল ঝরণা শেষ হয়ে গেছে। গাছগুলি শুকিয়ে গেছে। তারা পরস্পরে বলল, আমাদের বিষয়টি আশ্চর্য। এক রাতে ঝরণার পানি নীচে চলে গেল, গাছগুলি শুকিয়ে গেল। আল্লাহ্ তাদের উপর ক্ষুধা চাপিয়ে দিলেন। তারা বলল, পয়সা নিয়ে আমাদের কে বাজারে যাবে? আমাদের জন্য সেখান থেকে খাদ্য নিয়ে আসবে? আর দেখে নিবে শুকরের চর্বি দ্বারা রুটি বানানো হয় না যেন। সে যেন উত্তম পবিত্র খাদ্য কিনে নিয়ে আসে। তামালীখা তাদেরকে বলল, আমি ছাড়া তোমাদের কেউ খাদ্য আনতে পারবে না। তারপর সে রাখালকে বলল, তুমি তোমার পোশাক খুলে আমাকে দাও আমার পোশাক তুমি লও। তারপর সে চলতে লাগল, কিন্তু স্থান চিনতে পারে না পথ অপরিচিত মনে হয়। শেষ পর্যন্ত শহরের দরজায় আসল, সেখানে দেখল সবুজ পতাকা। তার উপর লেখা আছে, لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ عِيْسَى رُوْحُ

ﷲ যুবক সেদিকে দেখতে লাগল এবং দু'চোখ মুছতে মুছতে বলল, আমি নিজেকে ঘুমন্ত মনে করছি। কিছু সময় পর শহরে প্রবেশ করল। মানুষের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল মানুষ ইনজীল কেতাব পড়ছে। কিছু লোক তার সামনে আসল যাদেরকে সে চিনতে পারে না। তারপর বাজারে পৌঁছে গেল। একজন রুটি ওয়ালাকে পেল। রুটি ওয়ালাকে বলল, তোমাদের এ শহরের নাম কি? সে বলল আফসুস। তোমাদের বাদশার নাম কি? সে বলল, আব্দুর রহমান।

তামলীখা বলল, তোমার কথা সত্য হলে আমার বিষয়টি আশ্চর্য। তুমি আমাকে এ দিরহামের বিনিময়ে কিছু খাদ্য দাও। দিরহাম ছিল সেই কালের বড় ও ভারী। রুটিওয়ালা দিরহাম দেখে অবাক হল। ইহুদী লাফ দিয়ে উঠে বলল, আলী তোমার জানা থাকলে বল দিরহামের ওজন কত ছিল? আলী (রাঃ) বললেন, প্রত্যেক দিরহামের ওযন ছিল দশ দিরহামের সমান এবং এক দিরহামের তিনভাগের দু'ভাগের সমান। রুটিওয়ালা তাকে বলল, হে যুবক! তুমি সম্পদের ভাণ্ডার পেয়েছ। তুমি আমাকে কিছু দাও, নইলে তোমাকে ধরে বাদশার কাছে নিয়ে যাব। তামলীখা বলল, কোন ভাণ্ডার পাইনি। এ হচ্ছে খেজুরের মূল্য যা তিন দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করেছিলাম। আজ থেকে তিনদিন পূর্বে। আর এ শহর থেকে আমি বের হয়ে গেছি। কারণ তারা দাকিয়ানুস বাদশাহর ইবাদত করে। এতে রুটিওয়ালা রাগ করল এবং বলল, আবার এক অত্যাচারী বাদশাহর আলোচনা কর, যে নিজেকে প্রতিপালক বলে দাবী করেছিল। সে আজ থেকে তিনশত বছর আগে মারা গেছে। তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছ। তারপর তারা তাকে ধরে বাদশাহর নিকট নিয়ে আসল। সে বাদশাহ ছিল জ্ঞানী ও ন্যায় পরায়ণ। তিনি তাদের বললেন, এ যুবকের কি ঘটনা? তারা বলল, এ ধনভাণ্ডার পেয়েছে। বাদশাহ তাকে বললেন, তুমি ভয় কর না, আমাদের নবী ঈসা (আঃ) বলেছেন, আমরা ধনভাণ্ডারের পাঁচ ভাগের এক ভাগ নিব। তুমি আমাদেরকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ দাও। আর তুমি নিরাপদে ফিরে যাও। তামলীখা বলল, হে বাদশাহ আপনি আমার বিষয়টি বিশ্বাস করুন। আমি কোন ধনভাণ্ডার পাইনি। আমি এ শহরেরই একজন। বাদশাহ বললেন, তুমি এ শহরের একজন? তুমি শহরের কাউকে চিন? যুবক বলল, হ্যাঁ। সে প্রায় এক হাজার লোকের নাম বলল। তারা তাদের কাউকে চিনতে পারল না। তারা বলল, হে যুবক আমরা এদের কাউকে চিনি না। এসব নামগুলি আমাদের যুগের কারো নাম নয়। তারা বলল, তোমার কি এ শহরে কোন বাড়ী আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। আপনি কাউকে আমার সাথে পাঠান। বাদশাহ তার সাথে এক জামা'আত লোক পাঠালেন। সে শহরের বাড়ী সমূহের একটি বড় বাড়ীতে তাদের নিয়ে আসল এবং বলল, এটি

আমার বাড়ী। তারপর সে দরজায় নক করল। একজন বৃদ্ধ মানুষ তাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসল। বয়স বেশী হওয়ার কারণে তার চোখের চামড়া ও ভ্রু জড় হয়ে গেছে। তিনি সকলকে দেখে ভীত হয়ে বললেন, হে মানুষ! তোমাদের কি খবর? বাদশাহর দূত তাঁকে বললেন, এ ছেলেটি বলছে, এ বাড়ী তার। বৃদ্ধ রাগ করে যুবকের দিকে ফিরল এবং তাকে বলল, তোমার নাম কি? সে বলল, তামলীখা ইবনু ফালাসত্বীন। বৃদ্ধ বললেন, আবার বল। তামলীখা তার পরিচয় আবার বলল। বৃদ্ধ তার কথা গ্রহণ করল এবং বলল, এ যুবক আমার দাদা। কা'বা ঘরের প্রতিপালকের কসম! আসমান-যমীনের মধ্যে অত্যাচারী শাসকদের মধ্যে দাকিয়ানুস একজন অত্যাচারী শাসক। তার নিকট হতে যেসব যুবকেরা পালিয়ে গিয়েছিল, এ যুবক তাদের একজন। ঈসা (আঃ) আমাদেরকে তাদের কাহিনী বলেছেন এবং একথাও বলেছেন তারা অচিরেই জীবিত হবে। বাদশাহকে এ সংবাদ দেয়া হল। বাদশাহ ঘোড়ায় চড়ে তাদের নিকট আসলেন। যখন বাদশাহ তামলীখাকে দেখলেন ঘোড়া থেকে নেমে তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। সকল মানুষ তাকে গ্রহণ করল এবং বলতে লাগল, হে তামলীখা! তোমার সঙ্গীরা কোথায়? সে বলল, তারা একটি গর্তে রয়েছে। এ সময় শহরের মালিক ছিল দু'জন। একজন মুসলমান আর একজন খৃষ্টান। তারা দু'জন তামলীখাকে নিয়ে গর্তের নিকটবর্তী হল। তামালীখা তাদের বলল, আমার ভাইয়েরা যদি অনুভব করে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, চতুষ্পদ প্রাণীর শব্দ, লাগাম ও হাতিয়ারের ভন ভন শব্দ, তাহলে তারা মনে করবে দাকিয়ানুস তাদেরকে ঘিরে নিয়েছে, তাহলে তারা সকলেই একসঙ্গে মারা যাবে। আপনারা থামুন! আমি আগে তাদের নিকট যাই এবং তাদের সংবাদ দেই। মানুষ থেমে গেল। তামালীখা তাদের নিকট প্রবেশ করল। যুবকেরা লাফ দিয়ে উঠে তার সাথে কোলাকুলি করল এবং বলল ঐ আল্লাহ্‌র প্রশংসা যে আল্লাহ্ আপনাকে দাকিয়ানুসের হাত হতে রক্ষা করেছেন। তামলীখা বলল, তোমরা এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলা হতে বিরত থাক এবং দাকিয়ানুসের কথা ছাড়। তোমরা বল, তোমরা এখানে কতদিন ঘুমিয়েছিলে? তারা বলল, একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। তামলীখা বলল, না বরং তোমরা ৩০৯ বছর ঘুমিয়েছিলে। দাকিয়ানুস মারা গেছে। তার শতাব্দী পার হয়ে গেছে। দেশবাসী আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে। তারা তোমাদের নিকট চলে এসেছে। তারা বলল, হে তামলীখা! তুমি কি চাও যে আমরা বিশ্ববাসীর জন্য ফিতনা হয়ে যাই। তামলীখা বলল, তাহলে তোমরা কি চাও? তারা বলল, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে আশ্চর্য কিছু দেখায়ো না। তুমি আমাদের মরণ দাও। কোন মানুষ যেন আমাদেরকে অবগত হতে না পারে। আল্লাহ মরণের

ফেরেশতাকে আদেশ করলেন। ফেরেশতা তাদের জান কবয করলেন এবং আল্লাহ গর্তের দরজা মিটিয়ে দিলেন। দু'জন বাদশাহ এসে গর্তের চতুর্দিকে সাতদিন যাবৎ ঘুরলেন। কিন্তু গর্তের দরজা বের করতে পারলেন না। কোন ছিদ্র বা কোন রাস্তা পেলেন না। তারা বিশ্বাস করলেন, এটা আল্লাহ্র মহিমা। আল্লাহ্ তাদের অবস্থাকে মানুষের জন্য উপদেশ স্বরূপ করে দিলেন। মুসলিম শাসক বললেন, তারা আমাদের দ্বীনের উপর মারা গেছে। অতএব আমি তাদের গর্তের দরজায় একটি ঘর নির্মাণ করব। শেষ পর্যন্ত দু'বাদশাহর মধ্যে তুমুল লড়াই হল। মুসলিম বাদশাহ খৃষ্টান বাদশাহর উপর জয়ী হল। তিনি তাদের গর্তের দরজার উপর মসজিদ নির্মাণ করলেন। তারপর আলী বললেন, হে ইহুদী! আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আমি তোমাদের তাওরাতের অনুকূলে বলেছি? ইহুদী বলল, হে আবুল হাসান! তুমি বলতে এক অক্ষর কমও করনি, বেশীও করনি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ হে আলী! তুমি এ উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। *(ছা'লাবী, কাছাছুল আমবিয়া, পৃঃ ৪২১-৪২৮)*।

মনে রাখতে হবে, নিশ্চয়ই এ বিবরণ আলী (রাঃ)-এর নয়। এটা তাঁর উপর এবং নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে, তার থাকার জায়গা জাহান্নাম *(বুখারী, হা/১১০, মুসলিম মুকাদ্দামা, ১/৭)*। আল্লামা শানকিতী বলেন, আছহাবে কাহফের ঘটনা কুরআনে যা রয়েছে, তার চেয়ে বেশী বিবরণ কোন ছহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। অনুরূপ বলেন, আল্লামা আন্দালুসী ও আল্লামা কুরতবী (রহঃ)।

আদ সম্প্রদায়ের কাহিনী

কওমে আদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিবরণ :

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ.

'ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? যার সমতুল্য প্রাসাদ অন্য কোন নগরে নির্মিত হয়নি' *(ফজর ৭-৮)*।

আদ সম্প্রদায় সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

ইরাম সম্প্রদায় এমন শক্তিশালী ছিল যে তাদের কেউ প্রকান্ড পাথর উঠিয়ে অন্য কোন সম্প্রদায়ের উপর নিক্ষেপ করত। এ পাথরে চাপা পড়ে ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা সবাই মারা যেত *(হাদীছটি জাল)*।

মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরযী বলেন, ইরাম হচ্ছে ইসকান্দারীয়া। ইকরিমা বলেন, ইরাম হচ্ছে দিমাশক। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তাদের একজন লোকের উচ্চতা ছিল ৫০০ গজ। তাদের মধ্যে একজন খাট লোকের উচ্চতা ছিল ৩০০ গজ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তাদের একজনের উচ্চতা ছিল ৬০ গজ। তারপর মানুষ ক্বিয়ামত পর্যন্ত উচ্চতায় কমতে থাকবে। আবু ওয়াঈল বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু কেলাবা নামে এক লোক তার হারিয়ে যাওয়া উট খুঁজতে বের হয়। সে আদন নামক মরুভূমিতে চলে যায়। সেখানে এক শহরে প্রবেশ করে যেখানে একটি দুর্গ ছিল। তার চর্তুদিকে বড় বড় উঁচু প্রাসাদ ছিল। যখন সে প্রাসাদের নিকটে গেল তখন সে ভাল প্রাসাদের কোন লোক থাকলে, তাকে তার হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। প্রসাদের বাইরে ও ভিতরে কোন লোক দেখল না। সে উট থেকে নেমে উট বাঁধল এবং খোলা তরবারী হাতে নিয়ে দুর্গের দরজায় প্রবেশ করল। সে দেখল তার দু'টি বড় বড় দরজা রয়েছে। সে পৃথিবীতে অত বড় ও লম্বা দরজা কোনদিন দেখেনি । তার দরজা ছিল সুগন্ধিময় কাঠের। দরজা দু'টির উপর হলুদ ও লাল ইয়াকূতের তারকাসমূহ লাগানো ছিল। তার আলোতে সে স্থান পূর্ণ আলোকিত ছিল। সে এ দরজা দেখে খুব আশ্চর্য হল। দু'টি দরজার একটি খুলল। তাতে এমন কিছু দেখল, যা সে কোনদিন দেখেনি। সেখানে অনেক প্রাসাদ রয়েছে। তাতে মণি মাণিক্য ও যহরতের খুঁটি ঝুলন্ত রয়েছে। প্রত্যেক প্রাসাদের উপর স্বর্ণ-রূপা, মুক্তা-মাণিক্য ও যহরত দ্বারা তৈরী ঘরসমূহ রয়েছে। কাঠের উপর মাণিক্য লাগানো হয়েছে। ঐসব প্রাসাদ প্লাস্টার করা হয়েছে হিরা, যাফরান ও মিশকের টুকরা দ্বারা। সে এসব কিছু দেখল। কিন্তু সেখানে কোন মানুষ দেখল না। তখন সে একটু ভয় পেল। তারপর দেখল ছোট ছোট রাস্তা। প্রত্যেক রাস্তায় অনেক ফলদার গাছ রয়েছে। গাছের নীচে অনেক ঝরণা রয়েছে। আর রূপার নালাসমূহে বরফের মত সাদা পানি চালু রয়েছে। তারপর সে বলল, এটা এমন জান্নাত যার বিবরণ আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য দিয়েছেন, তা দেখি এ দুনিয়াতেই। ঐ আল্লাহ্র প্রশংসা যিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। তারপর সে কিছু হীরা, মিশক ও যাফরান উঠিয়ে নিল। কিন্তু মুক্তা-মাণিক্য ও যহরত নিতে পারল না। কারণ সেগুলি দরজা ও দেয়ালের সাথে লাগানো ছিল। মুক্তা, মিশকের বিন্দু ও যাফরান বিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাসাদ এবং ঘরসমূহে পড়ে ছিল। সে ইচ্ছামত সেগুলি নিল এবং সেখান থেকে বের হয়ে চলে আসল। তারপর উটনীর পাশে এসে সওয়ার হয়ে গেল। সে তার উটনীর পায়ের চিহ্ন দেখে চলতে লাগল। সে ইয়ামান ফিরে আসল। তার জিনিসগুলি প্রকাশ করল এবং মানুষকে তার বিষয়টি জানালো। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সে খুব সুখে থাকল। তারপর তার একথা সমাজে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি এ সংবাদ মু'আবিয়া

ইবনু আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছল। তিনি ছানা'আর দায়িত্বশীলের নিকট লোক পাঠালেন, তাকে কাছে নিয়ে কথা বলার জন্য। তিনি তাকে কাছে নিয়ে কথা বলেন। তারপর তাকে ঐ শহরের মধ্যে যা কিছু দেখেছে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

সে মু'আবিয়া (রাঃ)-কে শহর এবং শহরে যা দেখেছে তার বিবরণ দিল। কিন্তু মু'আবিয়া (রাঃ) তা অস্বীকার করলেন এবং তাকে বললেন, তুমি যা বিবরণ দিলে আমি তা সঠিক মনে করি না। তখন সে বলল, হে আমীরুল মুমেনীন! সে প্রাসাদ এবং ঘরসমূহের কিছু আসবাব আমার কাছে রয়েছে। মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, সেগুলি কি? সে বলল, মুক্তা, মিশক ও যাফরান। তিনি বললেন, আমাকে সেগুলি দেখাও। সে জিনিসগুলি তাঁর সামনে পেশ করল। তিনি মিশকের কোন ঘ্রাণ পেলেন না। তিনি মিশকের পাত্রটি ভাংতে বললেন। তা ভাঙ্গা হল এবং ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল। তখন তিনি লোকটির বিবরণ বিশ্বাস করলেন। তারপর মু'আবীয়া (রাঃ) বললেন, কি করে এ শহর চেনা যায় এবং এ শহর কার? কে এ শহর নির্মাণ করেছে? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম সুলায়মান (আঃ)-কে যা দেয়া হয়েছে, তা আর কোন মানুষকে দেয়া হয়নি। কিন্তু আমি মনে করি না যে, সুলায়মান (আঃ) এ শহর নির্মাণ করেছেন। তাঁর কোন সাথী বললেন, সুলায়মান (আঃ)-এর এরূপ কোন শহর ছিল না এবং আমাদের যুগে এরূপ শহরের কোন খবর পাওয়া যায় না। তবে কা'আব আহবারের নিকট থাকতে পারে। আমীরুল মুমিনীন ইচ্ছা করলে তার নিকট লোক পাঠাতে পারেন। এ ব্যক্তি সাধারণত আমাদের এখানে থাকেন না। যার কারণে মদীনার লোক তার কথা, কাহিনী ও বিবরণ শুনতে পায় না। তার নিকট এ ঘটনার বিবরণ পেশ করা হোক। অবশ্যই কা'আব আহবার আমীরুল মুমিনীনকে এ ঘটনার খবর দিবে এবং এ ব্যক্তি যদি ঐ শহরে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তাকে কোন আদেশ করা হবে। কারণ এমন মানুষ এমন শহরে প্রবেশ করতে পারে না। তবে পূর্বে কোনদিন ঘটে থাকলে তা সম্ভব হতে পারে।

মু'আবিয়া (রাঃ) কা'আব আহবারকে ডাকলেন। কা'আব আহবার উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে বললেন, আবু ইসহাক আমি তোমাকে একটি কাজের জন্য ডেকেছি, আশা করি সে কাজের জ্ঞান তোমার কাছে আছে। কা'আব আহবার বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! যা আপনার ইচ্ছা তা জিজ্ঞেস করুন। হে আবু ইসহাক! তুমি কি জান? পৃথিবীতে কোথাও সোনা-রূপা দ্বারা তৈরী শহর আছে? যার খুঁটি মণি-মাণিক্য ও যহরত দ্বারা তৈরী। প্রাসাদ ও ঘরের খোয়া ও প্লাস্টার

হচ্ছে হীরা দ্বারা তৈরী। তার প্রত্যেক রাস্তার মাঝে ঝরণা রয়েছে এবং সেগুলি বৃক্ষ সমূহের নীচে প্রবাহমান রয়েছে?

কা'আব আহবার বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি মনে করেছিলাম ঐ শহরটি সম্পর্কে আমি কাউকে জিজ্ঞেস করব, আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করার পূর্বে। তবে আমি আপনাকে বলছি, শহরটি কার এবং শহরটি কে নির্মাণ করেছেন? শহরটির ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীনকে যা বলা হয়েছে, তা সত্য। শহরটি তৈরী করেছে শাদ্দাদ ইবনু আদ। শহরটি ইরামযাতুল ইমাদ, যার মত পৃথিবীতে আর কোন শহর তৈরী করা হয়নি। মু'আবিয়া (রাঃ) তাকে বললেন, হে আবু ইসহাক! আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুক। তুমি আমাদেরকে শহরের বিবরণ শুনাও। হে আমীরুল মুমিনীন! আদের দু'টি সন্তান ছিল। (১) একটির নাম শাদীদ আর অপরটি নাম (২) শাদ্দাদ। আদ ধ্বংস হয়ে যায় আর তার দু'ছেলে বাকী থাকে। তারা দু'জন দেশের মালিক হয়। তারা সীমালংঘন করে প্রত্যেক শহরের প্রতি অত্যাচার চালায়। জোর করে সমস্ত দেশ দখল করে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ তাদের অধীন হয়ে যায়। তারা দু'জন পৃথিবীতে স্থায়ীত্ব লাভ করে। পরে শাদীদ ইবনু আদ মারা যায়, শাদ্দাদ বাকী থাকে। তখন সে একক বাদশাহ, তার মোকাবিলা করার কেউ নেই। গোটা দুনিয়ার সে মালিক। সে পুরাতন বই পড়তে খুব ভালবাসত। যতবার সে জান্নাতের বিবরণ দেখত মনে মনে পরিকল্পনা করত আল্লাহ্‌কে উপেক্ষা করে তার নীতি গতি অমান্য করে জান্নাতের গুণ সম্পন্ন একটি জান্নাত পৃথিবীতে কি করে তৈরী করা যায়। সে সিদ্ধান্ত নিল, 'ইরাম যাতুল ইমাদ' নামে একটি শহর গড়ে তুলবে। এ কাজের জন্য একশত জন কারীগর ঠিক করলেন। প্রত্যেক কারীগরের সহযোগী থাকবে এক হাজার করে। তিনি তাদের বললেন, তোমরা পৃথিবীর একটি সুন্দর প্রশস্ত জায়গা বাছাই কর। সেখানে সোনা-রূপা, মণি-মাণিক্য, যহরত ও মুক্তা দ্বারা একটি শহর গড়ে তোল। সে শহরের নীচে থাকবে প্রাসাদসমূহ। আর প্রাসাদের উপর থাকবে ঘরসমূহ। প্রাসাদের নীচে থাকবে বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ। গাছের নীচের দিকে ঝরণা প্রবাহিত হবে। আমি বই-পুস্তকে জান্নাতের বিবরণ দেখেছি। আমি দুনিয়াতে তেমন একটি জান্নাত নির্মাণ করতে চাই।

কারীগরেরা তাকে বলল, আপনার বিবরণ অনুযায়ী সোনা-রূপা, মণি-মুক্তা, যহরত কিভাবে সংগ্রহ করা যায়? শাদ্দাদ তাদের বলল, তোমরা জান না সম্পূর্ণ পৃথিবীর রাজত্ব আমার হাতে। তারা বলল, হ্যাঁ আমরা তা জানি। তোমরা এ পৃথিবীর এ জাতীয় সমস্ত খণিতে নেমে পড়। পৃথিবীর যেসব সমুদ্রে মুক্তা রয়েছে, সেখান থেকে এসব দ্রব্য বের করে নিয়ে আস। এ শহর তৈরী করতে তোমাদের যা সংগ্রহ করতে

বলা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী আছে পৃথিবীতে। কর্মীরা শাদ্দাদের নিকট হতে বের হয়ে পড়ল। শাদ্দাদ সকল দেশের বাদশাহর নিকট পত্র লিখল যে, তারা যেন তাদের দেশের লোককে এসব দ্রব্য সংগ্রহ করার আদেশ দেয় এবং খণি খনন করে এসব দ্রব্য বের করে। সব কারীগর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সকল বাদশাহকে সব পত্র পৌঁছে দিল। যাতে তারা সকলেই নিজ নিজ দেশের এসব দ্রব্য সংগ্রহ করে। এভাবে সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে ১০ বছর। শেষ পর্যন্ত তারা 'ইরামা যাতে ইমাদ' শহর তৈরী করার যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করল। তারা বাদশাহর ইচ্ছামত একটি জায়গা নির্ধারণ করল।

মু'আবিয়া জিজ্ঞেস করলেন, আবু ইসহাক! শাদ্দাদের অধীনে কতজন বাদশাহ ছিল? তিনি বললেন, তার অধীনে ২৬০জন বাদশাহ ছিল। একাজের জন্য কারীগর ও দায়িত্বশীলেরা মরুভূমিতে বের হয়ে পড়ল। তারা তাঁর ইচ্ছামত আদন শহরের আবীন নামক একটি জায়গা নির্ধারণ করল। পাহাড় ও টিলার এক বড় ভূখণ্ডে তারা অবতরণ করল। দেখা গেল, সেখানে অনেক পানির ঝরণা রয়েছে। তারা বলল, আমাদেরকে যেভাবে বলা হয়েছে তাতে এ ভূখণ্ড সুন্দর হয়। তারা তাঁর আদেশ মত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হিসাব করে জায়গা নির্ধারণ করল এবং তার চারদিকে প্রাচীর দিল। পানির নালাগুলি প্রস্তুত করল, ঝরণার জন্য নালাগুলি চালু করে দিল। ভিত স্থাপন করল ইয়ামানী পাথর দ্বারা। ভিতের পাথরগুলি পরস্পর মাহলার ও আল-বানের তৈল দ্বারা লাগালো। এভাবে ভিতের কাজ শেষ করল। বিভিন্ন দেশের বাদশাহগণ তাদের নিকট সোনা-রূপা পাঠাল। শাদ্দাদের ইচ্ছামত সব প্রস্তুত করে ফেলল।

মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, আবু ইসহাক! আমার মনে হচ্ছে, এসব কিছু তৈরী করতে অনেক দিন সময় লেগেছে। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন এ শহর গড়ে তুলতে সময় লেগেছে ৩০০ বছর। মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, শাদ্দাদের বয়স কত ছিল? কা'আব আহবার বললেন, তার বয়স ছিল ৭০০ বছর। মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, আবু ইসহাক! তুমি আমাকে আশ্চর্য সংবাদ শুনালে। হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তার নাম দিয়েছেন 'ইরাম যাতুল ইমাদ'। কারণ তাতে ছিল মণি-মুক্তা, হীরা-যহরত দ্বারা তৈরী স্তম্ভ। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, তা এমন শহর যা পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।

কা'আব আহবার বলেন, কারীগর যখন সংবাদ দিল তাদের কাজ শেষ হয়েছে। শাদ্দাদ বলল, যাও তোমরা ঐ স্তম্ভগুলির উপর দুর্গ নির্মাণ কর। আর দুর্গে এক হাজারটি প্রাসাদ তৈরী কর। আর প্রত্যেক প্রাসাদের পাশে এক হাজার পতাকা প্রস্তুত কর। পতাকার নীচে একজন করে পাহারাদার থাকবে। তারা সেখানে

রাতদিন থাকবে এবং প্রত্যেক প্রাসাদে একজন করে পাহারদার থাকবে। প্রত্যেক পতাকায় থাকবে একটি করে 'নাতুর'। তারা ফিরে আসল এবং ঐ দুর্গ, প্রাসাদ ও পতাকা সমূহ প্রস্তুত করল। তারপর তারা এসে বলল, সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এরপর এক হাজার উটনীকে আসবাবপত্র প্রস্তুত করতঃ সেগুলি 'ইরাম যাতুল ইমাদ' শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করল। আর লোক-জনকে পতাকার পাশে বসবাস করার আদেশ করেন। তাদেরকে সেখানে রাতদিন থাকার আদেশ করেন। আর তাদেরকে ভাতা প্রদানের আদেশ করেন। শাদ্দাদ তার নারী ও সকল খাদেমকে 'ইরাম যাতুল ইমাদ' শহরে যাওয়ার জন্য আদেশ করে। তারপর বাদশাহ শহরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। শাদ্দাদ সেখানে বসবাসের জন্য স্বাধীনভাবে যাত্রা আরম্ভ করল। এমন এক স্থানে পৌঁছল যে, তার মাঝে ও প্রাসাদের মাঝে মাত্র একদিন ও এক রাতের পথ ব্যবধান ছিল। তখন আল্লাহ্ তার উপর ও তার সঙ্গীদের উপর এমন এক কান ফাঁটানো বিকট শব্দ পাঠালেন, যা তাদের সবাইকে একসাথে ধ্বংস করে দিল। তাদের কেউ বাকী থাকল না। শাদ্দাদ ও তার সাথীদের কেউ 'ইরাম যাতুল ইমাদ' শহরে প্রবেশ করতে পারল না। এমনকি ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। এ হল ইরাম যাতুল ইমাদের বিবরণ। তবে আপনার যামানার একজন মুসলিম সেখানে প্রবেশ করবে। আর সে তার দেখা জিনিসের বিবরণ দিবে। মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, আবু ইসহাক! তুমি লোকটির বিববরণ দাও। আবু ইসহাক বললেন, লোকটি লাল বর্ণের, সাইজে খাটো, তার ভ্রু ও গলার উপর তিল থাকবে, সে ঐ মরুভূমিতে তার উট খুঁজতে যাবে, তখন সে ইরাম যাতুল ইমাদ শহরে প্রবেশ করবে। সে প্রবেশ করে সেখান থেকে কিছু জিনিস নিয়ে আসবে। সে লোকটি মু'আবিয়ার নিকটেই বসে ছিল। কা'আব আহবার সেদিকে লক্ষ্য করতেই লোকটি দেখতে পেল। বলে উঠল, হে আমীরুল মুমিনীন! এই সেই লোক যে সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার বিবরণ তাকে জিজ্ঞেস করুন। মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, হে আবু ইসহাক! এ আমার খাদেম সে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। কা'আব আহবার বললেন, সে প্রবেশ করেছে। তবে আর কেউ প্রবেশ করবে না। অবশ্যই শেষ যামানায় কতক মুসলিম প্রবেশ করবে। মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, আবু ইসহাক! আল্লাহ আপনাকে অন্য আলেমদের চেয়ে জ্ঞানের আধিক্য দান করেছেন। আপনাকে আগের ও পরের সব বিদ্যা দেয়া হয়েছে, যা আর কাউকে দেয়া হয়নি। হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্ পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ মূসা (আঃ)-এর জন্য তাওরাতে দিয়েছেন। অবশ্য এ কুরআন শাস্তি প্রদানে কঠোর। আল্লাহ সাক্ষী প্রদানে যথেষ্ট। আল্লাহ উত্তম কার্যনির্বাহী *(ছা'লাবী, কাছাছুল আমবিয়া, ১৪৫-১৪৮)*।

প্রকাশ থাকে যে, আমরা শুনেছি শাদ্দাদ তার জান্নাতে প্রবেশ করার সময় এক পা ভিতরে আর এক পা বাহিরে রাখামাত্র তার জান কবয করা হয় এবং মালাকুল মাউত (আজরাইল) দু'জনের জান কবয করতে কষ্ট পান (১) একজন শাদ্দাদের মা আর একজন (২) শাদ্দাদ- এঘটনার ও কোন ভিত্তি নেই।

মি'রাজের ঘটনা

মিরাজ কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ :

سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

অনুবাদ : 'পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনী ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসায়, যার চারপাশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা' *(বানী ইসরাঈল ১)*।

মিরাজের ব্যাপারে যঈফ ও বানাওয়াট হাদীছসমূহ

অত্র আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : মি'রাজ সম্পর্কে অনেক ছহীহ হাদীছে আছে। আবার এ সম্পর্কে অনেক মিথ্যা ও বানাওয়াট কথা এবং নিতান্তই যঈফ ও জাল বর্ণনাও রয়েছে। তার কিছু এখানে পেশ করা হল।

তাফসীরে ইবনু জারীরে বর্ণিত আছে যে, বুরাক যখন জিবরাঈল (আঃ)-এর কথা শুনে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সওয়ার করিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করে তখন তিনি পথের এক ধারে এক বুড়িকে দেখতে পান। এই বুড়িটি কে তা তিনি জিবরাঈল (আঃ)-এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, চলুন। আবার চলতে চলতে দেখলাম যে, তাকে ডাকতেছে। আরো কিছু দূর গিয়ে তিনি আল্লাহ্‌র এক মাখলূখককে দেখতে পান, যে উচ্চস্বরে বলতেছে,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَوَّلَ السَّلَامِ عَلَيْكَ يَا آخِرَ السَّلَام عَلَيْكَ يَا حَاشِر.

জিবরাঈল (আঃ) সালামের জবাব দিলেন। দ্বিতীয়বারও এইরূপই ঘটলো এবং তৃতীয়বারও। শেষ পর্যন্ত তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তাঁর সামনে পানি, মদ ও দুধ হাযির করা হলো। তিনি দুধ গ্রহণ করলেন। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আপনি ফিতরাতের রহস্য পেয়ে গেছেন। যদি আপনি পানির পাত্র নিয়ে পান করতেন, তবে আপনার উম্মত ডুবে যেত। পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে আদম (আঃ) থেকে নিয়ে তাঁর যুগের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত নবীকে পেশ করা হল। তিনি তাঁদের সবারই ইমামতি করলেন। ঐ রাত্রে সমস্ত নবী ছালাতে তাঁর ইকতিদা করলেন। এরপর জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বলেন, যে বুড়িকে আপনি পথের ধারে দেখেছিলেন, তাকে এজন্যেই দেখানো হয়েছিল যে, দুনিয়ার বয়স ততটুকুই বাকী আছে যতটুকু বাকী আছে এই বুড়ির বয়স। আর যে শব্দের দিকে আপনি মনোযোগ দিয়েছিলেন। সে ছিল আল্লাহ্‌র শত্রু ইবলীস। যাঁদের সালামের শব্দ আপনার কাছে পৌঁছেছে তাঁরা ছিলেন ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) *(এ বর্ণনার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। এর কোন ভিত্তি নেই)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন আমি জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে বোরাকে চলি তখন এক জায়গায় তিনি আমাকে বলেন, এখানে নেমে ছালাত আদায় করে নিন। ছালাত শেষে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, এটা কোন জায়গা তা জানেন কি? আমি উত্তরে বলি, না। তিনি বলেন, এটা তায়্যেবা অর্থাৎ মদীনা। এটাই হচ্ছে হিজরতের জায়গা। তারপর তিনি আমাকে আর এক জায়গায় ছালাত পড়ান এবং বলেন, এটা হচ্ছে তূরে সাইনা। এখানেই আল্লাহ্ মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন। তারপর আরেক স্থানে ছালাত আদায় করতে বললেন এবং জানালেন এটা হচ্ছে 'বায়তে লাহাম' যেখানে ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। এরপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছি। সেখানে সমস্ত নবী একত্রিত হন। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে ইমাম নির্বাচন করেন। আমি তাঁদের ইমামতি করি। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আকাশে উঠে যান। এরপর একেক আকাশে পৌঁছা এবং বিভিন্ন আকাশে বিভিন্ন নবীদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি যখন সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলাম তখন আমাকে একটি নূরানী মেঘে ঢেকে নেয়। তখনই আমি সিজদায় পড়ি। এখানে বায়তে লাহামে ছালাত আদায় করার কথাটি একেবারেই মিথ্যা।

সপ্তম আকাশে ইবরাহীমের (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার এবং আদমের (আঃ) মত তিনিও তাঁকে উত্তম পুত্র ও উত্তম নবী বলে সম্ভাষণ জানানোর বর্ণনা রয়েছে। তারপর আমাকে আরো নিয়ে যাওয়া হল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি একটি নদী দেখলাম। যাতে মণি-মুক্তা, ইয়াকূত ও যবরজদের পানপাত্র ছিল এবং উত্তম ও সুন্দর রঙের পাখি ছিল। আমি বললাম, এত খুবই সুন্দর পাখি! আমার এ কথার জবাবে জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এটা যারা খাবে তারা আরো উত্তম। অতঃপর তিনি বললেন, এটা কোন নহর তা

জানেন কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এটা হচ্ছে নহরে কাওসার। এটা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দান করার জন্য রেখেছেন। তাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পানপাত্র ছিল, যাতে ইয়াকূত ও মণি-মুক্তা জড়ানো ছিল। ওর পানি ছিল দুধের চেয়েও অধিক সাদা। আমি একটি সোনার পেয়ালা নিয়ে তা ঐ পানি দ্বারা পূর্ণ করে পান করলাম। ঐ পানি ছিল মধুর চেয়েও বেশী মিষ্টি এবং মিশ্ক আম্বারের চেয়েও বেশী সুগন্ধময়। আমি যখন এর চেয়েও আরো উপরে উঠলাম তখন এক টুকরা সুন্দর রঙের মেঘ এসে আমাকে ঘিরে নিলো, যাতে বিভিন্ন রঙ ছিল। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্র শানে সিজদায় পড়ে গেলাম। এরপর আমি ফিরে আসি।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, যে সব আকাশে আমি গিয়েছি সেখানকার ফেরেশতাগণ আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং হাসিমুখে আমার সাথে মিলিত হয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র একজন ফেরেশতা হাসেননি। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়েছেন এবং মারহাবা বলে অভ্যর্থনাও জানিয়েছেন। তিনি কে? আর তাঁর না হাসার কারণ কি? উত্তরে তিনি বলেন, তাঁর নাম মালিক। তিনি জাহান্নামের দারোগা। জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি হাসেননি ক্বিয়ামত পর্যন্তও হাসবেন না। কারণ তাঁর খুশীর এটাই ছিল একটা বড় সময়। ফিরার পথে আমি কুরায়েশের এক যাত্রীদলকে খাদ্য সম্ভার নিয়ে যেতে দেখলাম। তাদের সাথে এমন একটি উট দেখলাম যার উপর একটি সাদা ও একটি কালো চটের বস্তা ছিল। যখন জিবরাঈল (আঃ) এবং আমি ওর নিকবর্তী হলাম তখন সে ভয় পেয়ে পড়ে গিয়ে খোঁড়া হয়ে গেল। এভাবে আমাকে আমার স্বস্থানে পৌঁছে দেওয়া হল।

সকালে তিনি জনগণের কাছে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। মুশরিকরা এ খবর শুনে সরাসরি আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট গমন করল এবং বলল, তোমার সঙ্গী কি বলছে শুনছ? সে নাকি আজ রাত্রেই একমাসের পথ ভ্রমণ করে এসেছে। উত্তরে আবু বকর (রাঃ) বললেন, যদি প্রকৃতই তিনি একথা বলে থাকেন, তবে তিনি সত্য কথাই বলেছেন। এর চেয়ে আরো বড় কথা বললেও তো আমরা তাঁকে সত্যবাদী বলেই জানব। আমরা জানি যে, তাঁর কাছে মাঝে মাঝে আকাশের খবর এসে থাকে। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল, তুমি আমাদের কাছে তোমার সত্যবাদিতার কোন প্রমাণ পেশ করতে পার কি? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ। আমি অমুক জায়গায় কুরায়েশদের যাত্রীদলকে দেখেছি। তাদের একটি উট, যার উপর সাদা ও কালো দু'টি বস্তা ছিল, আমাদেরকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং চক্কর খেয়ে পড়ে যায়, ফলে তার পা ভেঙ্গে যায়। ঐ যাত্রীদল আগমন করলে জনগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, পথে

নতুন কিছু ঘটেছিল কি? তারা উত্তরে বলল, হ্যাঁ, ঘটেছিল। উট অমুক জায়গায় এইভাবে খোঁড়া হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে, এই ঘটনাকে দ্বিধাহীনচিত্তে বিশ্বাস করার কারণে আবুবকরের উপাধি হয় ছিদ্দীক। লোকেরা মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর আকৃতির কথা জানতে চাইলে তাও তিনি বললেন। *(কত বড় মিথ্যা ঘটনা! বোরাক তো আকাশ দিয়ে গেল, রাস্তার উটের সাথে দেখা হবে কি করে?)*।

একবার ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে মি'রাজের ঘটনা জানতে চাইলে তিনি প্রথমে এই আয়াতটি পাঠ করেন

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

অতঃপর বলেন, এশার ছালাতের পর আমি মসজিদে শুয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক আগমনকারী আগমন করে আমাকে জাগ্রত করেন। আমি উঠে বসলাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। তবে জানোয়ারের মত একটা কি দেখলাম। অতঃপর মসজিদ হতে বেরিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটা বিস্ময়কর জন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের জন্তগুলির মধ্যে খচ্চরের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য আছে। ওর নাম হচ্ছে বোরাক। আমার পূর্ববর্তী নবীরাও এর উপরই সাওয়ার হয়ে এসেছেন। আমি ওর উপর সওয়ার হয়ে চলতেছি এমন সময় আমার ডান দিক থেকে একজন ডাক দিয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমার দিকে তাকাও, আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু আমি না জবাব দিলাম, না দাঁড়ালাম। এরপর কিছু দূর গিয়েছি এমন সময় বাম দিক থেকেও ডাকের শব্দ আসলো। কিন্তু এখানেও আমি থামলাম না এবং জবাবও দিলাম না। আবার কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখি যে, একটি স্ত্রীলোক দুনিয়ার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে এবং কামোদ্দীপনা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেও আমাকে বলল, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। কিন্তু আমি তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করলাম না এবং থামলামও না। এরপর বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছা, দুধের পাত্র গ্রহণ করা এবং জিবরাঈল (আঃ)-এর কথায় খুশী হয়ে দু'বার তাকবীর পাঠ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আপনার চেহারায় চিন্তার ছাপ কেন? আমি তখন পথের ঘটনা দু'টির কথা বর্ণনা করলাম। তিনি তখন বলতে শুরু করলেন, প্রথম লোকটি ছিল ইহুদী। যদি আপনি তার কথার উত্তর দিতেন এবং সেখানে দাঁড়াতেন, তবে আপনার উম্মত ইহুদী হয়ে যেত। দ্বিতীয় আহ্বানকারী ছিল খৃষ্টান। যদি আপনি তার কথার উত্তর দিতেন এবং সেখানে দাঁড়াতেন, তবে আপনার উম্মত খৃষ্টান হয়ে যেত। আর ঐ স্ত্রী লোকটি ছিল দুনিয়া। যদি আপনি

সেখানে থেমে তার সাথে কথা বলতেন, তবে আপনার উম্মত আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি এবং জিবরাঈল (আঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলাম এবং দু'জন দু'রাকা'আত করে ছালাত আদায় করলাম। তারপর আমাদের সামনে মি'রাজ (আরোহণের সিঁড়ি) হাজির করা হল, যাতে চড়ে বানী আদমের আত্মাসমূহ উপরে উঠে থাকে। দুনিয়া এইরূপ সুন্দর জিনিস আর কখনো দেখিনি। তোমরা কি দেখ না যে, মরণোন্মুখ বক্তির চক্ষু মরণের সময় আকাশের দিকে উঠে থাকে? এটা দেখে বিস্মিত হয়েই সেই ঐ রূপ করে থাকে। আমরা দু'জন উপরে উঠে গেলাম। আমি ইসমাঈল নামক ফেরেশতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি দুনিয়ার আকাশের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁর অধীনে সত্তর হাজার ফেরেশতা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেক ফেরেশতার সঙ্গীর লশকরী ফেরেশতাদের সংখ্যা হল এক লাখ।

আবার কিছু দূর গিয়ে দেখি যে, একটি খাঞ্চা রাখা আছে এবং তাতে অত্যন্ত উত্তম ভাজা গোশত। এর একটি খাঞ্চা ছিল যাতে রয়েছে দুর্গন্ধময় গোশত। এমন কতকগুলি লোককে দেখলাম যারা উত্তম হালালকে ছেড়ে হারামের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখি যে, কতকগুলি লোকের ঠোঁট উটের মত। ফেরেশতারা তাদের মুখ ফেড়ে ফেড়ে ঐ গোশত তাদের মুখের মধ্যে ভরে দিচ্ছেন যা অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারা ভীষণ চিৎকার করছে এবং মহান আল্লাহ্‌র সামনে মিনতি করছে। আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের ঐসব লোক যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতো। যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে খায় তারা নিজেদের পেটের মধ্যে আগুন ভরে দিচ্ছে এবং অবশ্যই তারা জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করবে। আরো কিছু দূর গিয়ে দেখি কতকগুলি স্ত্রী লোক নিজেদের বুকের ভরে লটকানো রয়েছে এবং হায়! হায়! করতে আছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক। আর একটু অগ্রসর হয়ে দেখি যে, কতকগুলি লোকের পেট বড় বড় ঘরের মত। যখন উঠতে চাচ্ছে তখন পড়ে যাচ্ছে এবং বার বার বলছে, হে আল্লাহ্! ক্বিয়ামত যেন সংঘটিত না হয়। ফিরআউনী জন্তুগুলি দ্বারা তারা পদদলিত হচ্ছে। আর তারা আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হা-হুতাশ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জবাবে তিনি বলেন, এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐ সব লোক যারা সূদ খেত। সূদখোরেরা ঐ লোকদের মতই দাঁড়াবে যাদেরকে শয়তান পাগল করে রেখেছে। আরো কিছু দূর গিয়ে দেখি যে, কতকগুলি লোকের পার্শ্বদেশের গোশত কেটে কেটে ফেরেশতাগণ তাদেরকে খাওয়াচ্ছেন। আর তাদেরকে তাঁরা বলছেন, যেমন

তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় তোমাদের ভাইদের গোশত খেতে তেমনই এখনো খেতে থাকো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বলেন, এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐ সব লোক যারা অপরের দোষ অন্বেষণ করে বেড়াতো।

অতঃপর সকালে তিনি জনগণের সামনে এই সব বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তিনি ঐ রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছেন। সেখান থেকে আকাশে, জান্নাত, জাহান্নাম এবং সকল প্রকার ভ্রমণের বর্ণনা দেন। তখন আবু জাহল ইবনু হিশাম বলতে শুরু করে, আরে দেখো, বিস্ময়কর কথা শুন! আমরা উটকে মেরে-পিটিয়ে দীর্ঘ এক মাসে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে থাকি। আবার ফিরে আসতেও এক মাস লেগে যায়, আর এ বলছে যে, সে দু'মাসের পথ এক রাত্রেই অতিক্রম করেছে! রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তাকে বললেন, শুন! যাওয়ার সময় আমি তোমাদের যাত্রীদলকে অমুক জায়গায় দেখেছিলাম। অমুক রয়েছে অমুক রঙের উটের উপর এবং তার কাছে রয়েছে এই সব আসবাবপত্র। আবূ জাহল তখন বলল, খবর তো তুমি দিলে দেখা যাক, কি হয়? তখন তাদের মধ্যে একজন বলল, আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের অবস্থা তোমাদের চাইতে বেশি জানি ওর ইমারত, ওর আকৃতি, পাহাড় হতে ওটা কাছাকাছি হওয়া ইত্যাদি সবই আমার জানা আছে। তুমি তার বিবরণ দাও। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সামনে হতে পর্দা সরিয়ে ফেললেন এবং যেমন আমরা ঘরে বসে বসে জিনিসগুলো দেখে থাকি, অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসকে হাজির করে দেয়া হল। তিনি বলতে লাগলেন। ঐ লোকটি কথা শুনে বলল, মুহাম্মাদ নিজের কথায় সত্যবাদী। *(এ হাদীছের অনেক কথা ছহীহ হাদীছের সাথে মিল থাকলেও অনেকাংশে বড় অমিল রয়েছে)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে. রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মি'রাজের রাত্রে এক স্থান হতে আমার কাছে অতি উচ্চমানের খুশবুর সুগন্ধ আসছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই খুশবু কিরূপ? জিবরাঈল (আঃ) বলেন, ফিরাউনের কন্যার পরিচারিকা এবং তার সন্তানাদির প্রাসাদ হতে এই সুগন্ধ আসছে। একদা এই পরিচারিকা ফিরাউন কন্যার চুল আঁচড়াচ্ছিল। ঘটনাক্রমে তার হাত হতে চিরুনী পড়ে যায়। অকস্মাৎ তার মুখ দিয়ে বিসমিল্লাহ বেরিয়ে যায়। তখন শাহজাদী তাকে বলে আল্লাহ্ তো আমার আব্বা। পরিচারিকাটি তার এ কথায় বলে, না বরং আল্লাহ্ তিনিই যিনি আমাকে তোমাকে এবং স্বয়ং ফিরাউনকে জীবিকা দান করে থাকেন। শাহজাদী বলে, তাহলে তুমি কি আমার পিতাকে ছাড়া অন্য কাউকে তোমার প্রতিপালক স্বীকার করে থাক? জবাবে সে বলে, হ্যাঁ। আমার, তোমার এবং তোমার পিতার সবারই প্রতিপালক হচ্ছেন

আল্লাহ্ তা'আলা। শাহজাদী এ সংবাদ তার পিতা ফিরাউনের কাছে পৌঁছেয় দিল। এতে ফিরাউন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ তার দরবারে তাকে ডেকে পাঠাল। সে তার কাছে হাজির হল। তাকে সে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তোমার প্রতিপালক স্বীকার করে থাক? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ আমার এবং আপনার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাই। তৎক্ষণাৎ ফিরাউন নির্দেশ দিল, তোমার যে গাভীটি নির্মিত আছে ওকে খুবই গরম কর। যখন ওটা সম্পূর্ণরূপে আগুনের মত হয়ে যাবে তখন তার ছেলে মেয়েগুলিকে এক এক করে ওর উপর নিক্ষেপ কর। পরিশেষে তাকেও নিক্ষেপ করবে। তার এই নির্দেশ অনুযায়ী ওটাকে গরম করা হলো এবং যখন আগুনের মত হয়ে গেল তখন তার সন্তানদেরকে নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। পরিচারিকাটি বাদশাহর কাছে একটি আবেদন জানিয়ে বলল, আমার এবং আমার এই সন্তানদের অস্থিগুলি একই জায়গায় নিক্ষেপ করবেন। বাদশাহ তাকে বলল, ঠিক আছে তোমার এই আবেদন মঞ্জুর করা হলো। কারণ আমার দায়িত্বে তোমার অনেকগুলি হক বা প্রাপ্য বাকী রয়ে গেছে। যখন তার সমস্ত সন্তানকে তাতে নিক্ষেপ করা হয়ে গেল এবং সবাই ছাইয়ে পরিণত হল। তখন তার সর্বকনিষ্ঠ শিশুটির পালা আসল। এই শিশুটি তার মায়ের স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করছিল। ফিরাউনের সিপাহীরা শিশুটিকে যখন তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিল। তখন ঐ শিশুটির মুখ ফুটে গেল এবং উচ্চস্বরে বলল, আম্মাজান! দুঃখ করবেন না। মোটেই আফসোস করবেন না। সত্যের উপর জীবন উৎসর্গ করাই সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ। শিশুর এ কথা শুনে মায়ের মনে ছবর এসে গেল। শিশুটি ও তার মাকে তাতে ফেলে দিল। এই সুগন্ধ তাদের বেহেশতী প্রাসাদ হতেই আসছে *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ১৩/২৬৭-২৮৭)*।

একটি গরীব (দুর্বল) বর্ণনায় আছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জিবরাঈল ও মিকাঈল (আঃ) আমার কাছে আসলেন এবং জিবরাঈল মিকাইল (আঃ)-কে বললেন, থালা ভর্তি করে পানি নিয়ে আস। আমি ওর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তর পবিত্র করব এবং তাঁর বক্ষ খুলে দিব। অতঃপর তিনি তাঁর পেট বিদীর্ণ করলেন এবং ওটা তিনবার ধৌত করলেন। তিনবারই তিনি মিকাইল (আঃ) আনিত পানি দ্বারা ধুলেন। তাঁর বক্ষ খুলে দিলেন এবং সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ ও কালিমা দূর করে দিলেন। ঈমান ও ইয়াকীন দ্বারা পূর্ণ করলেন। তাতে ইসলাম ভরে দিলেন এবং তাঁর দু'কাঁধের মাঝে মহরে নবুওয়াত স্থাপন করলেন। তারপর তাঁকে একটি ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে তাঁকে নিয়ে জিবরাঈল (আঃ) চলতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকগুলি কারা? উত্তরে তিনি বললেন, এরা হচ্ছে আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ যাদের পুণ্য সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

তারা যা খরচ করে তার প্রতিদান তারা পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা উত্তম রিযিকদাতা। তারপর তিনি এমন কওমের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন, যাদের মস্তক প্রস্তর দ্বারা পিষ্ট করা হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এ লোকগুলি কারা? জবাবে বলেন, এরা ঐসব লোক যারা ফরয ছালাতের ব্যাপারে অলস ছিল। কিছু লোককে দেখলাম, যাদের সামনে-পিছনে প্রস্তর খণ্ড লটকানো আছে এবং তারা অন্যান্য জন্তুর মত জাহান্নামের কাটা যুক্ত গাছ খাচ্ছে এবং জাহান্নামের পাথর ও অঙ্গার ভক্ষণ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বলেন, যারা তাদের মালের যাকাত দিত না। এরপর কতগুলো লোককে দেখলাম, যাদের সামনে একটি পাতিলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উত্তম গোশত রয়েছে এবং অপর একটি পাতিলে রয়েছে পঁচা গোশত। তারা ঐ পঁচা ও দুর্গন্ধময় গোশত ভক্ষণ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বলেন, এরা হচ্ছে ঐসব পুরুষ যারা নিজেদের হালাল স্ত্রীদের ছেড়ে দিয়ে হারাম স্ত্রীদের পার্শ্বে রাত্রি যাপন করত এবং ঐসব স্ত্রীলোক যারা তাদের হালাল স্বামীদের ছেড়ে অন্য পুরুষ লোকদের ঘরে রাত্রি কাটাত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখলেন একটি কাঠ রয়েছে। ওটা প্রত্যেক কাপড়কে ছিঁড়ে দিচ্ছে, প্রত্যেক জিনিসকে জখম করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওটা কি? জবাবে বলেন, আপনার উম্মতের ঐ লোকদের দৃষ্টান্ত, যারা রাস্তা ঘিরে বসে যায়। এরপর এই আয়াতটি পাঠ করেন, لَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ. রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি দেখলাম যে, একটি লোক এক বিরাট স্তূপ জমা করছে, সে তা উঠাতে পারছে না। অথচ সে তা আরো বাড়াচ্ছে। আমি প্রশ্ন করলাম, এটা কে? জবাবে জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এটা হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐ লোক, যার উপর মানুষের এতো বেশি হক বা প্রাপ্য বাড়িয়েছে যা আদায় করার ক্ষমতা তার নেই, তথাপি নিজের উপর আরো প্রাপ্য বাড়িয়ে চলেছে। তারপর দেখলাম, একটি দলের জিহ্বা ও ঠোঁট লোহার কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছে। একদিক কর্তিত হচ্ছে এবং অপর দিকে ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আবার ঐ দিক কর্তিত হচ্ছে। এই অবস্থায় অব্যাহত রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এরা হচ্ছে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী বক্তা। তারপর দেখি, একটি ছোট পাথরের ছিদ্র দিয়ে একটি বিরাট বলদ বের হচ্ছে এবং আবার তাতে ফিরে যেতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল (আঃ)! এটা কে? জবাবে তিনি বললেন, যে মুখে খুব বড় বড় বুলি আওড়াতো তারপর লজ্জিত হতো বটে, কিন্তু ওর থেকে ফিরতে পারত না। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি উপত্যকায় পৌঁছান। সেখানে অত্যন্ত সুন্দর মন মাতানো ঠাণ্ডা বাতাস এবং

মনোমুগ্ধকর আরাম ও শান্তির বরকতময় শব্দ শুনে তিনি জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? উত্তরে জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এটা হচ্ছে জান্নাতের শব্দ। সে বলছে, হে আমার প্রতিপালক! আমার সাথে আপনি যে ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করুন!

এরপর আমি অন্য একটি উপত্যকায় গেলাম। যেখান থেকে বড় ভয়ানক ও জঘন্য শব্দ আসছিল। আর তা ছিল খুবই দুর্গন্ধ। আমি এ সম্পর্কে জানতে চাইলে জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, এটা জাহান্নামের শব্দ ও দুর্গন্ধ। সে বলছে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করুন। আমাকে তা দিয়ে দিন! আমার শৃংখল, অগ্নিশিখা, প্রখরতা, রক্ত-পুঁজ এবং আমার শাস্তির আসবাবপত্র খুবই বেশি হয়ে গেছে। আমার গভীরতাও অত্যন্ত বেড়ে গেছে। অগ্নি ভীষণ তেজস্বী হয়ে উঠেছে। সুতরাং আমার মধ্যে যা দেয়ার আপনি ওয়াদা করেছেন, তা দিয়ে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাকে বলেন, প্রত্যেক মুশরিক, কাফির, খাবীছ, বেঈমান পুরুষ ও নারী তোমার জন্য রয়েছে। একথা শুনে জাহান্নাম সন্তোষ প্রকাশ করল।

ইউসুফ (আঃ)-এর কুপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনা

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهِ وَأَجْمَعُوْا أَنْ يَجْعَلُوْهُ فِيْ غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَـــذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ.

'অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং গভীর কূপে নিক্ষেপ করতে একমত হলো, তখন আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দেবে যখন তারা তোমাকে চিনবে না' *(ইউসুফ ১৫)*।

ইঁদারায় পতিত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী

সুদ্দী ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা যখন তার গায়ের জামা খুলে নিয়ে তার হাত-পা শক্ত করে বেঁধে কূপের মধ্যে ফেলে দেয়, তখন তিনি কূপের পাশ ধরে নেন এবং বলেন, হে আমার ভাইয়েরা! তোমরা আমার জামা ফেরত দাও আমি কূপের মধ্যে পরিধান করব। যদি মারা যাই, তাহলে তা আমার কাফন হবে। আর যদি আমি জীবিত থাকি, তাহলে তা দ্বারা আমার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখব। তারা বলল, তুমি সূর্য, চন্দ্র ও এগারটি তারকার কাছে দো'আ কর। সেগুলি তোমাকে ভালবাসবে, কাপড় পরাবে। তিনি বললেন, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তিনি কূপের মাঝামাঝি যেতেই তারা রশি কেটে

দিল, সে যেন পড়ে মারা যায়। কূপে পানি ছিল। তিনি পানিতে গিয়ে পড়লেন। তিনি একটা পাথরের পাশে আশ্রয় নিলেন এবং তার উপর দাঁড়ালেন। যার নাম ‘শামাউন’ সেই রশিটি কেটেছিল, যেন তিনি পাথরের উপর পড়ে চূর্ণ হয়ে যান। তখন জিবরাঈল আরশের নিকটে ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বললেন, আমার বান্দাকে ধর। জিবরাঈল (আঃ) বলেন, আমি দ্রুত কূপে নেমে তাঁর নিক্ষিপ্ত ও পতিত হওয়ার মাঝে হয়ে গেলাম। আর তাঁকে একটি পাথরের উপর নিরাপদে বসালাম। তখন কূপটি ছিল বিষাক্ত পানিতে পূর্ণ। তিনি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারা তাঁকে ডাকল। তিনি মনে করলেন, তাদের অন্তরে দয়া হয়েছে। তিনি তাদের ডাকে সাড়া দিলেন। তখন তারা ইচ্ছা করল, একটি পাথর তার উপর নিক্ষেপ করবে। ইয়াহইয়া তাদেরকে বাধা দিল। ইয়াহইয়া তার নিকট খাদ্য নিয়ে আসত। যখন তিনি নগ্ন অবস্থায় কূপে পড়ে গেলেন, জিবরাঈল তাঁর নিকট আসলেন। ইবরাহীমকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ঐ সময় জিবরাঈল তাঁকে জান্নাতের একটি রেশমী কাপড় পরিয়েছিলেন। কাপড়টি ইবরাহীমের নিকটে ছিল। তারপর কাপড়টি বংশ সূত্রে ইয়াকূবের নিকট ছিল। ইউসুফ যুবক হলে ইয়াকূব (আঃ) কাপড়টি তা‘বীয করে ইউসুফের গলায় দেন। সবসময় তা‘বীযটি তার কাছে থাকে। যখন তাকে নগ্ন করে কূপে নিক্ষেপ করা হল, জিবরাঈল কাপড়টি তা‘বীয থেকে বের করে ইউসুফকে পরালেন। তিনি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হে আমার ভাইয়েরা! প্রত্যেকের মরণের সময় একটি অছিয়ত থাকে। তোমরা আমার একটি অছিয়ত শুন! তারা বলল, কি অছিয়ত? তিনি বললেন, তোমরা একত্রিত হলে পরস্পরকে ভালবাসিও। আমার অসহায় অবস্থায় নিঃসঙ্গতা স্মরণ করিও। যখন তোমরা খাবে আমার ক্ষুধা স্মরণ করিও। যখন তোমরা পান করবে আমার পিপাসা স্মরণ করিও। যখন তোমরা প্রবাসী হবে, তখন আমার প্রবাসী হওয়া স্মরণ করিও। যখন তোমরা যুবক হবে, তখন আমার যুবক হওয়া স্মরণ করিও অথবা এটাও অর্থ হতে পারে যখন তোমরা বিপদের মুখোমুখি হবে, তখন আমার বিপদ স্মরণ করিও। এ সময় জিবরাঈল তাঁকে বললেন, ইউসুফ আপনি এসব বলা হতে বিরত হন। আপনি দো‘আয় রত হন। এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট দো‘আ কবূল হয়। তারপর জিবরাঈল তাকে দো‘আ শিখিয়ে দিলেন, তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি প্রত্যেক নিঃসঙ্গ ব্যক্তির সঙ্গী হও। প্রত্যেক একক ব্যক্তির সাথী হও। প্রত্যেক ভীত ব্যক্তিকে আশ্রয় দাও। প্রত্যেক বিপদগ্রস্তের বিপদ দূর কর। অন্তরযামী! হে অভিযোগ শ্রবণকারী! হে প্রত্যেক জাম‘আতে উপস্থিত হওয়া সত্তা! হে চিরস্থায়ী-চিরঞ্জীব সত্তা! আমি চাই তোমার দয়া, আশা, ভরসা আমার অন্তরে দাও। যেন আমার ভিতরে কোন চিন্তা না থাকে। তুমি ছাড়া যেন অন্তরে কোন ব্যস্ততা না থাকে। তুমি আমার অন্তরে প্রশস্ততা দাও। তুমি

সর্বশক্তিমান। ঐ সময় ফেরেশতাগণ বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমরা একটি কণ্ঠ ও দো'আ শুনতে পাচ্ছি। কণ্ঠটি শিশুর কণ্ঠ। তবে দো'আটি নবীর দো'আ *(হাদীছটি জাল, কুরতবী ৯/১১৮ পৃঃ; রূহুল মা'আনী, ১২/২৯৭ পৃঃ)*।

ইউসুফ (আঃ)-কে বাঘে খাওয়ার কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيْنَ وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ.

'তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম আর ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। যদিও আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না। আমরা সত্যবাদী। আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। তিনি বললেন, না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল' *(ইউসুফ ১৭-১৮)*।

ইউসুফ (আঃ)-কে বাঘে খাওয়া সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা আপোষে বলল, এস আমরা ইউসুফ-এর ব্যাপারে বানাওয়াট কথা পেশ করার বিষয়টি ভাবি। তারপর তারা বলল, চল আমরা একটি বাঘ শিকার করি। এ কথা বলে তারা একটি বাঘ শিকার করল। তারা তাকে রক্ত মাখাল এবং রশি দিয়ে বাঁধল। তারপর তারা তাকে ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট নিয়ে আসল এবং বলল, আব্বা! এ বাঘটি আমাদের ছাগলের মধ্যে ঢুকে ছাগলের প্রতি আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ এ বাঘটি আমাদের ভাইয়ের উপর আক্রমণ করেছে। কারণ রক্ত তার গায়ে লেগে আছে। ইয়াকূব (আঃ) বললেন, তোমরা বাঘটি ছেড়ে দাও। তারা বাঘটি ছেড়ে দিলে বাঘটি ইয়াকূবের সামনে খুশী হয়ে লেজ নড়াল। তাঁর সামনে গেল। ইয়াকূব তাকে বললেন, তুমি আরো কাছে আস, আরো কাছে আসল। বাঘটি তার উরু ইয়াকূব (আঃ)-এর উরুর সাথে মিলিয়ে দিল। তিনি তাকে বললেন, বাঘ তুমি আমার ছেলের উপর আক্রমণ করলে কেন? তুমি আমাকে তার ব্যাপারে দীর্ঘ চিন্তিত করছ। তারপর ইয়াকূব (আঃ) বললেন, হে আল্লাহ্ বাঘকে কথা বলার তাওফীক

দান কর। আল্লাহ্ তাকে কথা বলার শক্তি দিলেন। বাঘ বলল, সেই আল্লাহ্র কসম! যে আপনাকে নবী হিসাবে বাছাই করেছেন। আমি তার গোশত খাইনি, তার চামড়া ক্ষত করিনি, আমি তার শরীরের লোম হতে একটি লোমও তুলে ফেলিনি। আল্লাহ্র কসম! আপনার সন্তানের সাথে আমার কোন পরিচিতি নেই। আমি একটি অপরিচিত বাঘ। আমার এক ভাই হারিয়ে গেছে আমি তাকে মিশরের চতুর্দিকে খুঁজছি। আমি বলতে পারছি না সে জীবিত না মৃত। হঠাৎ আপনার সন্তান আমাকে শিকার করল এবং বেঁধে ফেলল। নবীগণের গোশত আমাদের প্রতি এবং হিংস্র প্রাণীর প্রতি হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমরা এমন দেশে থাকি, যেখানে নবীগণের ছেলেরা হিংস্র প্রাণীর প্রতি মিথ্যারোপ করে! ইয়াকূব (আঃ) বাঘটি ছেড়ে দিলেন এবং তাঁর ছেলেদের বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করেছ। এ একটি চতুষ্পদ প্রাণী তার ভাইকে খুঁজতে বের হয়েছে। আর তোমরা তোমাদের ভাইকে ধ্বংস করেছ? আমি জানি, তোমরা বাঘের উপর যে মিথ্যারোপ করেছ, সে ব্যাপারে বাঘ পুরোপুরি মুক্ত। তোমাদের এটা বানাওয়াট ফন্দি। আমি সুন্দর ধৈর্য ধারণ করলাম। তোমাদের বিবরণে আল্লাহ্ সহযোগী। *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/২১৯; তাফসীরে ছা'লাবী ৪/২১ পৃঃ)*।

অন্য বর্ণনায় আছে, তারা যখন বলল, তাকে বাঘে খেয়েছে। তিনি বাঘকে ডেকে বললেন, তুমি আমার চোখের শীতল খেয়েছ কি? তুমি আমার অন্তরের ফল খেয়েছ কি? বাঘ বলল, এমন কাজ আমি করিনি। তিনি বললেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ এবং কোথায় যাবে? আমি মিশরের যমীন থেকে এসেছি। জুরজান দেশে যাব। তিনি তাকে বললেন, তোমাকে এ কাজের জন্য কে উৎসাহিত করল? সে বলল, আমি আপনার পূর্বের নবীগণকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সঙ্গী অথবা নিকট ব্যক্তিকে দেখতে যাবে আল্লাহ্ তার প্রত্যেক পদক্ষেপে এক হাজার নেকী লিখবেন, এক হাজার পাপ মিটাবেন এবং এক হাজার মান বৃদ্ধি করবেন। তিনি তার ছেলেদের ডেকে বললেন, তোমরা এ হাদীছটি লিখে নাও। বাঘ তাদের সামনে হাদীছ বলতে অস্বীকার করল। ইয়াকূব (আঃ) বললেন, কেন তুমি তাদের সামনে হাদীছ বলবে না? বাঘ বলল, তারা নাফরমান *(দুররে মানছূর, ৬/৪৫৮)*।

ইউসুফ (আঃ)-কে বিক্রয় সম্পর্কিত কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.

'আর তারা তাকে বিক্রি করল স্বল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, তারা ছিল এতে নির্লোভ' *(ইউসুফ ২০)*।

ইউসুফ (আঃ)-কে বিক্রয় সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী

উপরোক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : বর্ণিত আছে যে, তাঁর ভাইয়েরা যখন তাঁকে বিক্রি করল। তারা ক্রেতাকে বলল, সে একজন চোর সে পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে বেড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় এবং একজন কাল গোলামের হাতে তাকে সমর্পণ করা হয়। যখন তাঁর ভাইদের চলে যাওয়ার সময় হল তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। ক্রেতা তাঁকে বলল, তুমি কেন কাঁদছ? তিনি বললেন, যারা আমাকে বিক্রয় করেছে আমি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমি তাদের বিদায় দিব এবং তাদের উপর এমন ব্যক্তির সালাম দিব, যে আর কোনদিন তাদের নিকট ফিরে আসবে না। ক্রেতা গোলামকে বলল, তুমি একে তার অভিভাবকদের নিকট নিয়ে যাও। এ যেন তাদের বিদায় দিতে পারে। তারপর তাকে কাফেলার সাথে করে দাও। এরকম কোন গোলাম আমি দেখিনি যে, অভিভাবকের প্রতি এত ভদ্র-নম্র হতে পারে। আর এমন কোন সম্প্রদায় দেখিনি, যে গোলামের উপর এত কঠোর হতে পারে, এ অভিভাবকেরা যত কঠোর ও কঠিন। কাল গোলামটি তাঁকে সাথে নিয়ে তাঁর ভাইদের নিকট গেল। তখন তারা ঘুমিয়েছিল এবং একজন ছাগল পাহারাদার হিসাবে জেগেছিল। যখন ইউসুফ তাদের নিকট পৌঁছে, তখন পায়ে বেড়ী লাগানো ছিল। তিনি বারবার উল্টে পড়ছিলেন এবং কাঁদছিলেন। সে তাকে বলল, তুমি এখানে কেন আসলে? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে বিদায় দেয়ার জন্য এবং সালাম দেয়ার জন্য এসেছি। জাগ্রত ব্যক্তি ঘুমন্তদের উপর চিৎকার করে উঠল এবং বলল তোমরা ঘুম থেকে উঠো দেখ কে তোমাদেরকে বিদায়ের সালাম দিতে এসেছে, যে আর কখনো তোমাদের সাথে দেখা করার আশা করে না। তোমাদের জন্য এটা ধ্বংসের বিদায়। তারা ঘুম থেকে জাগল, তখন ইউসুফ তাদের প্রত্যেকের নিকটে গিয়ে চুম্বন করলেন ও কাঁধে কাঁধ মিলালেন। আর বলতে লাগলেন, আল্লাহ্ যেন তোমাদের হেফাযতে রাখেন, যদিও তোমরা আমাকে ধ্বংস করছ। আল্লাহ্ যেন তোমাদেরকে আশ্রয় দেন যদিও তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিলে। আল্লাহ্ যেন তোমাদের প্রতি দয়া করেন যদিও তোমরা আমার প্রতি দয়া করনি। কোন একজন বলল, ছাগলগুলি যদি তাদের পেশাব-পায়খানা এ বিদায়ীর উপর নিক্ষেপ করত। তারপর কাল গোলামটি তাঁকে ধরে তাদের কাফেলার নিকট নিয়ে গেল। হঠাৎ তিনি তাঁর মা রাহীলের কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কবরটি ছিল কেনানের কবরস্থানে। যখন তিনি কবর দেখলেন, নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, কবরের উপর পড়ে কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, মা! কবর হতে মাথা উঁচু করুন, ডাণ্ডা বেড়ী অবস্থায় আপনার

ছেলেকে দেখুন। মা! আমার ভাইয়েরা আমাকে কূপে ফেলেছে। তারা আমাকে আমার পিতা হতে বিচ্ছিন্ন করেছে। খুব অল্প মূল্যে আমাকে বিক্রি করেছে। তারা আমার ছোট অবস্থায় দয়া করেনি। তারা আমার প্রতি নরম হয়নি। আমি আল্লাহ্‌র কাছে চাই আল্লাহ্ যেন আমাকে এবং আমার পিতাকে তাঁর কোন দয়ার স্থানে একত্রিত করে দেন। তিনি বড় দয়াবান। তিনি যে কবরের উপর পড়ে কান্নাকাটি করছিলেন, তা ঐ কাল গোলামটি দেখেনি। সে পিছনে ফিরে দেখল, ইউসুফ কবরের উপর পড়ে আছে। তখন সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তোমার অভিভাবকরা ঠিক বলেছে। তুমি পালিয়ে যাওয়া গোলাম। তারপর সে তাঁকে খুব জোরে থাপ্পড় মারল, যাতে তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তারপর তাঁর জ্ঞান ফিরলে তিনি বললেন, তুমি আমাকে ধর না, এটা আমার মায়ের কবর। আমি তাঁকে সালাম দেয়ার জন্য থেমেছি। এরপর আর কখনো আসব না। তিনি তাঁর দু'চক্ষু আকাশের দিকে উঠালেন, এ অবস্থায় তাঁর গায়ে মাটি লেগেছিল এবং চোখের পানি ঝরে পড়ছিল। তিনি আকাশের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহ্ যদি আমার গুনাহ হয়ে থাকে, আমি তোমার নিকট শরণাপন্ন হচ্ছি। তুমি আমার সম্মানিত পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের সম্মানে আমাকে মাফ কর, আমার প্রতি দয়া কর হে বড় দয়বান! তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র নিকট চিৎকার করতে লাগলেন। আল্লাহ্ বললেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! সে হচ্ছে আমার নবী এবং আমার নবীগণের ছেলে। বিনয়ের সাথে আমার দয়া চেয়েছে। আমি তার প্রতি দয়া করলাম। জিবরাঈল তাঁর নিকট যাও। তাঁকে বল, হে আল্লাহ্‌র সত্যবাদী বান্দা! আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি আপনাকে ধৈর্য ধরতে বলেছেন। আপনি সাত আকাশের ফেরেশতাকে কাঁদিয়েছেন। আপনি চাইলে আমি আকাশকে মাটির উপর রেখে আপনার ভাইদেরকে মাটিতে মিশিয়ে দিব। ইউসুফ (আঃ) বললেন, আমার প্রতিপালকের সৃষ্টির উপর দয়া করুন। নিশ্চয়ই তিনি বড় ধৈর্য্যশীল, কোন ব্যাপারে তিনি তাড়াহুড়া করেন না। এ সময় জিবরাঈল (আঃ) তাঁর পাখা দ্বারা মাটির উপর আঘাত করলেন, এতে লাল বাতাস প্রবাহিত হল, সূর্যগ্রহণ লাগল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকার হয়ে গেল। কাফেলার লোকেরা পরস্পরকে দেখতে পেল না। ক্রেতা বলল, তোমরা এক স্থানে অবস্থান কর, তোমরা ধ্বংসের মুখোমুখি। আমি বহু বছর থেকে এ রাস্তায় চলাফেরা করি, আমি কোনদিন আজকের মত পরিস্থিতি দেখিনি। আমাদের মধ্যে কেউ পাপ করে থাকলে, সে যেন তওবা করে। এ বিপদ একমাত্র পাপের কারণেই এসেছে, যা আমাদের স্বীকার করা যরূরী। তখন গোলামটি ইউসুফের সাথে খারাপ আচরণ করার কথা বলল। গোলামটি বলল, জনাব! আমি যখন তাকে মেরেছিলাম, তখন সে আকাশের দিকে মুখ করল এবং তার দু'ঠোট নাড়াল। ক্রেতা বলল, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করেছ। তুমি

নিজেকেও ধ্বংস করেছ। ক্রেতা আগে বেড়ে ইউসুফ (আঃ)-কে বলল, নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে মেরে বড় ধরনের অন্যায় করেছি। ইচ্ছা করলে আপনি কিছাছ বা বদলা নিতে পারেন। আমরা আপনার সামনে অনুগত। ইউসুফ (আঃ) বললেন, আমি ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নই, যারা অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। বরং আমি এমন পরিবারের ছেলে যাদের প্রতি অন্যায় করা হলে, প্রতিশোধ গ্রহণ না করে অত্যাচারীদের ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চায়। আমি আপনাদের ক্ষমা করে দিলাম এবং আশা করি যে, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করবেন। অন্ধকার দূর হল, বাতাস বন্ধ হল, সূর্য প্রকাশ পেল, সারা পৃথিবী উজ্জ্বল হল। তারপর তারা চলা আরম্ভ করল এবং নিরাপদে শহরে পৌঁছে গেল। যিনি ইউসুফ (আঃ)-কে কূপ থেকে উঠিয়েছিলেন, সেই বাদশাহ যার নাম মালিক ইবনু যোউর' *(এ তাফসীর মিথ্যা, রূহুল মা'আনী ১২/৩০৯-৩১০)*।

ইউসুফ (আঃ)-কে অন্যায়ে জড়িত করার কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বিবরণ :

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ.

অনুবাদ : 'সেই রমণী তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও আসক্ত হয়ে পড়তো যদি সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করত, তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার একনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত' *(ইউসুফ ২৪)*।

ইউসুফ (আঃ)-এর অন্যায়ে জড়িত হওয়ার মিথ্যা কাহিনী

উপরোক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : কথিত আছে- যুলায়খা বলল, ইউসুফ তোমার মুখখানা কতই না সুন্দর। ইউসুফ (আঃ) বললেন, আমার প্রতিপালক আমার মায়ের পেটে এ আকৃতি দান করেছেন। যুলায়খা বলল, ইউসুফ তোমার মাথার চুল কতই না সুন্দর। ইউসুফ (আঃ) বললেন, এটাই প্রথম জিনিস, যেটা আমার কবরে পঁচে গলে নষ্ট হবে। যুলায়খা বলল, ইউসুফ তোমার চক্ষু দু'টি কতই না সুন্দর? ইউসুফ (আঃ) বললেন, এ চক্ষু দ্বারা আমি আমার প্রতিপালককে দেখি। যুলায়খা বলল, ইউসুফ তুমি তোমার চক্ষু উঠাও, আমার চেহারা দেখ। ইউসুফ (আঃ) বললেন, আমি পরকালে অন্ধ হওয়ার ভয় করি। যুলায়খা বলল, ইউসুফ আমি তোমার নিকটবর্তী হচ্ছি, আর তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছ। ইউসুফ বললেন, আমি এভাবে

প্রতিপালকের নিকটে হতে চাই। যুলায়খা বলল, ইউসুফ তোমার জন্য আমি বড় ঘরের মধ্যে ছোট ঘর বিছানা দ্বারা সাজিয়েছি, তুমি আমার সাথে ভিতরে আস। ইউসুফ (আঃ) বললেন, তোমার এ ঘর আমার প্রতিপালকের সামনে গোপন করতে পারবে না। যুলায়খা বলল, ইউসুফ তোমার জন্য আমি রেশমী কাপড় দ্বারা বিছানা বিছিয়েছি। তুমি উঠো, আমার উদ্দেশ্য পূরণ কর। ইউসুফ বললেন, তাহলে আমার তাকদীর হতে জান্নাত চলে যাবে। এরূপ আরো বহু কথা যুলায়খা বলেছিল, যার উত্তর ইউসুফ (আঃ) দিয়েছিলেন। অনেকেই বলেন, যুলায়খা ইউসুফের দিকে প্রবৃত্তির খেয়ালে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এ অবস্থায় আল্লাহ ইউসুফকে সতর্ক করলেন। আল্লাহ তার ভিতরে নবী হওয়ার ভীতি দিলেন, এতে যুলায়খার সব সুন্দর দৃশ্যগুলি ভয়াবহ দৃশ্যে পরিণত হল *(কুরতবী ৯/১৩৬)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যুলায়খা সেজে সুন্দরী হয়ে চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে গেল। ইউসুফ তার অন্তর্বাস খুলে ফেললে আকাশ থেকে ডাকা হল, হে ইয়াকূবের সন্তান! এমন পাখির মত হয়ে যেয়ো না, যে পাখির গায়ে কোন পর নেই। এ অবস্থায় তিনি জিবরাঈলকে ইয়াকূবের দৃশ্যে হাতের দু'টি আঙ্গুল মুখে দেয়া অবস্থায় দেখলেন। এ সময় তিনি খুব ঘাবড়িয়ে গেলেন, তার মনের প্রবৃত্তি আঙ্গুলের মধ্যে দিয়ে বের হয়ে গেল। তিনি দরজার দিকে লাফ দিয়ে গেলেন। দেখলেন, দরজা বন্ধ। লাথি দিয়ে কবজা ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করলেন। পিছন থেকে যুলায়খা জামা ধরে নিল। জামা ছিড়ে হাতে থেকে গেল। এ সময় তারা তাদের মালিককে দরজায় পেল *(দুররে মানছুর ৪/৫২১)*।

আলোচ্য আয়াতের মিথ্যা তাফসীরের ব্যাপারে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- যুলায়খা ইউসুফের সাথে প্রেম বিনিময়ের ইচ্ছা পোষণ করল। ইউসুফ (আঃ)ও তার ব্যাপারে আগ্রহী হলেন। এমনকি ইউসুফ (আঃ) যুলায়খার পায়জামার বাঁধন খুললেন। এ সময় যুলায়খা ঘরের মধ্যে মণিমুক্ত খচিত এক মূর্তির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সে একটা সাদা কাপড় দ্বারা নিজেকে মূর্তি থেকে অন্তরাল করল। ইউসুফ (আঃ) বললেন, তুমি এরূপ করলে কেন? সে বলল, আমার এ মূর্তি মা'বূদ আমাকে নগ্ন অবস্থায় দেখবেন এটা আমি খুব লজ্জা করি। ইউসুফ (আঃ) বললেন, তুমি এমন একটা মূর্তিকে লজ্জা কর যে খেতে পারে না, পান করতে পারে না। আর আমি এমন একজন মা'বূদকে লজ্জা করি, যিনি মানুষের প্রত্যেকটি কর্মের প্রত্যক্ষদর্শী। তারপর ইউসুফ (আঃ) বললেন, তুমি আমার নিকট এ নোংরা উদ্দেশ্য পূর্ণ করার আশা করতে পার না *(দুররে মানছুর ৪/৪৬৫)*।

মূসা (আঃ)-এর কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.

'অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করলো, তৎক্ষণাত তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগলো' *(ত্বাহা ২০)*।

মূসা (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উপরোক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : লাঠিটি অজাগর সাপে পরিণত হয়ে বড় বড় পাথরগুলি গিলে ফেলছিল। বড় বড় গাছগুলি দাঁতের ধাক্কা দিয়ে তার মূল সহ তুলে ফেলছিল। তার চক্ষু দু'টি আগুনের অঙ্গারের মত জ্বল জ্বল করছিল। ওটা এত ভয়াবহ অজাগর যে, মূসা (আঃ) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পিছন ফিরে পালিয়ে যেতে শুরু করেন। আল্লাহ্ বলেন, তুমি ওটা ডান হাত দ্বারা ধরে নাও। এ সময় মূসা পশমের কম্বল গায়ে ও হাতে জড়িয়ে ঐ ভয়াবহ সাপটি ধরার ইচ্ছা করেন। তখন ফেরেশতা তাঁকে বলেন, হে মূসা! আল্লাহ্ সাপকে দংশনের আদেশ দিলে এ কম্বল আপনাকে রক্ষা করতে পারবে কি? তিনি বললেন, কখনও নয়। কিন্তু আমার দুর্বলতার কারণেই এ কাজ আমার দ্বারা হতে যাচ্ছিল। আমাকে খুবই দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। লাঠিটির উপকারের কথা বলতে গিয়ে অনেকেই এ কথাও বলেছেন, লাঠিটি রাতে উজ্জ্বল প্রদীপরূপে কাজ করত। দিনের বেলা তিনি ঘুমালে লাঠিটি তাঁর ছাগলগুলি পাহারা দিত। কোন জায়গায় ছায়া না থাকলে তিনি লাঠি মাটিতে গেড়ে দিতেন ওটা তাঁবুর মত ছায়া দিত। আরো বহু উপকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এগুলো বানী ইসরাঈলের বানাওয়াট কাহিনী। তা না হলে ঐ লাঠিকে সাপ হতে দেখে মূসা (আঃ) এত ভয় পাবেন কেন? তিনি তো লাঠিটির বিস্ময়কর কাজ পূর্ব হতেই দেখে আসছিলেন। কেউ কেউ বলেন, প্রকৃতপক্ষে ওটা ছিল আদম (আঃ)-এর লাঠি। কেউ কেউ বলেন, লাঠিটি ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাব্বাতুল আরজ রূপে প্রকাশিত হবে। *(এসব উক্তির কোন সত্যতা নেই, রূহুল মা'আনী, ১৬/১৬১ পৃঃ)*।

শক্তিশালী লোকদের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ

وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُوْنَ قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيْنَ قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيْهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ.

অনুবাদ : 'আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবী সৃষ্টি করলেন এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন যা বিশ্বাসীদের মধ্যে কাউকেও দান করেননি। হে আমার সম্প্রদায়! এ পুণ্য ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন। আর পিছনের দিকে ফিরে যেয়ো না, তাহলে তোমরা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা বলল, হে মূসা! সেখানে তো পরাক্রমাশালী লোক রয়েছে। অতএব তারা যতক্ষণ সেখান থেকে বের হয়ে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেখানে কখনও প্রবেশ করব না। হ্যাঁ যদি তারা সেখান হতে বেরিয়ে যায় তবে নিশ্চয়ই আমরা যেতে প্রস্তুত আছি। সেই দু'ব্যক্তি, যারা ভয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বললো, তোমরা তাদের দ্বার দেশ পর্যন্ত যাও, অনন্তর যখনই তোমরা দ্বারদেশে পা রাখবে তখনই জয় লাভ করবে তোমরা আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর কর, যদি তোমরা মুমিন হও। তারা বললো, হে মূসা! নিশ্চয়ই আমরা কখনও সেখানে পা রাখব না যে পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকবে। অতএব আপনি ও আপনার প্রতিপালক চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব' *(মায়েদাহ ২০-২৪)*।

শক্তিশালী লোকদের সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উপরোক্ত আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : তারা মূসা (আঃ)-কে বলল, আপনি আমাদেরকে যে শহরে যেতে বলছেন এবং শহরবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন, সে সম্পর্কে আমাদের অভিমত এই যে, তারা যে খুব শক্তিশালী বীর পুরুষ, তা আমাদের বেশ ভালভাবেই জানা আছে। সুতরাং আমরা তাদের সাথে মোকাবিলা করতে পারব না। আর যে পর্যন্ত তারা ঐ শহরে বিদ্যমান থাকবে সে পর্যন্ত আমরা তাতে প্রবেশ করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। তবে যদি তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে আমরা সেখানে প্রবেশ করব। এটা ছাড়া আপনার নির্দেশ পালন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, মূসা (আঃ) 'আরাহীর নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি বানী ইসরাঈলের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে গুপ্তচর নিয়ে বারোজন গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন। অতঃপর সঠিক সংবাদ আনয়নের জন্য তাদেরকে আরাহীতে প্রেরণ করলেন। এ লোকগুলো তথায় গিয়ে তাদের মোটা দেহ ও শক্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা সবাই একটি বাগানে অবস্থান করছিল। মালিক ফল নেয়ার জন্য তথায় আগমন করল। সে ফল পেড়ে নিয়ে ফলের সাথে ঐ লোকগুলোকেও গাঁঠরির মধ্যে ভরে নিল এবং বাদশাহর সামনে হাযির করল। গাঁঠরির মধ্যে এরা সবাই ছিল। বাদশাহ তাদেরকে বললেন, এখন তো আমাদের শক্তি অনুমান করতে পেরেছ। আমি তোমাদেরকে হত্যা করছি না। যাও, তোমাদের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে আমাদের সম্পর্কে অবহিত করাও। তারা গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায় *(সনদ ঠিক নয়)*।

অন্য বর্ণনায় আছে, তাদের মধ্যে একজন লোক বারোজন লোককে ধরে ফেলল এবং স্বীয় চাদরে বেঁধে শহরে নিয়ে গিয়ে জনগণের সামনে তাদেরকে নিক্ষেপ করল। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তরে বলল, আমরা মূসা (আঃ)-এর কওমের লোক। তারা এমন একটি আঙ্গুর দান করল, যা একটি লোকের জন্য যথেষ্ট ছিল। আর তারা তাদেরকে বলল, যাও তোমরা তোমাদের লোকদেরকে বলে দাও, এটা হচ্ছে তাদের ফল। তারা ফিরে গিয়ে সব বর্ণনা করল এবং সন্ত্রস্ত হলো। আনাস (রাঃ) একটি পঞ্চাশ হাত লম্বা বাঁশ মেপে গেঁড়ে দিয়ে বলেন, ঐ আমালেকাদের দেহ এরূপ ছিল। আওজ ইবনু আনাসী ইবনে আদম (আঃ) তাদেরই মধ্য একজন ছিল যার দেহ ছিল তিন হাজার তিনশত তেত্রিশ গজ লম্বা এবং দেহের প্রস্থ ছিল তিন গজ। লাঠি দ্বারা আকাশের মেঘ থেকে বৃষ্টি নামিয়ে পানি পান করত। সমুদ্রে মাছ ধরে সূর্যের তাপে সিদ্ধ করে খেত *(এগুলো মিথ্যা কথা, তাফসীরে কুরতুবী ৬/৮৪)*। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল ষাট হাত লম্বা করে। তারপর আজ পর্যন্ত মাখলুকের দেহের দৈর্ঘ্য হ্রাস পেতে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, সে নূহ (আঃ) পর্যন্ত বেঁচে ছিল। তুফানের সময় তার জানু পর্যন্ত পানি উঠেছিল। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যেখানে সকল কাফিরকে ধ্বংস করে দেন বলে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪,৫,৬,৭/৭৮৪-৭৮৬)*।

বলা হয়, আওজ ইবনু আনাক-এর বয়স ছিল তিন হাজার ছয় শত বছর। সে একদা মূসার সমস্ত সেনাবাহিনীকে মেরে ফেলার জন্য একটা বড় পাথর খণ্ড তুলে ধরেছিল। তখন আল্লাহ্ একটি পাখি পাঠান। পাখিটি পাথরে ঠোক মারে এতে

পাথরটি আওজের কাঁধের উপর পড়ে, সে হুমড়ী খেয়ে পড়ে। এ সময় মূসা (আঃ) তার নিকট আসেন। মূসা (আঃ) দশ হাত লম্বা ছিলেন। তাঁর লাঠি ছিল ১০ হাত লম্বা। তিনি কোন মাধ্যমে দশ হাত আকাশের দিকে উঠালেন। এর পরেও আওজ ইবনু আনাকের টাখনু পর্যন্ত যেতে পারলেন না। অথচ তখন সে মাটিতে পড়ে আছে। অতঃপর তাকে তিনি হত্যা করলেন। কেউ কেউ বলেন, মূসা (আঃ) আওজের টাখনুর নিচে রগের উপর মেরে নীলনদের উপর ফেলে দিয়েছিলেন। দেশবাসী তাকে এক বছর যাবৎ সেতু হিসাবে ব্যাবহার করে। এমনও বলা হয়েছে যে, এরা এত শক্তিশালী, উঁচু ও মোটা তাজা ছিল যে বানী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের নিকট গেলেই তাদের একজন সব নবীগণকে ধরে তার জামার হাতের মধ্যে জড়িয়ে নিত *(বিদায়া নিহায়া ১/৩৮৩)*।

মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَمِن قَوْمِ مُوْسَى أُمَّةٌ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ.

অনুবাদ : 'মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে' *(আ'রাফ ১৫৯)*।

মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উপরোক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : বানী ইসরাঈল যখন নবীদেরকে হত্যা করে ফেলে এবং কুফরী অবলম্বন করে তখন তাদের বারোটি দল ছিল। এগুলোর মধ্যে একটি দল অন্য এগারোটি দলের আক্বীদায় অসন্তুষ্ট ছিল এবং তাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিমুখ ছিল। তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন করেছিল, হে আল্লাহ্! আমাদের ও তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করুন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যমীনের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ পথ করে দেন। তারা তার ভিতর চলা-ফেরা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা ঐ সুড়ঙ্গ পথে চীনে প্রবেশ করে। সেখানে একত্ববাদী মুসলমান বিদ্যমান ছিল, যারা আমাদেরই কিবলার দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করত। ইরশাদ হচ্ছে, এরপর আমি বানী ইসরাঈলকে বললাম, এখন যমীনে বসবাস কর। অতঃপর যখন আখিরাতের ওয়াদা এসে পড়বে তখন আমি তোমাদেরকে হাযির করব। কথিত আছে, সুড়ঙ্গের মধ্যে তারা দেড় বছর ধরে বসবাস করেছিল *(তাফসীরে রূহুল মা'আনী ৯/১২৪)*।

‘তীহ’ প্রান্তরের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيهُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ.

অনুবাদ: ‘তিনি বললেন, এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এদের হস্তগত হবে না, এরূপেই তারা ভূ-পৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। সুতরাং তুমি এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবে না’ *(মায়িদাহ ২৬)*।

‘তীহ’ প্রান্তর সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উপরোক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় মূর্তি পূজার অনুমতি চেয়েছিল। মূসা (আঃ) তাদের উপর বদ দো‘আ করেছিলেন। আল্লাহ্ মূসা (আঃ)-কে অহী করে জানালেন, তারা ৪০ বছর তীহ ময়দানে পেরেশান হয়ে ঘুরবে। আপনি ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি দয়াবান হবেন না। তারা ছিল ছয় লক্ষ যোদ্ধা। তাদের নাফরমানীর কারণে তাদেরকে ফাসিক বলে ঘোষণা করা হয়। তারা ১৮ মাইল বিশিষ্ট এলাকায় ৪০ বছর অবস্থান করে। তারা এলাকা পার হওয়ার আশায় সারা দিন ঘুরে কষ্ট করে চলে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে কোন স্থানে অবস্থান করে। সকালে তারা দেখতে পায় ও বুঝতে পারে যে, গতদিন সকালে যেখান থেকে যাত্রা করেছিল তাদের অজান্তেই তারা সেখানে পৌঁছে গেছে। তারা মূসা (আঃ)-এর নিকট অভিযোগ করল। মূসা (আঃ) তাদের জন্য দো‘আ করলেন তাদের উপর মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করা হল। মূসা (আঃ) তাদের পানি পানের ব্যবস্থার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করলেন। তার নিকট একটি তূর পাহাড়ের সাদা পাথর নিয়ে যাওয়া হল। তাতে পাথরে আঘাত করলেন এতে ১২টি ঝরণা প্রবাহিত হল।

মূসা (আঃ) তাঁর প্রতিপালককে দেখতে চাইলেন। আল্লাহ্ বিদ্যুত, অন্ধকার ও কান ফাটানো শব্দ পাঠালেন। মূসা (আঃ) যে পাহাড়ে ছিলেন, তার চর্তুদিকে ১২ মাইল এলাকা নিয়ে এ অন্ধকার ও বিকট শব্দ ছেয়ে গেল। আল্লাহ্ আকাশের ফেরেশতাকে মূসার নিকট যেতে বললেন, প্রথম আকাশের ফেরেশতাগণ মূসার নিকট গরুর আকৃতিতে ঘুরতে লাগলেন, তাদের মুখে ছিল ঠিক বিদ্যুতের ন্যায় উঁচু কণ্ঠে তাসবীহ-তাহলীল। তারপর আল্লাহ্ দ্বিতীয় আকাশের ফেরেশতাগণকে মূসার নিকট আসতে বললেন। তারা কালো আকৃতিতে তাঁর নিকট নেমে আসলেন। তাদের তাসবীহ-তাহলীল ছিল জোরে। মূসা (আঃ) এরূপ দেখে ও শুনে ভয় পেলেন। তিনি অপমান বোধ করে বললেন, আল্লাহ্ আমি তোমাকে দেখতে চেয়ে

ভুল করেছি। আমার এ স্থানে কোন রক্ষা আছে কি? জিবরাঈল (আঃ) মূসা (আঃ)-কে বললেন, হে মূসা! আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, আপনি যা দেখেছেন তা খুব কম। তারপর তৃতীয় আকাশের ফেরেশতাদেরকে মূসার নিকটে নেমে আসার আদেশ দেয়া হল। তারা গাধার আকৃতিতে মূসার নিকট নেমে আসলেন। তাদের ছিল ভূমিকম্পের ন্যায় কঠিন শব্দ। তাদের মুখে ছিল তাসবীহ-তাহলীলের ঝরণা। তাদের চলার শব্দ ছিল বড় সৈন্যদলের ন্যায়। তাদের রং ছিল আগুনের শিখার ন্যায়। মূসার ভয় বেশী হয়ে গেল এবং তিনি নিরাশ হয়ে গেলেন। জিবরাঈল (আঃ) তাকে বললেন, এখানে অপেক্ষা করুন এমন কিছু দেখতে পাবেন যার উপর ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। তারপর আল্লাহ্ চতুর্থ আকাশের ফেরেশতাগণকে তাঁর নিকট নেমে আসতে বললেন। তাঁরা মূসা (আঃ)-এর সামনে আসলেন পূর্বে যে সব ফেরেশতাগণ গেছেন তাদের সদৃশ এরা কেউ নয়। তাদের রং আগুনের শিখার মত। আর বাকী সৃষ্টি সাদা বরফের মত। তাদের তাসবীহ ও তাকদীসের কণ্ঠ ছিল উঁচু। তবে পূর্বে যারা গেছেন, তাদের তাসবীহ এদের কণ্ঠের মত ছিল না। এতে মূসা (আঃ)-এর হাঁটু কেঁপে উঠল। তাঁর অন্তর বিগলিত হল। তাঁর কান্না বেশী হয়ে গেল। জিবরাঈল (আঃ) তাকে বললেন, মূসা যে বিষয়ে আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, এ বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। যা আপনি দেখছেন, তা খুব কমই। তারপর আল্লাহ্ ৫ম আকাশের ফেরেশতাগণকে তাঁর নিকট নেমে আসার জন্য আদেশ করলেন। তাঁরা মূসা (আঃ)-এর সামনে আসলেন। তাদের রং ছিল সাত প্রকার। মূসা তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে সক্ষম হলেন না। তাদের কণ্ঠের মত কারো কণ্ঠ শুনেননি। ভয়ে তার অন্তর চূর্ণ হয়ে গেল। তার চিন্তা বেশী হয়ে গেল। জিবরাঈল (আঃ) তাকে বললেন, হে ইমরানের ছেলে! এখানেই থাকেন। আপনি এমন কিছু দেখবেন, যা দেখে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। তারপর আল্লাহ্ সপ্তম আকাশের ফেরেশতাকে মূসা (আঃ)-এর নিকট যাওয়ার আদেশ করলেন। তাঁরা তাঁর সামনে আসলেন। তাদের প্রত্যেকের হাতে খেজুর গাছের মত লম্বা আগুন ছিল। সূর্যের চেয়ে তার আলো বেশী ছিল। তাদের পোশাক আগুনের শিখার মত ছিল। তারা যখন তাসবীহ পাঠ করেন তাদের পূর্বের ফেরেশতাগণ তাদের চেয়ে জোর কণ্ঠে বলেন, سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَئِكَةِ وَالـــرُّوْحُ رَبِّ الْعِـــزَّةِ اَبَـــدًا لاَ يَمُـــوْتُ তাদের প্রত্যেকের মাথায় ছিল চারটি করে মুখ। মূসা তাদের তাসবীহ পাঠ করলেন। এ অবস্থায় তিনি কান্নারত ছিলেন। বলছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে স্মরণ কর, তোমার বান্দাকে ভুল না। আমি বের হলে জ্বলে যাব, থাকলে মারা যাব। জিবরাঈল বললেন, মূসা ধৈর্য ধারণ করুন, আপনার ভয় বেশী হয়েছে। আপনার অন্তর শূন্য হয়েছে। যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন এ বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করুন।

তারপর আল্লাহ্ সপ্তম আকাশের ফেরেশতাকে তার আরশ তুলে ধরার আদেশ করলেন। অতঃপর যখন আরশের নূর প্রকাশ হল, তখন আল্লাহ্‌র বড়ত্বের কারণে পাহাড় ফেটে চৌচির হয়ে গেল। সমস্ত ফেরেশতা তাদের উচু কণ্ঠে একসাথে বলছিলেন, سُبْحَانَ الْمَالِكُ الْقُدُّوْسُ رَبِّ الْعِزَّةِ اَبَدًا لاَ يَمُوْتُ ফেরেশতাদের জোরালো কণ্ঠস্বরে পাহাড় কেঁপে উঠল। পাহাড়ের উপর যত গাছ ছিল সব টুকরা টুকরা হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। মূসা (আঃ) অজ্ঞান হয়ে উল্টে মুখের ভরে পড়ে গেলেন। তখন তাঁর আত্মা ছিল না। পরে আল্লাহ্ দয়া করে তাকে আত্মা ফেরত দেন। বেহুঁশ হয়ে থাকলেন। তিনি যে পাহাড়ে ছিলেন আল্লাহ্ সে পাহাড়কে উল্টিয়ে তার বাঁচার জন্য পথ করে দিলেন। মূসা তাসবীহ পাঠ করে নিরাপদে থাকলেন। তিনি বলছিলেন, প্রতিপালক! তোমার উপর ঈমান এনেছি। আর বিশ্বাস করেছি, তোমাকে কেউ দেখতে পারে না। তোমার ফেরেশতাগণকে যে দেখবে, তার অন্তর খালি হয়ে যাবে। তোমার এবং তোমার ফেরেশতাগণের বড়ত্ব বর্ণনা করি তুমি সব রবের প্রতিপালক, তুমি সব মা'বূদের মা'বূদ, সব বাদশার বাদশাহ। কোন কিছুই তোমার সমকক্ষ নয়। তোমার সামনে কোন কিছুই টিকতে পারে না। প্রতিপালক তোমার নিকট ফিরে গেলাম। আল্লাহ্ তোমার যাবতীয় প্রশংসা। তোমার কোন শরীক নেই। কতই তোমার বড়ত্ব, কতই তোমার মর্যাদা। তুমি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। *(ডঃ আবু সাহামা, মওযূ'আত, পৃঃ ১৮২-১৮৫)*।

তাওরাতের ফলক সম্পর্কে কাহিনী

কুরআন মাজীদের বর্ণনা :

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ.

অনুবাদ: 'অতঃপর আমি মূসাকে ফলকের উপর সর্ববিষয়ের উপদেশ এবং সর্ববিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি, এই হিদায়তকে দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর এবং তোমরা সম্প্রদায়কে এর সুন্দর সুন্দর বিধানগুলো মেনে চলতে আদেশ কর। আমি ফাসেক বা সত্যত্যাগীদের আবাসস্থল শীঘ্রই তোমাদেরকে প্রদর্শন করবো' *(আ'রাফ ১৪৫)*।

তাওরাতের ফলক সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উপরোক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : বলা হয়েছে যে, তাওরাতে ফলকগুলো ছিল জান্নাতের বড় গাছের। যার দৈর্ঘ্য ছিল ১২ হাত। হাদীছে আছে, আল্লাহ আদমকে

নিজ হাতে সৃষ্টি করেন। নিজ হাতে তাওরাত লিখেন। নিজ হাতে তূবা গাছটি গাড়েন। হাসান বলেন, তাওরাতের ফলকগুলি ছিল কাঠের। কালবী বলেন, তাওরাতের ফলকগুলি ছিল সবুজ যহরত পাথরের। সাঈদ ইবনু জুবায়ের বলেন, ফলকগুলি লাল ইয়াকূত পাথরের। রাবীঈ বলেন, ফলকগুলি ছিল নকশাপূর্ণ কাপড়ের। ইবনু জুরায়েয বলেন, ফলকগুলি ছিল যমরূদ পাথরের। আল্লাহ্‌র আদেশে জিবরাঈল (আঃ) আদন জান্নাত হতে নিয়ে এসেছিলেন। জিবরাঈল ঐ কলম দিয়ে লিখেছিলেন, যে কলম দিয়ে তিনি আল্লাহ্‌র যিকির লিখেছিলেন এবং নূরের নহর হতে কালী নিয়েছিলেন। ওয়াহাব বলেন, আল্লাহ্ 'ছাম্মা' পাথর হতে ফলকগুলি কেটে নেয়ার আদেশ করেছিলেন। আল্লাহ্ পাথরটিকে নরম করেছিলেন। আল্লাহ্ নিজ হাতে ফলকের টুকরাগুলি কেটেছিলেন। নিজ হাতে তা পৃথক করেছিলেন। মূসা (আঃ) দশটি শব্দ লিখার সময় কলমের শব্দ শুনেছিলেন। আর এ লেখার সময় ছিল যুলহিজ্জার প্রথম তারিখ। ফলকগুলি ছিল মূসার দৈর্ঘ্যের সমান দশ হাত। রাবীঈ ইবনু আনাস (রাঃ) বলেন, তাওরাত ছিল সত্তরটি উটের বোঝা। এক অংশ এক বছরে পড়া হত। চার জন ছাড়া তা আর কেউ পড়েনি। (১) মূসা (২) ইউশা (৩) ওযায়ের (৪) ঈসা (*এসব ইসরাঈলী বানাওয়াট বিবরণ। ডঃ আবু সাহামা, মওযূ'আত, পৃঃ ১৯৬-১৯৭*)।

মূসা (আঃ)-এর ফলক নিক্ষেপের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ.

অনুবাদ: 'আর মূসা রাগান্বিত বিক্ষুব্ধ অবস্থায় নিজ জাতির নিকট ফিরে এসে বললেন, আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা খুব খারাপভাবে আমার প্রতিনিধিত্ব করেছো, তোমরা তোমাদের প্রভুর নির্দেশের পূর্বেই কেন তাড়াহুড়া করতে গেলে? অতঃপর সে ফলকগুলো ফেলে দিলো এবং স্বীয় ভ্রাতার মস্তক ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলো, সে বলল, হে আমার মাতার পুত্র! এই লোকগুলো আমাকে পরাভূত করে ফেলেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল, অতএব তুমি আমাকে শত্রু সম্মুখে হাস্যোস্পদ করো না, আর এই যালিম লোকদের মধ্যে আমাকে গণ্য করো না' (*আ'রাফ ১৫০*)।

মূসা (আঃ)-এর ফলক নিক্ষেপ সম্পর্কিত মিথ্যা কাহিনী

উপরোল্লেখিত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আঃ) তাওরাতের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! ফলকগুলি পড়ে দেখলাম এমন একটি উত্তম দল মানুষের জন্য বের হবে, যারা ভাল কাজের আদেশ করবে, আর মন্দ কাজের নিষেধ করবে। আপনি সে দলটি আমার উম্মতের মধ্যে করুন। আল্লাহ্ বললেন, তারা হবে আহমাদের উম্মত। মূসা (আঃ) বললেন, প্রতিপালক! ফলকগুলিতে দেখলাম, এক সম্প্রদায় তারা শেষে আসবে। তাদের সৃষ্টি শেষে হবে। তারা জান্নাতে সবার আগে প্রবেশ করবে। প্রতিপালক! তাদেরকে আমার উম্মতের মধ্যে করুন। আল্লাহ্ বললেন, তারা হবে আহমাদের উম্মত। মূসা বললেন, প্রতিপালক ফলকসমূহে এমন এক সম্প্রদায়ের কথা দেখলাম, যাদের অন্তরে ইঞ্জীল থাকবে। তারা সে কিতাব পড়বে। তাদের পূর্বের লোকেরা শুধু দেখে পড়ে মাত্র। তারা তা মুখস্থ করে না, বুঝেও না। আর আল্লাহ্ সেই সম্প্রদায়কে মুখস্থ করার শক্তি দিবেন যা পূর্বে আর কাউকে দেননি। আল্লাহ্ তুমি তাদেরকে আমার উম্মতের মধ্যে কর। আল্লাহ্ বললেন, তারা হবে আহমাদের উম্মত। মূসা বললেন, প্রতিপালক! ফলকে এক সম্প্রদায় দেখলাম তারা আগের সব কিতাবের প্রতি ঈমান আনবে। ভ্রান্ত দলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। এমনকি তারা দাজ্জালের সাথেও লড়াই করবে। আল্লাহ্ তুমি তাদেরকে আমার উম্মতের মধ্যে কর। আল্লাহ্ বললেন, তারা হবে আহমাদের উম্মত। মূসা বললেন, প্রতিপালক! ফলকসমূহে দেখলাম, এক সম্প্রদায়ের কথা, যারা তাদের ছাদাকা খেতে পারে। অথচ পূর্বের মানুষের ছাদাকা কবুল হলে তা আকাশের আগুনে খেয়ে নিত। আল্লাহ্ কবুল না করলে, তা হিংস্রপ্রাণী ও পাখি খেয়ে নিত। আর এ উম্মতের ধনীদের সম্পদগুলি গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে। আল্লাহ্ তাদেরকে আমার উম্মতের মধ্যে কর। আল্লাহ্ বললেন, তারা আহমাদের উম্মত। মূসা বললেন, প্রতিপালক! আমি ফলকসমূহে দেখলাম, এমন এক উম্মত যারা নেকীর কাজের ইচ্ছা করলেই এক নেকী হয়, সেটা না করলেও। আর যদি করে তাহলে দশ নেকী লেখা হয়। তা দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রতিপালক! তাদেরকে আমার উম্মতের মধ্যে কর। আল্লাহ্ বললেন, তারা আহমাদের উম্মত। মূসা বললেন, প্রতিপালক! ফলকসমূহে দেখলাম, এমন এক উম্মত যারা ক্বিয়ামতের মাঠে মানুষের জন্য সুপারিশ করবে। যাদের সুপারিশ কবুল করা হবে। আল্লাহ্ তুমি তাদেরকে আমার উম্মতের মধ্যে কর। আল্লাহ্ বললেন, তারা আহমাদের উম্মত। এ সময় আল্লাহ্র নবী মূসা (আঃ) ফলকগুলি ছুড়ে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি

আমাকে মুহাম্মাদের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। অথচ কুরআনের বাণী মূসা (আঃ) তার সম্প্রদায়ের উপর রাগ করে ফলকগুলি ফেলে দিয়েছিলেন। *(এগুলো সব মিথ্যা, ভিত্তিহীন কাহিনী। ডঃ আবু সাহামা, মওযূ'আত, পৃঃ ১৯৯-২০০)* ।

বানী ইসরাঈলের বিপর্যয় সৃষ্টির কাহিনী

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ঘটনা :

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُوْلاَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلاً ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيْرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوْؤُوْا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوْا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ حَصِيْرًا.

অনুবাদ : 'আমি কিতাবে (তাওরাতে) প্রত্যাদেশ দ্বারা বানী ইসরাঈলকে জানিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকারস্ফীত হবে। অতঃপর এই দুইয়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হলো, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার দাসদেরকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী। তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত কিছু ধ্বংস করেছিল। শাস্তি প্রতিজ্ঞা কার্যকর হয়েই থাকে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম। তোমরা সৎকর্ম করলে নিজেদেরই ভাল করবে আর মন্দকর্ম করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আমি আমার দাসদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য। প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য। সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর, তবে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন। জাহান্নামকে আমি করেছি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কারাগার' *(বনী ইসরাঈল ৪-৮)*।

বানী ইসরাইলের বিপর্যয় সৃষ্টি সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী

উক্ত আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : হুযায়ফা ইবনু ইয়ামান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বানী ইসরাঈল যখন সীমালংঘন করে চরম উদ্ধত হয়ে উঠল এবং নবীগণকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ্ বুখতে নছর অত্যাচারী বাদশাকে তাদের নিকট পাঠালেন। আল্লাহ্ তার রাজত্বের সময় দিয়েছিলেন, সাত শত বছর। বুখতে নছর তাদের নিকট গিয়ে বায়তুল মাকদাস দখল করল এবং তাদের ঘেরাও করল। বায়তুল মাকদাস জয় করে নিয়ে যাকারিয়া নবীর রক্তের বিনিময়ে ৭০ হাজার লোককে হত্যা করল। তারপর তাদের পরিবার ও নবীগণের ছেলেদেরকে বন্দী করল। আর বায়তুল মাকদাসের স্বর্ণগুলি ছিনিয়ে নিল। সেখান থেকে সে ১ লক্ষ ৭০ হাজার স্বর্ণের চাকা বাবেল শহর নিয়ে চলে আসল। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বায়তুল মাকদাস তো আল্লাহ্‌র নিকট খুব সম্মানিত ঘর। হ্যাঁ ঘরটি সুলায়মান (আঃ) মণি-মুক্তা দ্বারা তৈরী করেন। তার মেঝেতে টালি ও প্রস্তর ফলক ছিল একটি সোনার আর একটি রূপার। আর তার খুঁটিগুলি ছিল স্বর্ণের। আল্লাহ্ তাকে এগুলি দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ সকল শয়তানকে তার অনুগত করে দিয়েছিলেন। চোখের পলকে মুহূর্তের মধ্যে তারা তাঁকে এসব দ্রব্য এনে দিত। বানী ইসরাঈল তার হাতে ১০০ বছর থাকল। তারপর আগুন পূজারী এবং তাদের ছেলেরা বানী ইসরাঈলকে শাস্তি দিতে লাগল। এ শাস্তি ভোগ করেন নবীগণ এবং তাদের সন্তানগণ। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি দয়া করেন। ইরানের একজন কাউরাস নামক বাদশার নিকট অহী করেন। তিনি ছিলেন মুমিন। তিনি বানী ইসরাঈলকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করেন এবং স্বর্ণগুলি উদ্ধার করেন। তারপর বানী ইসরাঈল ১০০ বছর যাবৎ আল্লাহ্‌র অনুগত থাকে।

তারপর আবার তারা সীমালংঘন করে। তখন আল্লাহ্ তাদের উপর আবত্বীয়া নাহুস নামক এক বাদশাহকে তাদের উপর ন্যস্ত করেন। সে বানী ইসরাঈলের সাথে যুদ্ধ করে। তারপর তারা বায়তুল মাকদাস দখল করে এবং তাদেরকে বন্দি করে। বায়তুল মাকদাস জ্বালিয়ে দেয় এবং বলে হে বানী ইসরাঈল! তোমরা যদি আবার নাফরমানী করো আমরা আবার তোমাদের বন্দি করব। তৃতীয়বারের মত তারা সীমালংঘন করে আল্লাহ্ তাদের উপর কাকুস ইবনু ইসরাঈলের মাধ্যমে তাদের উপর বিপদ চাপিয়ে দেন। সে তাদের বিরুদ্ধে জলে ও স্থলে যুদ্ধ করে। তাদের বন্দি করে এবং বায়তুল মাকদাসের স্বর্ণ সম্পদ দখল করে। বায়তুল মাকদাসকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, বায়তুল মাকদাসের সব সম্পদ আল্লাহ্ ইমাম মাহদীর হাতে

ফেরৎ দেবেন। এসব সম্পদ হবে ১০০ শত নৌকা। আগে পরের সব সম্পদ আল্লাহ্ মাহদীর হাতে জমা করবেন *(তাফসীরে ত্ববারী ৮/২৩)*।

অত্র হাদীছ সম্পর্কে ইবনে কাছীরের মন্তব্য : অত্র হাদীছটি বানাওয়াট ছাড়া কিছুই নয়। এটা বানাওয়াট হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্তেও কেমন করে ইমাম ইবনু জারীর এ জাল হাদীছ আনয়ন করেছেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, সমগ্র পৃথিবীর বাদশাহ ছিলেন চার জন। দু'জন মুমিন ও দু'জন কাফির। কাফির দু'জনের একজন ফারখান, অপর জন বুখতে নছর। আবু হাশিম বলেন, সিরিয়ার একজন নেককার মানুষ এ আয়াতটি পড়ছিলেন,

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا.

তেলাওয়াতের পর সে বলল, হে আল্লাহ্! অত্র আয়াতগুলিতে যে প্রথম সীমালংঘনকারীদের কথা বলা হয়েছে, তারা তো চলে গেছে। কিন্তু পরবর্তী সীমালংঘনকারী কারা? আমাকে দয়া করে দেখান। এ সময় সে তার মুছল্লায় (জায়নামাযে) বসেছিল। তার মাথা তন্দ্রায় ঢুলে গেল। তাকে বলা হল, তুমি যা জিজ্ঞেস করেছ, এটা হবে বাবেল শহর। তার নাম হচ্ছে বুখতে নছর। সে বুঝল, আল্লাহ্ তাকে তার জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছেন। সে এক থলে স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে বাবেল শহরে পৌঁছল। সে ফারখান বাদশাহর নিকট গেল এবং বলল, আমার কিছু সম্পদ আছে যা মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করব। ফারখান তার জন্য মিসকীন একত্রিত করল। সে তাদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করল এবং তাদের নাম জিজ্ঞেস করল। এ সময় বলা হল, আরো কিছু লোক বাকী আছে। তাদেরকে ডাকার জন্য একজন লোক পাঠাল। যুবক রাতে ফিরে আসল এবং একজন একজন করে তার সামনে পেশ করল। এতে একজনের নাম বলা হল বুখতে নছর। সে বলল, থাম কি নাম বললে? যুবক বলল, বুখতে নছর। সে বলল, তুমি জান এ বুখতে নছর কেমন? যুবক বলল, সে তাদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র। সে এত দরিদ্র যে, সে রাস্তায় বসে থাকে, পথিকরা তাকে রুটির টুকরা দেয়। তা সে ভক্ষণ করে। সে বলল, আমি তার নিকট যাব। অপরজন বলল, সে এক খিমায় রয়েছে। সে তার খিমায় গিয়ে বলল, তোমার নাম কি? সে বলল, আমার নাম বুখতে নছর। সে বলল, তোমার নাম কে রেখেছে? উত্তরে সে বলল, আমার মা। তোমার কেউ আছে? সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমার কেউ নেই। এখানে আমার ভয় হয় আমাকে রাতে বাঘে খেয়ে নিবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বিপদে কে আছে? সে বলল, আমি সবচেয়ে বিপদে আছি। পুনরায় সে

তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি মনে হয়, আমি যদি তোমাকে পৃথিবীর মালিক করে দেই, তুমি কি আমার নাফরমানী করবে? সে বলে জনাব আমাকে বিদ্রূপ করবেন না। একবারের মত যদি তোমাকে পৃথিবীর মালিক করি তুমি কি আমার নাফরমানী করবে? সে বলল, আপনাকে এমন সম্মান করব যা আর কারো করব না। তাকে বলল, তুমি কিছু স্বর্ণ মুদ্রা নাও এবং আমার সাথে চল। যাওয়ার সময় তারা একটি গাধা এবং কিছু আসবাবপত্র ক্রয় করল। তারা রাস্তায় গাধা ও আসবাবপত্র বিক্রয় করল এবং তা দ্বারা কাপড় ক্রয় করল। লোকটি বুখতে নছরকে সাথে নিয়ে বাদশাহ ফারখানের নিকট গেল। ফারখান তাদের বলল, বায়তুল মাকদাস এলাকার লোক আমাদের উপর সীমালংঘন করেছে। আমি তাদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠাতে চাই।

ফারখান বুখতে নছরকে সৈন্য সহ বায়তুল মাকদাস পাঠালেন। বুখতে নছর বায়তুল মাকদাসের এক জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট হতে সব খবর নিল। সে বুখতে নছরকে বলল, এরা এমন মানুষ এদেরকে আল্লাহ্ যে গ্রন্থ দিয়েছে তা মানে না। এরা তাদের নবীর আনুগত্য করে না। তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে বসবাস করে। সে কথাগুলি একটি কাগজে লিখে নিয়ে চলে আসল এবং ফারখানের নিকট তা পেশ করল। এ সময় ফারখান সবাকেই পৃথক পৃথক করে জিজ্ঞেস করল। তারা বলল, আমরা এমন এক দেশে গেলাম যেখানে রয়েছে দুর্গ, নদী ও ঝরণা। ফারখান বুখতে নছরকে বলল, তুমি বল তাদের অবস্থা কি? সে বলল, আমরা এমন এক দেশে এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট গেলাম, যারা তাদের আসমানী কিতাব মানে না। যারা তাদের নবীগণের আনুগত্য করে না। যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। ফারখান এ কথা শুনে নছরের বিচক্ষণতা বুঝতে পারলেন এবং তার সাথে ৭০ হাজার সৈন্য পাঠালেন। বুখতে নছর বায়তুল মাকদাস পৌঁছার পর ডাকযোগে জানতে পারল, ফারখান মারা গেছে। কাউকে প্রতিনিধি করে যায়নি। সে তার সৈন্যদের বলল, তোমরা স্ব স্ব স্থানে থাক, আমি ডাকঘরে যাব। সে ডাকযোগে তাদের সাথে কথা বলল, তারা তাকে বলল, আমরা আপনাকে ছাড়া নেতা নির্বাচন করা অপসন্দ করি। সে বলল, তোমরা আমার হাতে বায়‘আত কর। তারা তার হাতে বায়‘আত করল। বুখতে নছর তাদের নিকট একটি পত্র লিখে দিয়ে দ্রুত সৈন্যদের নিকট ফিরে আসল। তাদের লেখা পত্র দেখালে সকলেই তার হাতে বায়‘আত করল। তারা বলল, আপনার প্রতি আমাদের কোন অনীহা নেই। তারপর সে তাদেরকে নিয়ে বায়তুল মাকদাসের দিকে চলল। বানী ইসরাঈল এ খবর পেয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সে সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করল এবং তাদের হত্যা করল। বায়তুল মাকদাস ধ্বংস করে দিল। নবীগণের ছেলেদেরকে গোলাম হিসাবে গ্রহণ করল। তাদের মধ্যে দানিয়াল নবীও ছিলেন। তারপর সে বাবেল ফিরে যায়। সে

একদা স্বপ্ন দেখে খুব ভীত হয়ে পড়ে এবং বলে, আমাকে জাদু করা হয়েছে। সে বলে, তোমরা আমার রাতের স্বপ্নের বিবরণ দাও। নইলে তোমাদের হত্যা করব। তারা বলল, কি স্বপ্ন? সে বলল, আমি স্বপ্ন ভুলে গেছি। তারা বলল, আমরা এমন স্বপ্নের কোন তাবীর জানি না। তবে আপনি নবীগণের কোন ছেলের নিকট লোক পাঠান। সে নবীগণের নিকট লোক পাঠিয়ে তাদের ডাকালো। তাদেরকে সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা আমাকে স্বপ্নের তাবীর শুনাবে। নইলে আমি তোমাদের হত্যা করব। তারা বলল, আপনি স্বপ্নে কি দেখেছেন? উত্তরে সে বলল, আমি ভুলে গেছি। তারা এবার তার কাছ থেকে একটু সময় চেয়ে নিল এবং তাদের সঙ্গীদের বলল, এসো আমরা ওযূ করে ছালাত আদায় করে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি। সে বলল, ঠিক আছে তোমরা তাই কর।

তারপর তারা একটি পবিত্র ভূমিতে আসল এবং আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করল। এতে তাদেরকে তার স্বপ্ন বলে দেয়া হল। তারা বুখতে নছরের নিকট ফিরে এসে বলল, আপনি স্বপ্নে দেখেছেন, আপনার মাথা যেন স্বর্ণের, আপনার বক্ষ যেন পোড়া মাটির পাত্র, আপনার মধ্যের অংশ যেন তামার। আপনার দু'পা যেন লোহার। তোমরা এর তাবীর বল নইলে আমি তোমাদের হত্যা করব। তারা বলল, আপনি আমাদের সুযোগ দিন আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করব। সে বলল, তোমরা যাও, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর। তারা প্রার্থনা করল, তাদের প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করলেন। তারা ফিরে এসে বলল, আপনার মাথা স্বর্ণের, এর তাবীর হল, আজ রাত হতে এক বছর পর আপনার রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। সে বলল, তারপর কে হবে? তারা বলল, তারপর অহংকারী ব্যক্তি বাদশাহ হবে। তারপর খুব সাধারণ ব্যক্তি বাদশাহ হবে। তারপর খুব শক্তিশালী মুসলিম ব্যক্তি বাদশাহ হবে। সে আসমান-যমীনের মধ্যে বৃহৎ দুর্গ নির্মাণ করবে। তারপর তার বৈঠকের লোক ও পাহারাদারেরা কথা বলতে লাগলো। বুখতে নছর তাদের বলল, তোমরা এখান থেকে কোথাও যেতে পারবে না। এখানে কেউ আসলে তাকে হত্যা করবে। এমনকি কেউ যদি বলে, আমি বুখতে নছর, তবুও তাকে হত্যা করবে। তোমরা স্ব স্ব স্থানে থাকবে। রাতে বুখতে নছরের পেট ব্যথা শুরু হল, সে নিজের স্থানে বসে থাকা অপসন্দ করল। তাকে এসব লোকের কাছে নিয়ে আসা হল। এরা সকলেই ঘুমন্ত ছিল। তাদের কেউ ঘুম থেকে জেগে বলল, তুমি কে? সে বলল, আমি বুখতে নছর। সে বলল, এই সেই, যার কারণে আমাদেরকে পাহারাদার নির্ধারণ করা হয়েছে? এ বলে তাকে হত্যা করল *(এই ধরনের ঘটনার কোন ভিত্তি নেই। সা'দ ইউসুফ, মওযূ'আত, পৃঃ ২৫৫-২৫৯)*।

সুলায়মান (আঃ)-এর কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বাণী :

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ.

অনুবাদ : 'আমি সুলায়মান (আঃ)-কে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি দেহ। অতঃপর সুলায়মান (আঃ) আমার অভিমুখী হল' *(ছোয়াদ ৩৪)*।

সুলায়মান (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উপরোক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : সুলায়মান (আঃ)-কে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করার কথা বলা হয় এবং তাতে যেন লোহার শব্দ শোনা না যায়, তাও নির্দেশ দেয়া হয়। অনেক খোঁজ করে পরে জানতে পারেন যে, সমুদ্রে একটি শয়তান কারিগর আছে, যার নাম সখর। সে অবশ্যই এর নির্মাণ প্রণালী বলে দিতে পারবে। তিনি নির্দেশ দেন যেভাবেই হোক তাকে আমার কাছে হাযির হতে হবে। শয়তানকে কৌশলে মদ মদ পান করিয়ে বেহুঁশ করা হল। অতঃপর তাকে আংটি দেখিয়ে এবং দুই কাঁধের মাঝে মোহর লাগিয়ে দিয়ে শক্তিহীন করা হল। আর সুলায়মানের রাজত্বের মূলে ছিল এই আংটি। এই আংটি দ্বারাই তিনি রাজ্য শাসন করতেন। এ শয়তানকে তাঁর দরবারে হাযির করা হলে তিনি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণকার্য পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। শয়তান এ কাজে বের হয়ে হুদহুদ পাখির ডিমগুলো জড়ো করে তার উপর শীশা রেখে দিল। হুদহুদ এসে ডিমগুলো দেখলো এবং চার পাশে ঘুরলো। কিন্তু দেখল, এগুলো উদ্ধার করা যাবে না। তখন সে উড়ে চলে গেল ও হীরা এনে তা শীশার উপর রেখে শীশাকে কাটতে শুরু করল। অবশেষে শীশা কেটে গেল এবং সে তার ডিমগুলো নিয়ে চলে গেল। ঐ হীরা নিয়ে নেয়া হল এবং তা দিয়ে পাথর কেটে কেটে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণকার্য শুরু করা হল। সুলায়মান (আঃ) যখন পায়খানা বা গোসলখানায় যেতেন, তখন তিনি তাঁর আংটি খুলে রেখে যেতেন। একদিন তিনি ফরয গোসলের জন্য গোসলখানায় যাচ্ছিলেন শয়তান তাঁর সাথে ছিল। আংটিটি তিনি ঐ শয়তানের কাছেই রেখে দেন। শয়তান তখন ঐ আংটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং সুলায়মান (আঃ)-এর রূপ ধারণ করে সিংহাসনে বসে। সব জিনিসের উপর ঐ শয়তানের আধিপত্য লাভ হয়। শুধুমাত্র সুলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রীদের উপর সে কোন ক্ষমতা লাভ করতে পারেনি। এখন ঐ শয়তানের শাসনামলে বহু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে থাকে। ঐ যুগে সেখানে ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় একজন অতি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি বললেন, এ

ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা দরকার। আমার মনে হচ্ছে এ ব্যক্তি সুলায়মান (আঃ) নন। সুতরাং তিনি একদিন সুলায়মান রূপী ঐ শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা জনাব! যদি কোন লোক রাত্রে অপবিত্র হয়ে যায় এবং ঠাণ্ডার কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল না করে, তবে বুঝি কোন দোষ নেই? সে উত্তরে বলল, কখনো না। এতে সে বুঝতে পারল এ সুলায়মান নয়, অন্য কেউ। চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে সুলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট ছিল। অতঃপর সুলায়মান (আঃ) মাছের পেটে তাঁর আংটি প্রাপ্ত হন। আংটি পাওয়ামাত্রই সব কিছুই তাঁর অনুগত হয়ে যায়। এরই বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে।

সুদ্দী (রাঃ) বলেন, সুলায়মান (আঃ)-এর একশত একজন স্ত্রী ছিল। তাদের মধ্যে একজনের উপর তাঁর খুব বিশ্বাস ও আস্থা ছিল যার নাম ছিল জারাদাহ্। যখন তিনি অপবিত্র হতেন বা প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণ করতে যেতেন, তখন ঐ আংটি তিনি তাঁর ঐ স্ত্রীর কাছে রেখে যেতেন। একদিন তিনি আংটিটা তাঁর ঐ স্ত্রীর কাছে রেখে পায়খানায় গিয়েছেন, পিছন হতে একটি শয়তান তাঁরই রূপ ধরে এসে তাঁর স্ত্রীর কাছে আংটিটা চায়। তিনি তাকে তা দিয়ে দেন। শয়তান আংটিটা নিয়েই সুলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনে গিয়ে বসে পড়ে। সুলায়মান (আঃ) পায়খানা হতে এসে স্ত্রীর কাছে আংটি চাইলে তিনি বলেন, এখনই তো আপনি আংটি নিয়ে গেলেন। স্ত্রীর কথা শুনে সুলায়মান (আঃ) বুঝে ফেললেন যে, এটা তাঁর উপর আল্লাহ্র পরীক্ষা। তিনি চিন্তিত অবস্থায় প্রাসাদ হতে বেরিয়ে পড়লেন। শয়তান চল্লিশ দিন পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করে। কিন্তু হুকুমের পরিবর্তন দেখে আলেমগণ সুলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রীদের নিকট আসলেন এবং তাঁদেরকে বললেন, ব্যাপার কি? সুলায়মান (আঃ)-এর সত্তা সম্পর্কে আমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছি। যদি ইনি প্রকৃতই সুলায়মান হন, তাহলে বুঝতে হবে যে, তাঁর জ্ঞান লোপ পেয়েছে অথবা ইনি সুলায়মান (আঃ) নন। ইনি প্রকৃত সুলায়মান (আঃ) হলে কখনো এরূপ শরী'আত বিরোধী আহকাম জারী করতেন না। তাঁদের একথা শুনে তাঁর স্ত্রীরা কাঁদতে লাগলেন। ঐ আলেমগণ সেখান হতে ফিরে এসে সিংহাসনের চারদিকে ঐ শয়তানকে ঘিরে বসে পড়লেন এবং তাওরাত খুলে পড়তে শুরু করলেন। আল্লাহ্র কালাম শুনে ঐ পাপিষ্ঠ শয়তান পালিয়ে গেল এবং ঐ আংটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। ঐ আংটি একটি মাছ গিলে ফেলল। সুলায়মান (আঃ) ঐ অবস্থায় কালাতিপাত করছিলেন। একদা তিনি সমুদ্রের ধারে গমন করেন। তিনি ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। জেলেদেরকে মাছ ধরতে দেখে তিনি তাদের কাছে একটি মাছ চেয়ে নিজের নাম বললেন, জেলেরা প্রতারক ভেবে মেরে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। আহত হয়ে তিনি সমুদ্রের এক কিনারায় গিয়ে নিজের ক্ষতস্থানের রক্ত ধুতে লাগলেন। জেলেদের কারো মনে

দয়ার সঞ্চার হলে তারা বলল, কেন তুমি ভিক্ষুক বেচরাকে মারলে? যাও মাছ দু'টি তাকে দিয়ে আস। দু'টি মাছ তাকে দিলে তিনি তা পেয়ে তাড়াতাড়ি মাছ দু'টি কাটতে বসলেন। আল্লাহ্‌র মহিমায় মাছের পেটে ঐ আংটিটা পেয়ে গেলেন। আংটি হাতে পরে নিলে বাদশাহর কারণে পক্ষীকুল এসে তাকে ঘিরে নিল এবং জেলেরা তাকে চিনতে পেরে দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইল। অতঃপর তিনি সিংহাসনে আরোহন করে সেই শয়তানকে যেখানে পাওয়া যায়, সেখান থেকে ধরে আনতে বললেন। তাকে বন্দী করে লোহার সিন্দুকে ভরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল ঐ শয়তান ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেভাবেই থাকবে। তার নাম ছিল হাকীক *(দুররে মানছূর ৭/১৭৯ পৃঃ; রূহুল মা'আনী, অত্র আয়াতের আলোচনা)*।

সুলায়মান (আঃ)-এর কুরসীর ঘটনা

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

অনুবাদ : 'সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে দান করুন এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়এ তুমি তো পরম দাতা' *(ছোয়াদ ৩৫)*।

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : সুলায়মান (আঃ) একবার এক আসিফ নামক শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কিভাবে মানুষকে ফিৎনায় ফেলে থাক? সে আরয করল, আমাকে একটু আপনার আংটিটা দিন আমি আপনাকে এখনই তা দেখিয়ে দিচ্ছি। তিনি তাকে আংটিটা দিলে তা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে সে নিজে সুলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের মালিক হয়ে মুকুট পরে নিল। সে জনগণকে সরল পথ থেকে সরাতে লাগল। এরপর তিনি সমুদ্রের ধারে মজুরী করতেন। একদিন একজন লোক সুলায়মান (আঃ)-কে ডেকে বললেন, এই মাছের ঝুড়িটা নিয়ে চল, তোমাকে একটি মাছ দিব। এর একটি মাছ পেয়ে কাটলে তাতে তাঁর আংটিটা পেলেন। এর সনদটা ইবনু আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছলেও এটা শক্তিশালী নয়।

আবু ইসহাক মু'আবিয়ার সামনে সুলায়মান (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনাকালে তিনি বলেন, হে আবু ইসহাক! আপনি সুলায়মান (আঃ)-এর কুরসীর বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, ওটা হাতির দাঁতের তৈরী ছিল। তাতে মণি, ইয়াকূত, যবরজদ এবং মুক্তা বসানো ছিল। ওর চতুর্দিকে সোনার খেজুর গাছ বানানো ছিল এবং ওর গুচ্ছগুলো ছিল মুক্তার তৈরী। কুরসীর ডান দিকে যে খেজুর গাছগুলো ছিল ওগুলোর উপর সোনার ময়ূর নির্মিত ছিল এবং বাম দিকের খেজুর গাছের মাথায়

ছিল গৃধিনী এবং ওটাও ছিল সোনার তৈরী। ঐ কুরসীর প্রথম সোপানের ডান দিকে সোনার দু'টি সানুবর বৃক্ষ ছিল এবং বাম দিকে সোনার দু'টি সিংহ ছিল। সিংহ দুটির মাথার উপর যবরজদ পাথরের দু'টি স্তম্ভ ছিল এবং কুরসীর দুই দিকে সোনার তৈরী দু'টি আঙ্গুর গাছ ছিল যেগুলো কুরসীকে ছায়া করত। ওর গুচ্ছও ছিল লাল মুক্তার তৈরী। আর কুরসীর সর্বোচ্চ সোপানের উপর স্বর্ণ নির্মিত বড় বড় দু'টি সিংহ ছিল। সিংহ দু'টির পেট মিশক ও আম্বর দ্বারা পূর্ণ করা থাকত। যখন সুলায়মান (আঃ) কুরসীর উপর আরোহণের ইচ্ছা করতেন তখন সিংহ দু'টি কিছুক্ষণ ধরে ঘুরতে শুরু করত। ফলে ওগুলোর পেটের মধ্যস্থিত মিশক আম্বরগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত। তারপর স্বর্ণ নির্মিত দু'টি মিম্বর রেখে দেয়া হত। একটি মন্ত্রীর জন্য এবং অপরটি সেই সময়ের সবচেয়ে বড় আলেমের জন্য অতঃপর কুরসীর সামনে স্বর্ণ নির্মিত আরো সত্তরটি মিম্বর বিছিয়ে দেয়া হত, যেগুলোর উপর বানী ইসরাঈলের কাযী, তাদের আলেমগণ এবং প্রধানগণ বসতেন। ঐগুলোর পিছনে স্বর্ণ নির্মিত আরো পঁয়ত্রিশটি মিম্বর রাখা হত, যেগুলো খালি থাকত। সুলায়মান (আঃ) প্রধান সোপানে পা রাখা মাত্রই কুরসী এই সমুদয় জিনিসসহ ঘুরতে থাকত। সিংহ তার ডান পা সামনে বাড়িয়ে দিত এবং গৃধিনী তার বাম পা বিস্তার করত। তিনি যখন দ্বিতীয় সোপানে পা রাখতেন, তখন সিংহ তার বাম পা বিস্তার করত এবং গৃধিনী বিস্তার করত তার ডান পা। যখন তিনি তৃতীয় সোপানে চড়তেন এবং কুরসীর উপর বসে যেতেন, তখন একটা বড় গৃহিনী তাঁর মুকুটটি নিয়ে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিত। অতঃপর কুরসী দ্রুত গতিতে ঘুরতে থাকত। মু'আবিয়া (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, হে আবু ইসহাক! এভাবে ঘুরার কারণ কি? জবাবে তিনি বললেন, ওটা একটা সোনার স্তম্ভের উপর ছিল। সখর নামক জ্বিন ওটা বানিয়েছিল। ওটা ঘুরে উঠতেই নীচের ময়ূর, গৃধিনী ইত্যাদি সবই উপরে এসে যেত এবং মাথা ঝুকাতো ও পাখা নড়াতো। ফলে তাঁর দেহের উপর মিশক-আম্বর বিচ্ছুরিত হতো। তারপর একটি কবুতর তাওরাত উঠিয়ে তাঁর হাতে দিত যা তিনি পাঠ করতেন। আলোচ্য ঘটনাটি খুবই গরীব বা দুর্বল *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১৬/২৬৬-২৭১ পৃঃ)*।

সুলায়মান (আঃ)-এর যাদু সম্পর্কিত ঘটনা

পবিত্র কুরআনের বিবরণ :

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ

وَزَوْجِه وَمَا هُم بِضَآرِّيْنَ بِه مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِه أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوْا واتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ: 'সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত, তারা ওরই অনুসরণ করছে এবং সুলায়মান অবিশ্বাসী হয়নি। কিন্তু শয়তানরাই অবিশ্বাস করছিল। তারা লোকদেরকে যাদুবিদ্যা এবং যা বাবেলে হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ে কাউকেও ওটা শিক্ষা দিত না এমনকি তারা বলত যে, আমরা পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নই। অতএব তোমরা অবিশ্বাস (কুফরী) কর না। অনন্তর যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করত এবং তারা আল্লাহ্র আদেশ ব্যতীত তদ্বারা কারও অনিষ্ট সাধন করতে পারত না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করছে, যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকার সাধিত হয় না। নিশ্চয়ই তারা জ্ঞাত আছে যে, অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্যে পরকালে কোনই লভ্যাংশ নেই এবং তার বিনিময়ে তারা যে আত্মা বিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট যদি তারা তা জানতো! যদি তারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করত ও ধর্মভীরু হত, তবে আল্লাহ্র নিকট হতে কল্যাণ লাভ করত যদি তারা এটা বুঝত' *(বাক্বারাহ ১০২-১০৩)*।

সুলায়মান (আঃ)-এর যাদু করা সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উপরোক্ত আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে পাঠান এবং তাঁর সন্তানেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নাফরমানী করতে থাকে, তখন ফেরেশতাগণ পরস্পর বলাবলি করেন, দেখ এরা কত দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং এরা কতই না অবাধ্য! আমরা এদের স্থলে থাকলে কখনও আল্লাহ্র অবাধ্য হতাম না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলেন, তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতাকে নিয়ে এসো আমি তাদের মধ্যে মানবীয় প্রবৃত্তি সৃষ্টি করতঃ তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিব। তারপরে দেখা যাক তারা কি করে? তারা তখন হারূত ও মারূতকে হাজির করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে মানবীয় প্রবৃত্তি সৃষ্টি করতঃ তাদেরকে বলেন, বানী আদমের নিকট তো আমি নবীদের মাধ্যমে আমার আহকাম পৌঁছিয়ে থাকি, কিন্তু তোমাদেরকে মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং আমি বলে দিচ্ছি আমার সাথে কাউকেও শরীক করবে না, ব্যভিচার করবে না এবং মদ্যপানও করবে না। তখন তারা দু'জন পৃথিবীতে আসলেন। তাদেরকে

পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যুহরাকে একটি সুন্দরী নারীর আকারে তাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। তারা তাকে দেখেই বিমোহিত হয়ে পড়ে এবং তার সাথে ব্যভিচার করার আশা পোষণ করে। তখন যহুরা বলে তোমরা যদি আমাকে ইসমে আযম শিখিয়ে দাও তাহলে আমি রাযী হব। তারা বলে আমাদের দ্বারা হবে না। সে চলে যায়। আবার সে এসে বলে, আমি তোমাদের আশা পূর্ণ করব তোমরা যদি একজন ছেলেকে হত্যা কর। তারা এটাও প্রত্যাখ্যান করে। সে আবার আসে এবং বলে, আচ্ছা এই মদ পান করে নাও। তারা ওটাকে ছোট পাপ মনে করে তাতে সম্মত হয়ে যায়। তখন তারা নেশায় উন্মত্ত হয়ে ব্যভিচারও করে বসে এবং শিশুটিকে হত্যা করে ফেলে। তাদের চৈতন্য ফিরে আসলে ঐ স্ত্রীলোক তাদেরকে বলে, যে কাজগুলো করতে তোমরা অস্বীকৃতি জানিয়েছিলে তা সবই করে ফেলেছ। তারা তখন লজ্জিত হয়। তাদেরকে দুনিয়ার শাস্তি বা আখেরাতের শাস্তির যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হয়। তারা দুনিয়ার শাস্তি পসন্দ করে। ছহীহ ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ, তাফসীর-ইবনু মিরদুওয়াই এবং তাফসীর ইবনে জারীরে এ হাদীছটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, যুহরা একটি স্ত্রীলোক ছিল। সে ফেরেশতাদের সাথে শর্ত করে বলেছিল, তোমরা আমাকে ঐ দো'আটি শিখিয়ে দাও যা পড়ে তোমরা আকাশে উঠে থাক। তারা তাকে তা শিখিয়ে দেয়। সে এটা পড়ে আকাশে উঠে যায় এবং তথায় তাকে তারকায় রূপান্তরিত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, যখন এই ফেরেশতাদ্বয় হতে এ অবাধ্যতা প্রকাশ পায় তখন অন্যান্য ফেরেশতাগণ স্বীকার করেন যে, বানী আদম আল্লাহ্ পাক হতে দূরে রয়েছে এবং তাঁকে না দেখেই ঈমান এনেছে। সুতরাং তাদের ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটা সুলায়মান (আঃ)-এর যুগের ঘটনা। এ স্ত্রীলোকটি তার স্বামীর বিরুদ্ধে একটি মোকাদ্দামা এনেছিল। যখন তারা তার সাথে অসৎ কাজের ইচ্ছা করে, তখন সে বলে যদি আগে আমাকে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে ফায়ছালা দাও, তবে আমি সম্মত আছি। তারা তাই করে। পুনরায় সে বলে, তোমরা যা পড়ে আকাশে উঠে থাক ও যা পড়ে নীচে নেমে আস ওটাও আমাকে শিখিয়ে দাও। তারা ওটাও তাকে শিখিয়ে দেয়। সে ওটা পাঠ করে আকাশে উঠে যায়। কিন্তু নীচে নেমে আসার দো'আ ভুলে যায়। সেখানেই তার দেহকে তারকায় রূপান্তরিত করা হয়।

মুজাহিদ বলেন, প্রথমে কিছুদিন ফেরেশতারা ভাল ছিল, ন্যায়বিচার করত ও সন্ধ্যার পর আকাশে উঠে যেত। অতঃপর যুহরাকে দেখে তাদের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। যুহরা তারকাকে একটি সুন্দরী স্ত্রীর আকৃতিতে তাদের নিকট

পাঠিয়ে দেয়া হয়। মোটকথা, হারূত ও মারূতের এ ঘটনা তাবেঈগণের মধ্যেও বহু লোক বর্ণনা করেছেন। যেমন মুজাহিদ, সুদ্দী, হাসান বছরী, মুকাতিল বিন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখ। আমাদের ঈমান আনা আবশ্যক যে, যেটুকু কুরআন মাজীদে আছে, সেটুকুই সঠিক। আর প্রকৃত অবস্থা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন।

আয়েশা (রাঃ) হতে একটি দুর্বল সূত্রে বর্ণিত, রাসূলের মৃত্যুর পর জানদাল হতে একটি মহিলা তাঁর খোঁজে আগমন করে। মৃত্যুর সংবাদ শুনে সে উদ্বিগ্ন হলে কারণ জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, আমার ও আমার স্বামীর মধ্যে প্রায়ই বিবাদ লেগে থাকত। এক বুড়ির কাছে এর সমাধান চাইলে সে রাত্রে আমার নিকট দু'টি কুকুর নিয়ে আগমন করল। একটির উপর সে আরোহণ করে এবং অপরটির উপর আমি আরোহণ করি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা দু'জন বাবেলে চলে যাই। তথায় গিয়ে দেখি যে, দু'টি লোক শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় লটকানো রয়েছে। ঐ বৃদ্ধা আমাকে বলে, তাদের নিকট যাও এবং বল, আমি যাদু শিখতে এসেছি। আমি তাদেরকে একথা বললে, তারা বলে জেনে রেখ আমরা পরীক্ষার মধ্যে রয়েছি। তুমি যাদু শিক্ষা কর না, যাদু শিক্ষা করা কুফরী। আমি বলি, শিখব। তারা বলে, আচ্ছা তাহলে যাও ঐ চুল্লীর মধ্যে প্রস্রাব করে চলে এস। আমি গিয়ে প্রস্রাবের ইচ্ছে করি, কিন্তু ভয়ে তা হল না। ফিরে এসে বলি আমি কাজ সেরে এসেছি। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি দেখলে? আমি বলি, কিছুই না। তারা বলে, তুমি ভুল বলছ। এখন পর্যন্ত তুমি বিপথে চালিত হওনি। তোমার ঈমান ঠিক আছে, তুমি এখনও ফিরে যাও; কুফরী কর না। আমি বলি, আমাকে যে যাদু শিখতেই হবে। তারা পুনরায় আমাকে ঐ চুল্লীতে প্রস্রাব করে আসতে বলল। আবারও গিয়ে ভয়ে ফিরে এসে একই প্রশ্নোত্তর হয়। পরে সাহস করে প্রস্রাবে বসলে দেখি, একজন লোক মুখের উপর পর্দা ফেলে আকাশের উপর উঠে গেল। আমি ফিরে এসে তাদের নিকট এটা বর্ণনা করি। তারা বলে হ্যাঁ, এবার তুমি সত্য বলেছ। ওটা তোমার ঈমান ছিল, যা তোমার মধ্য হতে বেরিয়ে গেল। এখন চলে যাও। আমি ঐ বৃদ্ধাকে বলি তারা আমাকে কিছুই শিক্ষা দেয়নি। সে বলল, আর কিছুই লাগবে না; সবই হয়ে গেছে। এখন যা বলবে তাই হবে। পরীক্ষামূলকভাবে একটি গমের দানা নিয়ে মাটিতে ফেলে বলি, গাছ হও তাই হয়ে গেল। ডাল হতে বললে, তাই হয়। শুকিয়ে যেতে বললে, শুকিয়ে যায়। বলি, পৃথক পৃথক দানা হয়ে যাও, তাই হয়। আটা হতে বললে, তাই হয়। রুটি হতে বললে, রুটি হয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে আমি খুবই লজ্জিত হই এবং ঈমান না থাকার কারণে ভীত হয়ে যাই। আমাকে পবিত্র করুন হে উম্মুল মুমিনীন! এখন আমি কি করব? এ কথা বলেই সে পুনরায় কাঁদতে লাগলো। ছাহাবীগণ পরামর্শ করে তাকে বলেন, তুমি এ কাজ আর করবে না, আর তুমি তওবা করবে *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১-২-৩/৩৩৭-৩৪১)*।

সুলায়মান ও হুদহুদ পাখির কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ.

অনুবাদ: 'সুলায়মান পক্ষীকুলের সন্ধান নিল এবং বলল, ব্যাপার কি? হুদহুদকে দেখছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি? সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবেহ করব' *(নামল ২০-২১)*।

সুলায়মান ও হুদহুদ পাখি সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : একদিন সুলায়মান (আঃ) এক জঙ্গলে পানির খোঁজ করার জন্য হুদ হুদ পাখির সন্ধান নেন। হুদহুদ উপস্থিত না থাকায় তিনি বলেন, সে কি পাখিদের মধ্যে কোন জায়গায় লুকিয়ে আছে? না আসলেই সে অনুপস্থিত? ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর কথা শুনে নাফে' খারেজী বলেন, হে ইবনু আব্বাস (রাঃ)! আপনি তো হেরে গেলেন। কারণ আপনি তো বলছেন, হুদহুদ পাখি মাটির নীচের পানি দেখতে পায়। কিন্তু কি করে এটা সত্য হতে পারে? ছেলেরা জাল বিছিয়ে তা মাটি দ্বারা ঢেকে ওর উপর দানা নিক্ষেপ করে হুদহুদ পাখিকে শিকার করে থাকে। যদি সে যমীনের নীচের পানি দেখতে পেলে যমীনের উপরের জাল দেখতে পায় না কেন? তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, তুমি মনে করবে যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) নিরুত্তর হয়ে গেছেন? এরূপ ধারণা তুমি না করলে তোমার প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করতাম না। জেনে রেখ, যখন মৃত্যু এসে যায়, তখন চক্ষু অন্ধ হয়ে যায় এবং জ্ঞান লোপ পায়। আব্দুল্লাহ রাযী (রহঃ) আল্লাহর অলী ছিলেন। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত ছিয়াম রাখতেন। আশি বছর বয়সে তাঁর এক চোখ নষ্ট হয়ে যায়। সুলায়মান ইবনু যায়েদ (রহঃ) তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু এর পিছনে লেগে থাকার কারণে একদিন বলতে বাধ্য হন। তিনি বলেন, শোন- দু'জন খুরাসানী দামেশকের পার্শ্ববর্তী 'বায়যাহ' নামক একটি শহরে আমার নিকট আগমন করে এবং আমাকে অনুরোধ করে যে, আমি যেন তাদেরকে 'বায়যাহ' উপত্যকায় নিয়ে যাই। আমি তখন তাদেরকে সেখানে নিয়ে গেলাম। তারা অঙ্গার ধানিকাসমূহ বের করল এবং তাতে চন্দন কাঠ জ্বালিয়ে দিল। এর ফলে সারা উপত্যকা সুগন্ধে ভরপুর হয়ে গেল এবং চতুর্দিকে হতে সেখানে সাপ আসতে লাগল। কিন্তু তারা বেপরোয়াভাবে সেখানে বসেই থাকল। কোন সাপের

দিকেই তারা ভ্রুক্ষেপও করল না। অল্পক্ষণ পরে একটি সাপ আসল, যা এক হাত বরাবর ছিল। তার চক্ষুগুলো সোনার ন্যায় জ্বলজ্বল করছিল। এতে তারা খুবই খুশী হল এবং বলল, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, আমাদের এক বছরের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। অতঃপর সাপটিকে ধরে ওর চোখে শলাকা ঘুরিয়ে দিল এবং নিজেদের চোখে ঐ শলাকা ঘুরাল। আমি তখন তাদেরকে বললাম, আমার চোখেও এই শলাকা ঘুরিয়ে দাও। তারা অস্বীকৃতি জানাল। কিন্তু আমার পীড়াপীড়িতে শেষে সম্মত হল এবং আমার চোখে শলাকা ঘুরিয়ে দিল। তখন আমি তাকিয়ে দেখি, যমীন যেন আমার একটি শীশার মত। যমীনের উপরের জিনিস আমি যেমন দেখছিলাম, ঠিক তেমনই যমীনের নীচের জিনিসও দেখতে পাচ্ছিলাম। অতঃপর তারা আমাকে বলল, আচ্ছা আপনি আমাদের সাথে কিছু দূর চলুন। আমি তখন তাদের কথামত তাদের সাথে চলতে থাকলাম। যখন আমরা জনপদ হতে বহু দূরে চলে গেলাম, তখন তারা দু'জন আমাকে দু'দিক থেকে ধরে নিল এবং একজন আমার চোখে আঙ্গুল ভরে দিয়ে আমার চোখ উঠিয়ে নিল এবং তা ফেলে দিল। তারপর আমাকে তারা বেঁধে সেখানে রেখে চলে গেল। ঘটনাক্রমে সেখান দিয়ে এক যাত্রীদল যাচ্ছিল। তারা আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে, আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাকে বন্ধনমুক্ত করল। অতঃপর আমি সেখান হতে চলে আসলাম। আমার চক্ষু নষ্ট হওয়ার কাহিনী এটাই *(ইবনে কাছীর, ১৫/৪০১-৪০৩)*।

বিলকীস ও সুলায়মান (আঃ)-এর কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

إِنِّيْ وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ.

অনুবাদ : 'আমি এক নারীকে দেখলাম যে তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন' *(নামল ২৩)*।

বিলকীস ও সুলায়মান (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

অত্র আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : হুদহুদ বলল, আমি সাবা নামক একটি দেশ থেকে আসলাম। একজন নারী তাদের উপর রাজত্ব করছে। তার নাম ছিল বিলকীস বিনতে শারহীল। সে ছিল সাবা দেশের মহিলা রাজা। কাতাদা বলেন, তার মা জিন্নিয়্যাহ নারী ছিল। তার পায়ের পিছন ভাগ চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষুরের মত ছিল। অন্য এক বর্ণনায় আছে, বিলকীসের মায়ের নাম ছিল ফারিয়া। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, বিলকীসের দু'জন মায়ের একজন ছিল জিন্নিয়্যাহ। তাফসীরে খাযেনে

আছে, বিলকীসের পিতা শারাহীল আশ-পাশের সমস্ত রাজাদেরকে বলেছিল, তোমরা কেউ আমার সমকক্ষ নও এবং তাদের মধ্যে কারো পরিবারে বিবাহ করতে অস্বীকার করে। পরে সে জিনদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। জিনেরা তাদের একটি মেয়ের সাথে বিবাহ দেয়। যার নাম রায়হানা বিনতে সাকান। তার জিনদের নিকটে পৌঁছার এবং তাদের বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার কারণ হচ্ছে, সে খুব শিকারী ছিল, সে একদা জিনদের শিকার করে। এ অবস্থায় জিনগুলি হরিণের আকৃতিতে ছিল। তারপর বিলকীসের পিতা তাদেরকে ছেড়ে দেয়। জিনের রাজা তার সামনে প্রকাশ হয়ে তার খুব শুকরিয়া আদায় করে। তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে। তারপর সে তার বোনকে বিবাহ দেয়। একথাও বলা হয়েছে যে, একদা বিলকীসের পিতা শিকার করার উদ্দেশ্যে বের হয়। পথে দু'টি সাদা ও কাল সাপকে লড়াই করতে দেখে। কাল সাপটি সাদা সাপের উপর জয়ী হয়ে গেল। তখন সে কাল সাপটি হত্যা করল এবং সাদা সাপটি নিয়ে গিয়ে তার উপর পানি ঢেলে তার চেতনা ফিরিয়ে তাকে ছেড়ে দিল। সে বাড়ী ফিরে ঘরে একাই বসে আছে। হঠাৎ দেখল তার পাশে একজন সুন্দর যুবক। এতে বিলকীসের পিতা ভয় পেল। সুন্দর যুবক বলল, ভয় করবেন না আমি ঐ সাদা সাপ আপনি আমাকে পানি ঢেলে জীবিত করেছেন। আর কাল সাপ যাকে আপনি হত্যা করেছেন, সে আমাদের দাস। সে আমাদের প্রতি সীমালংঘন করেছে এবং আমাদের অনেককে হত্যা করেছে। তারপর সে জিন বিলকীসের পিতাকে অনেক টাকা দিতে চাইল। সে বলল, আমার টাকার কোন প্রয়োজন নেই। তবে তোমার কোন মেয়ে থাকলে আমার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও। তারপর সে তার মেয়ের সাথে তার বিবাহ দিয়ে দেয়। এই স্ত্রীর একটি মেয়ে জন্ম নেয়, যার নাম বিলকীস *(রূহুল মা'আনী, ১৯/২৮১-২৮২)*।

বিলকীসের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অনুবাদ: 'তাকে বলা হল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে ওটা দেখল, তখন সে ওটাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং তার উভয় পায়ের গোছা প্রকাশ করল। সুলায়মান (আঃ) বলল, স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম। আমি সুলায়মানের সাথে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করলাম' *(নামল ৪৪)*।

বিলকীস সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

ইবনু জারীর (রাঃ) বলেন, সুলায়মান (আঃ) বিলকীসকে বিবাহ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কেউ তাঁকে বলল, বিলকীসের দু'পা হচ্ছে গাধার খুরের ন্যায়। তার দু'পায়ের গোছা লোমে পূর্ণ। তিনি তার সম্প্রদায়কে একটি প্রাসাদ বানাতে বললেন, এমনভাবে যাকে দেখে পানি মনে করে। সে পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে তার পায়ের গোছা প্রকাশ করবে। তাই করা হল। বিলকীস প্রাসাদে আসার সময় তাকে পানি মনে করে পায়ের গোছা প্রকাশ করল, তখন সুলায়মান (আঃ) দেখলেন যে, বিলকীস, পা ও গোছার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। তবে তিনি তার পায়ের গোছায় লোম দেখলেন। তিনি তা অপছন্দ করলেন। এ বিষয়ে তিনি মানুষের সাথে পরামর্শ করলেন। কিভাবে তার পায়ের লোম দূর করা যায়। তারা ব্লেডের পরামর্শ দিল। তখন বিলকীস বলল, আমি লোহা কোনদিন স্পর্শ করিনি। আর সুলায়মান বিষয়টি অপসন্দ করলেন। কারণ এতে তার পায়ের গোছা কেটে যেতে পারে। তিনি জিনের নিকট পরামর্শ চাইলেন। জিনেরা বলল, এ বিষয়ে আমরা কিছু জানি না। তখন তিনি শয়তানদের জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, আমরা আপনার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করব। যেন তিনি সাদা চাঁদির মত চকচকে হয়ে যায়। এ বলে তারা ক্রিম ও গোসল খানার ব্যবস্থা করল। সেদিন হতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য ক্রিম ও গোসলখানার ব্যবস্থা হয়।

অন্য বর্ণনায় আছে, শয়তান ভয় করেছিল যে, সুলায়মান তাকে বিবাহ করলে, তার কোন সন্তান হতে পারে। তারা তার ইবাদতে ব্যস্ত থাকবে। সেজন্য তারা সুলায়মানের জন্য এ প্রাসাদ তৈরী করেছিল। বিলকীস তাকে পানি মনে করে পায়ের গোছা প্রকাশ করে পার হওয়ার ইচ্ছা করেছিল। তখন সুলায়মান দেখলেন তার পায়ে লোম রয়েছে। তিনি জিনের সাথে পরামর্শ করলেন, কিভাবে তার পায়ের লোম দূর করা যায়। শয়তান তাঁর জন্য ক্রিমের ব্যবস্থা করল। *(এসব বানাওয়াট কাহিনী। মূলতঃ সুলায়মান (আঃ) বিলকীসের সম্মানে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন।)*

পৃথিবী সৃষ্টির কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيْعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

অনুবাদ : ‘তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনসংযোগ করেন, অতঃপর সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী’ *(বাক্বারাহ ২৯)*।

পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ), ইবনু আব্বাস (রাঃ) এবং আরও অনেক ছাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্র আরশ পানির উপরে ছিল। এর পূর্বে তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। অতঃপর যখন তিনি অন্যান্য জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি পানি হতে ধূম্র বের করেন এবং সেই ধূম্র উপরে উঠে যায়। তা হতে তিনি আকাশ সৃষ্টি করেন। তারপর পানি শুকিয়ে যায় এবং ওকে তিনি যমীনে পরিণত করেন। পরে পৃথকভাবে সাতটি যমীন করেন। রোববার ও সোমবার এই দু’দিনে সাতটি যমীন নির্মিত হয়। যমীন আছে মাছের উপরে। মাছ ওটাই যার বর্ণনা কুরআন মাজীদের সূরা ক্বলমে রয়েছে। মাছ আছে পানির উপরে আর পানি আছে ‘সাফাতের’ পিঠের উপর এবং সাফাত আছে ফেরেশতার পিঠের উপর এবং ফেরেশতা আছেন পাথরের উপর। এটা ঐ পাথর, যার বর্ণনা লোক্বমান(আঃ) করেছেন। পাথরটি আছে, বাতাসের উপর। আসমানেও নেই, যমীনেও নেই। যমীন কাঁপতে থাকলে আল্লাহ্ তার উপর পাহাড় স্থাপন করেন, তখন তা থেমে যায়। আল্লাহ্র এ কথার অর্থ এটাই ‘আমি ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যেন তা তাদেরকে নিয়ে টলমল করতে না পারে’। পাহাড়, যমীনে উৎপাদিত শস্য এবং যমীনের প্রত্যেকটি জিনিস মঙ্গল ও বুধ এই দু’দিনে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তা হতে সাতটি আকাশ নির্মাণ করেন। এটা বৃহস্পতি ও শুক্রবার এই দু’দিনে নির্মিত হয়। শুক্রবার আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণ কার্য জমা বা একসাথে হয়েছিল বলে তাকে জুমা‘আ বলা হয়েছে। আকাশে তিনি ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেন, যার জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কারও নেই। দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেন এবং ওগুলোকে শয়তান হতে নিরাপত্তা লাভের মাধ্যম বানিয়ে দেন। এসব সৃষ্টি করার পর বিশ্বপ্রভু আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত হন।

ছহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার হাত ধরে বলেন যে, আল্লাহ্ তা‘আলা মাটি সৃষ্টি করেছেন শনিবারে, পাহাড় রোববারে, বৃক্ষরাজি সোমবারে, খারাপ জিনিসগুলো মঙ্গলবারে, আলো বুধবারে, জীবজন্তু বৃহস্পতিবারে এবং আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন শুক্রবারে আছরের পর থেকে নিয়ে রাত পর্যন্ত। এ হাদীছটি গারাইবে মুসলিমের মধ্যে রয়েছে। অনেক ইমামই এর সমালোচনা করেছেন। বিবরণটি কুরআনের বিপরীত। কারণ

এতে পৃথিবী সৃষ্টি করতে সময় লাগে ৭দিন। অথচ কুরআনে ছয় দিনের কথা আছে *(বাংলা তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১, ২, ৩/২১৪-২১৬ পৃঃ)*। কাজেই এ তাফসীর ঠিক নয়।

নদী-সাগর, চন্দ্র-সূর্য, ছায়াপথ ও রংধনুর কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً.

অনুবাদ : ‘আমি রাত্রি ও দিবসকে করেছি দু’টি নিদর্শন ও রাত্রিকে করেছি আলোকহীন এবং দিবসকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার। আর আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি’ *(বানী ইসরাঈল ১২)*।

নদী-সাগর, চন্দ্র-সূর্য, ছায়াপথ ও রংধনু সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : (১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর আরশের নূর হতে দু’টি সূর্য তৈরী করেছিলেন। তিনি একটাকে সূর্য হিসাবে রেখেছেন, যার পরিধি পূর্ব-পশ্চিম ঘিরে গোটা পৃথিবীর সমপরিমাণ। আর যে সূর্যটি চন্দ্র মনে করে সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে তিনি সূর্যের চেয়ে ছোট করে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তার আলো কমিয়ে দিয়ে চন্দ্রে পরিণত করেন। সূর্যকে ছোট দেখা যায় যমীন থেকে খুব দূরে থাকার কারণে। যে সূর্যটিকে চন্দ্র করেছেন, তাকে সূর্য হিসাবে রেখে দিলে রাত-দিন বুঝা যেত না। ছিয়াম পালনকারী ছিয়াম পালন করতে পারত না। পৃথিবীর মুসলমান তাদের হজ্জের সময় বুঝতে পারত না। দিন, মাস ও বছরের হিসাব করা যেত না। এজন্য আল্লাহ্ জিবরাঈল (আঃ)-কে সূর্যের মুখের উপর তিনবার ডানা ফিরানোর জন্য আদেশ করেন। জিবরাঈল (আঃ) আদেশ পালন করেন। এতে ঐ সূর্যটির আলো মিটে যায় এবং নূর বাকী থাকে। আর এটাই হল চন্দ্র। আল্লাহ্ বলেন, লক্ষ্য কর আমরা রাত ও দিনকে দু’টি নিদর্শন স্বরূপ সৃষ্টি করেছি। রাতকে আলোহীন। আর দিনকে উজ্জ্বল করেছি। যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং মাস ও বছরের হিসাব জানতে পার *(ইসরা ১২)*। *(আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে অত্র হাদীছটি জাল (মওযূ‘আতে জাওযী ১/১৩৯)*।

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ পশ্চিম সমুদ্র এবং পূর্ব সমুদ্রের সাথে কথা বললেন। পশ্চিম

সমুদ্রকে বললেন, আমি তোমার উপর আমার কতগুলি বান্দাকে আরোহণ করাব তুমি তাদের সাথে কেমন আচরণ করবে? সমুদ্র বলল, আমি তাদের ডুবিয়ে দিব। আল্লাহ্ বললেন, তোমার বাহাদুরী তোমার সব স্থানে। তারপর তাকে স্বর্ণ ও শিকার থেকে বঞ্চিত করেন। তারপর আল্লাহ্ পূর্ব সমুদ্রকে বললেন, তোমার উপর আমার কতক বান্দাকে আরোহণ করাব। তুমি তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করবে? সমুদ্র বলল, আমি তাদেরকে আমার হাতের উপর রাখব। আমি তাদের জন্য এমন হব, পিতা যেমন ছেলের জন্য। তারপর আল্লাহ্ তাকে স্বর্ণ ও শিকার প্রদান করলেন *(এ হাদীছটি জাল। দ্রঃ বিদায়া ১/৫৪-৫৫)*।

(৩) ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ এক হাজার মাখলূক সৃষ্টি করেন। তার ছয় শত আছে সমুদ্রে আর চার শত আছে স্থলে। এ প্রাণীগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ধ্বংস হবে টিড্ডি। তারপর ধারবাহিকভাবে ধ্বংস হতে থাকবে, যেমনভাবে তাসবীহ দানার সূতা ছিড়ে গেলে দানাগুলি ধারাবাহিকভাবে পড়তে থাকে। *(এ হাদীছটি জাল। দ্রঃ বিদায়া ১/৬০)*।

(৪) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আযকে লক্ষ্য করে বলেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে আহলে কিতাবদের নিকটে পাঠাচ্ছি, তোমাকে যদি আকাশের ছায়াপথের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তুমি বলবে আকাশের ছায়াপথ হচ্ছে আরশের নীচের সাগরনালা। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি আহলে কিতাবদের নিকটে যাচ্ছ, তারা যদি তোমাকে আকাশের ছায়াপথ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তুমি তাদের বলে দিও আকাশের ছায়াপথ হচ্ছে আরশের নীচের আজদহা সাপের ঘাম। *(এ হাদীছদ্বয় জাল। দ্রঃ মওযূ'আতে জাওযী, ১/১৪২ ও ৪৩ পৃঃ)*।

(৫) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, রংধনু যদি বছরের প্রথমে দেখা দেয়, তাহলে বছর হবে সুজলা-সুফলা অর্থাৎ সম্পদে ভরা। আর রংধনু যদি বছরের শেষে দেখা দেয়, তাহলে বছরটি ধ্বংস থেকে নিরাপদে থাকবে *(এ হাদীছটি জাল। দ্রঃ মওযূ'আতে জাওযী ১/১৪৩)*।

আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْاْ أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَـا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ وَعَلَّمَ آدَمَ

الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُوْنِيْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ قَالُوْا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيْ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوْا لآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلاَّ إِبْلِيْسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ.

অনুবাদ: 'যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব, তারা বলল, আপনি কি যমীনে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যে, যারা তন্মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? আর আমরাই তো আপনার প্রশংসা করছি এবং আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকি। তিনি বললেন, তোমরা যা অবগত নও, নিশ্চয়ই আমি তা পরিজ্ঞাত আছি। তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর ফেরেশতাদের সামনে উপস্থিত করলেন; তারপর বললেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাকে এসব বস্তুর নামসমূহ অবগত করাও। তারা বলেছিল, আপনি পরম পবিত্র; আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তদ্ব্যতীত আমাদের কোনই জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি মহা জ্ঞানী বিজ্ঞানময়। তিনি বলেছিলেন, হে আদম! তুমি তাদেরকে ঐ সকল বস্তুর নামসমূহ জানাও। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে ঐগুলোর নামসমূহ জানালেন তখন তিনি বলেছিলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় অবগত? তোমরা যা প্রকাশ কর ও যা গোপন কর আমি তাও জানি। যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করেছিল। সে অগ্রাহ্য করল, অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' *(বাক্বারাহ ৩০-৩৪)*।

আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মিথ্যা তাফসীর : ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইবলীস ফেরেশতাদের একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদেরকে জিন বলা হয়। তারা অগ্নিশিখা দ্বারা সৃষ্ট ছিল। তার নাম ছিল হারিছ এবং সে জান্নাতের খাজাঞ্চি ছিল। এই গোত্রটি ছাড়া অন্যান্য সব ফেরেশতা আলো দ্বারা সৃষ্ট ছিল। আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল মাটি দ্বারা। প্রথমে জিনেরা পৃথিবীতে বাস করত। তারা বিবাদ-বিসম্বাদ ও কাটকাটি-মারামারি করতে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে ফেরেশতাদের সেনাবাহিনী দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। ওদেরকেই জ্বীন বলা হতো। ইবলীস ও তার সঙ্গীরা তাদেরকে মেরে কেটে সমুদ্রদ্বীপে এবং পর্বত

প্রান্তে তাড়িয়ে দেয়। ইবলীসের অন্তরে এই অহংকারের সৃষ্টি হয়ে গেল যে, সে ছাড়া আর কারও দ্বারা এ কার্য সাধন সম্ভব হয়নি। তার অন্তরের এ পাপ ও অহংকারের কথা একমাত্র আল্লাহ্ই জানতেন। যখন বিশ্বপ্রতিপালক বললেন, আমি যমীনে খলীফা বানাতে চাই। তখন ফেরেশতারা আরয করেছিল, আপনি এদেরকে কেন সৃষ্টি করবেন যারা পূর্বসম্প্রদায়ের মত ঝগড়া-ফাসাদ ও রক্তারক্তি করবে? তখন আল্লাহ্ উত্তর দিলেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না। অতঃপর আদম (আঃ)-এর মাটি উঠিয়ে আনা হলো। তা ছিল খুবই মসৃণ ও উত্তম। তা খামীর করা হলে আল্লাহ্ তা‘আলা তার দ্বারা আদম (আঃ)-কে স্বহস্তে সৃষ্টি করলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তা এ রকমেই পুতুলের ন্যায় ফাঁপা জিনিসের মত শব্দকারী মাটি হয়ে থাকল। অতঃপর সে মুখের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে পিছনের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসতো এবং আবার পিছন দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতো। অতঃপর সে বলল, প্রকৃতপক্ষে এটা কোন জিনিসই নয়। আমি যদি এর উপর বিজয়ী হই, তবে একে আমি ধ্বংস করে ছাড়ব এবং যদি এর শাসনভার আমার উপর অর্পিত হয় তবে আমি কখনও এটা স্বীকার করব না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা ওর মধ্যে ফুঁক দিয়ে রূহ ভরে দিলেন। রূহটা যে পর্যন্ত পৌঁছল, রক্ত-গোশত ইত্যাদি হতে থাকল। যখন রূহ নাভি পর্যন্ত পৌঁছল তখন তিনি স্বীয় শরীরকে দেখে খুশী হয়ে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ উঠার ইচ্ছে করলেন। কিন্তু রূহ তখনও নীচের অংশে পৌঁছেনি বলে উঠতে পারলেন না। এই তাড়াহুড়ার বর্ণনাই নিম্নের আয়াতে রয়েছে ‘মানুষকে অধৈর্য ও ত্রস্তরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। খুশী বা দুঃখ কোন অবস্থাতেই তার ধৈর্য নেই’। যখন রূহ শরীরে পৌঁছে গেল এবং হাঁচি এলো, তখন তিনি বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ তখন আল্লাহ্ পাক উত্তরে বলেন, يَرْحَمُكَ اللّٰهُ তারপর শুধুমাত্র ইবলীসের সঙ্গী ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্ তা‘আলা বললেন, ‘আদম (আঃ)-কে সিজদা কর’। সবাই সিজদা করলেন। কিন্তু ইবলীসের অহংকার প্রকাশ পেয়ে গেল, সে অমান্য করল এবং বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম, তার চেয়ে বয়সে বড়, তার চেয়ে আমি বেশি শক্তিশালী, সে সৃষ্ট হয়েছে মাটি দ্বারা, আমি আগুন দ্বারা। আর আগুন মাটি অপেক্ষা শক্তিশালী। তার এ অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে স্বীয় রহমত হতে বঞ্চিত করে দেন এবং এজন্যই তাকে ইবলীস বলা হয়।

তার অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে বিতাড়িত শয়তান করে দিলেন। অতঃপর তিনি আদম (আঃ)-কে মানুষ, জীবজন্তু, যমীন, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির নাম বলে দিয়ে তাঁকে ঐ সব ফেরেশতার সামনে হাযির করলেন যারা ইবলীসের সঙ্গী ছিল ও আগুন দ্বারা সৃষ্ট ছিল। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে

বললেন, তোমরা যদি এ কথায় সত্যবাদী হও যে, আমি জমিনে খলীফা পাঠাবো না, তবে তোমরা আমাকে এ জিনিসগুলোর নাম বলে দাও। যখন ফেরেশতারা দেখল, আল্লাহ্ তাদের পূর্ব কথায় অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কাজেই তারা বলল, হে আল্লাহ্! আপনি পবিত্র। আমরা আমাদের পূর্ব কথা হতে প্রত্যাবর্তন করছি এবং স্বীকার করছি যে, আমরা ভবিষ্যতের কথা জানি না। আমরা তো শুধু ঐকুটুই জানতে পারি যেটুকু আপনি আমাদেরকে জানিয়ে দেন। আমরা তো শুধু ঐটুকুই জানতে পারি যেটুকু আপনি আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। এখন আল্লাহ্ আদম (আঃ)-কে ওগুলোর নাম তাদেরকে বলে দিতে আদেশ করলেন। আদম (আঃ) তাদেরকে যেগুলোর নাম বলে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাদেরকে বললেন, হে ফেরেশতার দল! আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশ-যমীনের অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান একমাত্র আমারই আছে আর কারও নেই? আমি প্রত্যেক গোপনীয় বিষয় ঠিক ঐরূপই জানি, যেমন জানি প্রকাশ্য বিষয়সমূহ *(ইবনে কাছীর ১/১১৬ পৃঃ)*।

আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে ছহীহ হাদীছসমূহ : আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ আদম (আঃ)-কে এক মুঠ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, যে মাটি তিনি সমস্ত ভূপৃষ্ঠ হতে নিয়েছিলেন। অতএব আদম সন্তানও মাটির বিভিন্ন বর্ণ ও প্রকৃতি অনুসারে হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কাল এবং কেউ এ সকলের মধ্যবর্তী বর্ণের হয়েছে। অনুরূপ কেউ কোমল, কেউ কঠোর এবং কেউ অসৎ ও কেউ সৎ প্রকৃতির হয়েছে *(তিরমিযী হা/২৩৫৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৩০)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ আদম (আঃ)-কে তাঁর আকৃতিতেই সৃষ্টি করে বললেন, যাও ফেরেশতাদের ঐ দলটিকে সালাম কর। আর তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয় তা শ্রবণ কর। আর এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম। তখন তিনি গিয়ে বললেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ তাঁরা উত্তরে বললেন, السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাঁরা وَرَحْمَةُ اللهِ অংশটি বৃদ্ধি করল। অতঃপর নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, প্রত্যেক যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে আদমের আকৃতিতেই হবে এবং তার উচ্চতা হবে ষাট হাত। তখন হতে আদম সন্তানের উচ্চতা কমে আসছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৩)*। হাদীছদ্বয়ে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির বিবরণ দেয়া হয়েছে, যা সঠিক। এ হাদীছদ্বয়ের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, ডারুইনের মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতবাদ তথা বিবর্তনবাদ মিথ্যা, ভিত্তিহীন।

হাওয়া (আঃ)-এর মোহর সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী

ছা'আলাবী (রাঃ) বলেন, আরাইস নামক গন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে- আদম (আঃ) যখন হাওয়াকে দেখলেন তখন তাঁর দিকে হাত প্রসারিত করলেন। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আদম! আপনি থামুন। আদম (আঃ) বললেন, কেন? আল্লাহ্ তো তাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতাগণ বললেন, আপনি তার মোহর আদায় করুন। আদম (আঃ) বললেন, মোহর কি? তাঁরা বললেন, আপনি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর তিনবার দরূদ পাঠ করুন। তিনি বললেন, মুহাম্মাদ কে? তাঁর পরিচয় কি? তাঁরা বললেন, তিনি হচ্ছেন শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাঁকে সৃষ্টি না করলে, আপনাকে সৃষ্টি করা হত না *(মিথ্যা কাহিনী, মওযূ'আত, পৃঃ ১০১)*।

আদম (আঃ)-এর নাফরমানী সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

আল্লাহ্ যখন আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাতে রাখলেন, তখন গাছের ফল খেতে নিষেধ করলেন। সেই গাছের ডালগুলি ঘন এবং একটা অপরটার সাথে মিলে ছিল। ফেরেশতাগণ তার ফল খেতেন। ইবলীস তাদের পদস্খলনের ইচ্ছা করল এবং চার পা বিশিষ্ট সাপ হয়ে উটের আকৃতিতে জান্নাতে প্রবেশ করল। জান্নাতে প্রবেশ করে উটের পেট হতে ইবলীস বের হয়ে পড়ল এবং নিষেধকৃত গাছ হাওয়ার সামনে তুলে ধরে বলল, এই দেখ তার সুগন্ধি কত, কি তার স্বাদ? তার রং কতই না সুন্দর? তখন হাওয়া গাছ ধরে ফল খেয়ে নিলেন। তারপর গাছটি আদমের কাছে নিয়ে গিয়ে ঐ ভাবে বললে, তিনিও খেয়ে ফেললেন। এ কারণে তাঁরা দু'জন নগ্ন হয়ে গেলেন। আদম (আঃ) গাছের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। তখন তাঁর প্রতিপালক তাকে ডেকে বললেন, হে আদম! তুমি কোথায়? আদম বললেন, আমি গাছের মধ্যে। আল্লাহ্ বললেন, তুমি বের হবে না? আদম বললেন, আমার খুব লজ্জা হচ্ছে। এসময় আল্লাহ্ বললেন, হাওয়া তুমি আমার বান্দাকে ধোঁকায় ফেলেছ। এ কারণে গর্ভবতী হবে, গর্ভ বহণ করতে কষ্ট পাবে এবং প্রসাবের সময় মরণের মত ব্যথা পাবে। আল্লাহ্ সাপকে বললেন, তোমার ভিতরে অভিশপ্ত শয়তান প্রবেশ করার ফলে আমার বান্দা ধোঁকা খেল। তুমি অভিশপ্ত। তোমার পাগুলি তোমার পেটে ঢুকে গেল। মাটি তোমার রুযী, তুমি আদম সন্তানের শত্রু এবং তারা তোমার শত্রু *(ইবনে জারীর, মাওযূ'আত, ১০২ পৃঃ)*।

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যখন আদম (আঃ) ভুল স্বীকার করে বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! মুহাম্মাদের মর্যাদার মাধ্যমে তোমার নিকট ক্ষমা চাই। আমাকে ক্ষমা কর'। আল্লাহ্ বললেন, তুমি

মুহাম্মাদকে কিভাবে চিনলে আমি তো তাকে এখনও সৃষ্টি করিনি? আদম (আঃ) বললেন, যখন আপনি আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেন এবং আমার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেন, তখন আমি মাথা উঠিয়ে আরশের পায়ায় লেখা দেখলাম, لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّـــدُ رَّسُـــوْلُ اللهِ আমি বুঝলাম অবশ্যই সে তোমার নিকট প্রিয় বলেই তুমি তাকে তোমার নামের সাথে জড়িয়ে রেখেছো। আল্লাহ্ বললেন, আদম তুমি ঠিক বলেছ। সে আমার নিকট সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। তুমি যখন তার মাধ্যমে ক্ষমা চেয়েছ, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুহাম্মাদকে সৃষ্টি না করলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না *(হাদীছটি জাল, হাকিম হা/৪২২৮; সিলসিলা যঈফা হা/২৫; তাওয়াসসুল হা/১০৫)*।

(২) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-এর নিকট অহী করে বলেন, হে ঈসা! তুমি আমার মুহাম্মাদের উম্মত হও এবং তোমার উম্মতকে বল, যারা মুহাম্মাদকে পাবে তারা যেন তার উপর ঈমান আনে। মুহাম্মাদকে সৃষ্টি না করলে আদমকে সৃষ্টি করতাম না এবং মুহাম্মাদকে সৃষ্টি না করলে জাহান্নাম, জান্নাত সৃষ্টি করতাম না। আমি যখন আরশকে পানির উপর স্থাপন করলাম, তখন আরশ কাঁপতে লাগল। এ সময় তার উপর লিখলাম, لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّـــدُ رَّسُـــوْلُ اللهِ তখন আরশ স্থির হয়ে গেল *(হাদীছ জাল, হাকিম হা/২৪২৭)*।

(৩) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আদম এবং হাওয়া (আঃ)-কে নগ্ন অবস্থায় এক সাথে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়, তাদের উপর ছিল জান্নাতের গাছের পাতা। আদম (আঃ)-কে প্রচণ্ড রোদ লাগে। শেষ পর্যন্ত তিনি বসে কাঁদতে লাগেন এবং হাওয়াকে বললেন, হাওয়া! রোদ আমাকে কষ্ট দিল। এ সময় জিবরাঈল (আঃ) কিছু তুলা নিয়ে আসলেন এবং হাওয়াকে বললেন, তুমি এর দ্বারা সূতা বানাও। তাকে বানানো শিক্ষা দিলেন এবং আদমকেও শিখিয়ে দিলেন। তারপর আদমকে কাপড় বানানো বা তাতের কাজ শিখিয়ে দিলেন। জান্নাতে তিনি হাওয়ার সাথে মেলামেশা করেননি। তাদেরকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেয়া হল। তাঁরা প্রত্যেকেই একাকী ঘুমাতেন। জিবরাঈল (আঃ) তাদের নিকট আসলেন এবং কিভাবে স্ত্রীর নিকট যেতে হয় তা শিখিয়ে দিলেন। তিনি যখন স্ত্রীর নিকট গেলেন, তখন জিবরাঈল তাঁর নিকট এসে বললেন, আপনি আপনার স্ত্রীকে কেমন পেয়েছেন? তিনি বললেন, তাকে আমি খুব ভাল পেয়েছি *(হাদীছটি জাল, বিদায়া ১/১৩২)*।

(৪) মাসূরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন হাওয়া বাচ্চা জন্ম দিল, ইবলীস তাঁর চতুর দিকে ঘুরতে লাগল। অপর দিকে হাওয়ার ছেলে জন্ম নিত কিন্তু বাঁচত না। এ সময় ইবলীস বলল, তোমার ছেলের

নাম রাখ আব্দুল হারিছ তাহলে বেঁচে থাকবে। তিনি ছেলের নাম রাখেন আব্দুল হারিছ তখন ছেলেটি জীবিত থাকল। এটা ছিল শয়তানের অহী বা তার আদেশ *(হাদীছটি যঈফ, সিলসিলা যঈফা হা/৩৪২)*।

(৫) ওবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, যখন হাওয়া গর্ভবতী হলেন, শয়তান তাঁর নিকট আসল এবং বলল, তুমি আমার কথা মান, তোমার সন্তান জীবিত থাকবে। তুমি ছেলের নাম আব্দুল হারিছ রাখ। হাওয়া তার কথা মানলেন না। ফলে সন্তান মারা গেল। আবার গর্ভবতী হলেন। শয়তান আবার অনুরূপ বলল, হাওয়া মানলেন না। তিনি আবারও গর্ভবতী হলেন। শয়তান তাঁর নিকট আসল এবং বলল, তুমি আমার কথা মান, সন্তান নিরাপদে থাকবে। আমার কথা না মানলে সন্তান হবে চতুষ্পদ প্রাণী। হাওয়া ভয় পেয়ে গেলেন এবং তার কথা মান্য করলেন *(হাদীছটি জাল, দুররে মানছূর ৩/৫৬২ পৃঃ)*।

(৬) ইবনু জায়েদ বলেন, আদমের একটি সন্তান হল তিনি তার নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। ইবলীস তাদের নিকট এসে বলল, তোমরা তার নাম কি রেখেছ? আদম বললেন, আব্দুল্লাহ। ইবলীস তাদের বলল, আপনারা কি মনে করেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে আপনাদের নিকট রেখে দিবেন? আল্লাহ্র কসম! তিনি তাকে নিয়ে নিবেন। যেমন অন্যটা নিয়েছেন। আপনারা তার নাম রাখেন 'আবদে শামস'। তাঁরা তার নাম আবদে শামস রাখলেন। অথচ সূর্য কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ইবলীস আদমকে দু'বার ধোঁকা দিয়েছে, একবার জান্নাতে ও একবার দুনিয়াতে *(দুররে মানছূর ৩/৫৬২)। এ হাদীছগুলি সূরা আ'রাফের ১৯১নং আয়াতের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত হয়েছে। এসব মিথ্যা ও বানাওয়াট। বিস্তারিত দেখুন, দুররে মানছূর)*।

আদম (আঃ)-এর দু'ছেলের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ تَبُوْءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِيْنَ، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيْهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيْنَ.

অনুবাদ : '[হে নবী!] তুমি তাদেরকে আদমের পুত্রদ্বয়ের ঘটনা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দাও। যখন তারা উভয়েই এক একটি কুরবানী উপস্থিত করলো এবং তন্মধ্যে হতে একজনের কবূল হলো, অপরজনের কবূল হলো না। অপরজন বলতে লাগলো, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। প্রথমজন বলল, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের আমলই কবূল করে থাকেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত প্রসারিত কর, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে কখনও আমার হাত বাড়াব না। আমি তো বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি। আমি চাই যে, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের মাথায় উঠিয়ে নাও। অনন্তর তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অত্যাচারীদের শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভ্রাতৃহত্যার দিকে উদ্বুদ্ধ করে তুললো। সুতরাং সে তাকে হত্যা করেই ফেলল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর আল্লাহ্ একটি কাক প্রেরণ করলেন, যেন সে তাকে শিখিয়ে দেয় স্বীয় ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে ঢাকবে। সে বলতে লাগল, আমার প্রতি আফসোস! আমি কি ঐ কাকের সমতুল্য হবো এবং স্বীয় ভ্রাতার মৃতদেহ ঢেকে ফেলতে সক্ষম হবো? ফলে সে অত্যন্ত লজ্জিত হল' *(মায়েদাহ ২৭-৩১)*।

আদম (আঃ)-এর দু'ছেলে সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী

উপরোক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : ইবনু মাসঊদ এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ বলেন, আদম (আঃ)-এর তথা হাওয়ার এক সঙ্গে এক ছেলে এক মেয়ে জন্ম নিত। তিনি আগের ছেলের সাথে পরের মেয়ে এবং পরের ছেলের সাথে আগের মেয়ে এভাবে বিবাহ দিতেন। এমতাবস্থায় তাঁর কাবীল ও হাবীল নামক দু'জন ছেলে জন্ম নেয়। কাবীল জমি চাষ করত আর হাবীল মেষ পালন করত। দু'জনের মধ্যে কাবীল বড় ছিল। তার সাথে যে মেয়ে জন্ম নিয়েছিল সে সুন্দরী ছিল, কাবীলের বোনের চেয়ে। হাবীল কাবীলের বোনকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। কাবীল তা অমান্য করে এবং বলে, সে আমার বোন। সে আমার সাথে জন্ম নিয়েছে। সে তোমার বোনের চেয়ে সুন্দরী। আমি তাকে বিবাহ করার বেশী হকদার। তার পিতা তাকে বলেন, তার বিবাহ হবে হাবীলের সাথে। কাবীল পিতার কথাও অমান্য করে। সুন্দরী মেয়েটিকে বিবাহ করার হক্বদার কে এটা প্রমাণ করার জন্য তারা দু'ভাই আল্লাহ্র নিকট কুরবানী পেশ করল। এ সময় তাদের পিতা আদম (আঃ) অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি মক্কায় এসেছিলেন, কা'বা ঘর দেখার জন্য। আল্লাহ্ বললেন, আদম! পৃথিবীতে আমার একটি ঘর আছে, এ কথা কি তুমি জান? আদম (আঃ) বললেন, হে আল্লাহ্! আমি জানি না। মক্কায় আমার একটি ঘর আছে, তুমি সেখানে যাও। এ সময় আদম আকাশকে বললেন,

তুমি কি আমার সন্তানদেরকে হেফাযত করবে? আকাশ তা অস্বীকার করল। তারপর তিনি পাহাড়কে ঐ কথা বললেন, পাহাড় তা অস্বীকার করল। তারপর তিনি কাবীলকে ঐ কথা বললেন, তখন কাবীল বলল, হ্যাঁ ঠিক আছে। আপনি যান, আপনি ফিরে এসে আপনার পরিবার দেখে খুশী হবেন। তারপর আদম চলে গেলেন। তারা দু'জন কুরবানী পেশ করল। কাবীল হাবীলের উপর গৌরব করে বলল, আমি আমার বোনকে বিবাহ করার ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশী হক্বদার। সে আমার বোন, আর আমি তোমার চেয়ে বড়। আর আমার পিতা আমাকে পরিবার রক্ষা করার ব্যাপারে অছিয়ত করেছেন। তারপর হাবীল একটি মোটা দুম্বা কুরবানী পেশ করল। আর কাবীল এক বোঝা গমের শিষ পেশ করল। আকাশ থেকে আগুন এসে হাবীলের মেষ জ্বালিয়ে দিল, আর কাবীলের গমের শিষের বোঝাটি ছেড়ে দিল। এতে কাবীল খুব রাগ করল এবং বলল, অবশ্যই তোমাকে আমি হত্যা করব যেন তুমি আমার বোনকে বিবাহ না করতে পার। এ সময় হাবীল বলল, আল্লাহ্ পরহেযগার ব্যক্তির কুরবানী কবুল করেন *(হাদীছটি ইমাম ত্বাবারী স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেন। হাদীছটি নিতান্তই যঈফ। দ্রঃ তাফসীরে ত্বাবারী হা/১১৬৩৭)*।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, আদম (আঃ)-এর দু'ছেলেকে কুরবানীর আদেশ দেয়া হয়েছিল। দু'জনের একজন ছিল মেষ পালক। তার অনেক মেষ ছিল। সে মেষকে খুব ভালবাসত। সে তার মেষকে রাতেও নিয়ে থাকত। ভালবাসার কারণে সে তার মেষকে কাঁধে করে নিয়ে বেড়াত। এমনকি মেষের চেয়ে তার কাছে আর কোন কিছু প্রিয় ছিল না। যখন তাদের দু'জনকে কুরবানী করতে বলা হল। তখন হাবীল তার প্রিয় মেষটি কুরবানী দিল। আল্লাহ্ তার কুরবানী কবুল করলেন। আল্লাহ্ মেষটি তখন থেকেই জান্নাতে লালন-পালন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত মেষটি ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানের বিনিময়ে কুরবানী করা হয় *(হাদীছটি নিতান্তই যঈফ। দ্রঃ ত্বাবারী হা/১১৬২৬)*।

আলী ইবনু হুসায়েন বলেন, আদম (আঃ) কাবীল এবং হাবীলকে বললেন, আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ করলেন যে, আমার যে সন্তান কুরাবানী করবে আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। কাজেই তোমরা দু'জন কুরবানী কর। যখন তোমাদের দু'জনের কুরবানী কবুল করবে, তখন আমার চক্ষু শীতল হবে। এ সময় তারা দু'জন কুরবানী পেশ করল। হাবীল মেষ পালন করত। সে একটি মেষ কুরবানী করল। আর এটা ছিল তার সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। কাবীল শস্য চাষ করত। সে তার শ্রমের কিছু শস্য পেশ করল। আদম (আঃ) তাদের দু'জনের কুরবানী সহ তাদেরকে নিয়ে এক পাহাড়ে উঠলেন। পাহাড়ের উপর তাদের কুরবানীর জিনিস রেখে দিলেন। তিনি তাদের দু'জনকে নিয়ে বসে

গেলেন। তারা দু'জন দেখবে তাদের কুরবানী কিভাবে কবুল হয়। তখন আল্লাহ্ আগুন পাঠালেন। আগুন তাদের দু'জনের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে কুরবানীর নিকটবর্তী হল এবং হাবীলের কুরবানী উঠিয়ে নিল। আর কাবীলের কুরবানী রেখে দিল। তারা সকলেই ফিরে গেল। আদম বুঝতে পারলেন কাবীল হাবীলের উপর অসন্তুষ্ট। আদম বললেন, কাবীল আল্লাহ্ তোমার কুরবানী কবুল করেননি। তখন কাবীল বলল, আপনি হাবীলকে ভালবাসেন। আপনি তার কুরবানীর উপর রহমতের দো'আ করেছেন। এজন্য তার কুরবানী কবুল করা হয়েছে, আর আমার কুরবানী ফেরত দেওয়া হয়েছে। এ সময় কাবীল হাবীলকে বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব, যেন আমি তোমার থেকে মুক্তি পাই। পিতা তোমার জন্য, তোমার কুরবানীর জন্য দো'আ করেছেন। এজন্য তোমার কুরবানী কবুল করা হয়েছে। মাঝে-মধ্যেই সে তাকে হত্যার অঙ্গীকার করত। একদা হাবীল সন্ধ্যার সময় বাইরে ছাগল নিয়ে আটকা পড়ে। আদম (আঃ) বললেন, কাবীল তোমার ভাই কোথায় দেখ তো? কাবীল বলল, আপনি কি আমাকে তার রক্ষক হিসাবে পাঠাবেন? আমি জানি না সে কোথায়? আদম (আঃ) তাকে বললেন, যাও তোমার ভাইকে খুঁজে নিয়ে আস। কাবীল মনে মনে বলল, রাতে আমি তাকে হত্যা করব। সে একটি লোহার ছুরি হাতে নিল এবং হাবীলের ফেরার সময় রাস্তায় সামনা সামনি হল।

অতঃপর বলল, হাবীল তোমার কুরবানী কবুল করা হয়েছে, আর আমার কুরবানী ফেরত দেয়া হয়েছে। অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। হাবীল বলল, আমি আমার উত্তম মাল কুরবানী করেছি, আর তুমি তোমার খারাপ মাল কুরবানী করেছ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পবিত্র মাল কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরহেযগার মানুষের কুরবানী কবুল করেন। এতে কাবীল খুবই ক্ষুব্ধ হল এবং তাকে ছুরি দ্বারা আঘাত করল। এ অবস্থায় হাবীল বলল, তোমার ক্ষতি হোক, তুমি আল্লাহ্র সামনে কি উত্তর দিবে? আল্লাহ্ তোমার কর্মের কি প্রতিদান দিবেন? তাকে হত্যা করে যমীনের এক গর্তে ফেলে দিল এবং তার উপর কিছু মাটি চাপিয়ে দিল। *(হাদীছটি যঈফ। দ্রঃ তাহক্বীক্ব ইবনে কাছীর, মায়েদা ২০-২১ আয়াতের তাফসীর)*।

পূর্বের বিদ্বানগণ বলেন, আদম (আঃ) তার ছেলে কাবীলকে বলেন, তোমার বিবাহ হবে হাবীলের বোনের সাথে আর হাবীলের বিবাহ হবে তোমার বোনের সাথে। হাবীল এ প্রস্তাব মেনে নেয় এবং সন্তোষ প্রকাশ করে। কাবীল প্রস্তাব অস্বীকার করে এবং অসন্তোষ প্রকাশ করে। কাবীল বলে, আমাদের জন্ম জান্নাতে আর হাবীল ও তার বোনের জন্ম পৃথিবীতে। কাজেই আমি আমার বোনকে বিবাহ করার বেশী হক্বদার। কাবীলের বোন ছিল খুব সুন্দরী। সে তাকে খুব ভালবাসত

এবং সে তাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করেছিল। আদম বললেন, কাবীল তোমার জন্য তোমার বোন হালাল নয়। কাবীল তার পিতার আদেশ অস্বীকার করল। আদম (আঃ) তাকে বললেন, তোমরা কুরবানী পেশ কর। যার কুরবানী কবুল করা হবে, সেই তাকে বিবাহ করবে। কাবীল গম কুরবানী পেশ করল আর হাবীল মোটাতাজা মেষ পেশ করল। আল্লাহ্ সাদা আগুন পাঠালেন, যা হাবীলের কুরবানীকে খেয়ে নিল এবং কাবীলের কুরবানীকে রেখে দিল *(ত্বাবারানী, হাদীছটি যঈফ। দ্রঃ তাহক্বীক্ব ইবনে কাছীর ২৩নং আয়াতের অধীনে)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আদমের দু'সন্তান একদিন বলল, আমরা কুরবানী করি আল্লাহ্ আমাদের উপর খুশী হবেন। কারণ মানুষ যদি কুরবানী করে আর আল্লাহ্ যদি তার উপর খুশী হন, তাহলে আগুন পাঠানো হয় এবং সে আগুন ঐ কুরবানী খেয়ে নেয়। আর আল্লাহ্ কুরবানীর উপর খুশী না হলে, আগুন এসে নিভে যায়। তাদের দু'জনের একজন মেষ রাখাল, অপর জন কৃষক ছিল। মেষপালক উত্তম মোটাতাজা মেষ কুরবানী দিল। আর অপরজন কিছু শস্য কুরবানী দিল। আগুন এসে মেষ খেয়ে নিল এবং গমগুলি ছেড়ে দিল। কাবীল হাবীলকে বলল, রাস্তায় চলার সময় মানুষ জানবে যে, তোমার কুরবানী কবুল হয়েছে আর আমার কুরবানী কবুল হয়নি। মানুষ তোমাকে ও আমাকে দেখবে। আর তুমি আমার চেয়ে উত্তম হয়ে থাকবে, তা হবে না। অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। হাবীল বলল, আমার কোন গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরহেযগার মানুষের কুরবানী কবুল করেন *(ত্বারী, হাদীছটি যঈফ। দ্রঃ মায়েদাহ ২০নং আয়াতের তাফসীর)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদা কাবীল পাহাড়ের উপর আসল, যেখানে হাবীল ছাগল চরাত। দেখল সে ঘুমিয়ে আছে। একটি পাথর তার মাথার উপর মারল। তাতে মাথা চৌচির হয়ে গেল এবং মারা গেল। কাবীল তাকে তৃণবিহীন প্রান্তরে ফেলে চলে আসল *(ত্বারী, হাদীছটি যঈফ। দ্রঃ মায়েদাহ ২০নং আয়াতের তাফসীর)*।

যায়েদ ইবনু আসলাম তার পিতা হতে বলেন, কাবীল হাবীলকে হত্যা করার জন্য তার মাথা ধরল এবং তাকে মাটিতে ফেলে তার মাথায় ও তার হাড়ের উপর ধাককা মারতে লাগল। তার জানা ছিল না কিভাবে হত্যা করতে হয়। ইবলীস তার পাশে এসে বলল, তুমি কি তাকে হত্যা করতে চাও? সে বলল, হ্যাঁ। ইবলীস বলল, তুমি একটা পাথর লও, তার মাথার উপর মার। সে একটা পাথর নিয়ে তার মাথার উপর মারল। এতে তার মাথা চূর্ণ হয়ে গেল। ইবলীস দ্রুত হাওয়ার নিকট আসল এবং বলল, হে হাওয়া! কাবীল হাবীলকে হত্যা করেছে। হাওয়া ইবলীসকে বললেন, হত্যা কিভাবে হয়? ইবলীস বলল, হত্যা অর্থ সে আর খাবে না, পান করবে না, নড়া-চড়া করবে না। হাওয়া বললেন, এতো মরণ। ইবলীস বলল, হ্যাঁ এটা মরণ। সে মারা

গেছে। হাওয়া চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। আদম এসে বললেন, তুমি কেন চিৎকার করে কাঁদছ? হাওয়া তার সাথে কথা বললেন না। আবার ফিরে এসে বললেন, কেন কাঁদছ? তিনি কথা বললেন না। আদম বললেন, তুমি আর তোমার মেয়েরা হাউমাউ করে কাঁদ। আমি এবং আমার ছেলেরা এ ধরনের কাঁদা হতে মুক্ত *(ইবনে হাতিম, হাদীছটি যঈফ। মায়েদা ২০নং আয়াতে তাফসীর দ্রঃ)*।

সালিম ইবনু আবী জাদ (রাঃ) বলেন, কাবীল হাবীলকে হত্যা করলে, আদম (আঃ) একশত বছর চিন্তিত ছিলেন। কোন সময় কাঁদেননি *(ত্ববারী, হাদীছ যঈফ। দ্রঃ ইবনে কাছীর, মায়েদাহ ২০নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*।

এ মর্মে দু'টি ছহীহ বর্ণনা : (১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আদম (আঃ) মেষ পালক সন্তানটি সাদা শিংওয়ালা প্রশস্ত চোখ বিশিষ্ট একটি মেষ কুরবানী করেন। আর জমি চাষকারী সন্তানটি এক স্তূপ খাদ্য কুরবানী করেন। আল্লাহ্ মেষটি কবুল করেন এবং তাকে জান্নাতে ৪০ বছর লালন পালন করেন। আর সেটি সেই মেষ, যা ইবরাহীম (আঃ) সন্তানের বিনিময়ে কুরবানী করেন *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, মায়েদাহ ২০-২৭ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*।

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আদম (আঃ)-এর দু'সন্তান কুরবানী করেছিল। তাদের একজনের কুরবানী কবুল হয়েছিল। অপরজনের কুরাবানী কবুল হয়নি। দু'জনের একজন চাষী ও অপর জন ছিল মেষপালক। মেষপালক তার অতীব প্রিয় সুন্দর মোটাতাজা উত্তম মেষ কুরবানী করেছিল। অপরজন গমের চেয়ে ছোট খুব নিম্নমানের এক শ্রেণীর শস্য কুরবানী করেছিল। আল্লাহ্ মেষ পালকের কুরবানী কবুল করেছিলেন, আর চাষীর কুরবানী কবুল করেননি। তাদের দু'জনের কাহিনী আল্লাহ্ কুরআনে বর্ণনা করেছেন *(তাহক্বীক্ব ইবনে কাছীর, মায়েদাহ ২০-২৭ আয়াতের আলোচন দ্রঃ)*। প্রকাশ থাকে যে, হাবীল কাবীলের দ্বন্দ্বটি ছিল কুরবানী কবুল হওয়া ও না হওয়া নিয়ে। বোনকে বিবাহ করা নিয়ে নয়। সমাজে প্রচলিত ঘটনাটি মিথ্যা ও বানাওয়াট।

নূহ (আঃ)-এর কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُوْنَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَأْتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ

أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيْلٌ وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّـــيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ، وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوْحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَّعَ الْكَافِرِيْنَ قَالَ سَآوِيْ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ وَقِيْلَ يَـــا أَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُـــوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ.

অনুবাদ : ‘আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর, আর আমার কাছে যালিমেদের সম্পর্কে কোন কথা বলো না, তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে। সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগলো। আর যখনই তার কওমের প্রধানদের কোন দল তার নিকট দিয়ে গমন করতো, তখনই তার সাথে উপহাস করতো, তিনি বলতেন, যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদের উপহাস করবো যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছ। সুতরাং সত্বরই তোমরা জানতে পারবে যে, সে কোন ব্যক্তি, যার উপর এমন আযাব আসার উপক্রম হয়েছে যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং তার উপর চিরস্থায়ী আযাব নাযিল হবে। অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌঁছল এবং যমীন হতে পানি উথলিয়ে উঠতে লাগল, আমি বললাম, প্রত্যেক শ্রেণী হতে এক একটি নর ও একটি মাদী অর্থাৎ দু’দু’টি করে তাতে উঠিয়ে নাও এবং নিজ পরিবারবর্গকে। তাকে ছাড়া যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে এবং অন্যান্য মুমিনদেরকে। আর অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউই তাঁর সাথে ঈমান আনেনি। আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহণ কর, এর গতি স্থিতি আল্লাহ্‌রই নামে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াবান। আর সেই নৌকাটিই তাদেরকে নিয়ে পর্বত তুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগলেন, আর নূহ (আঃ) স্বীয় পুত্রকে ডাকতে লাগলেন যে ছিল ভিন্ন স্থানে। হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে সওয়ার হয়ে যাও এবং কাফিরদের সাথে থেকো না। সে বলল, আমি এখনই কোন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ (আঃ) বললেন, আজ আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে কেউই রক্ষাকারী নেই। কিন্তু যার উপর তিনি দয়া করেন। ইতিমধ্যে তাদের উভয়য়ের মাঝে একটি তরঙ্গ অন্তরাল হয়ে পড়ল, অতঃপর সে ডুবে গেল। আর আদেশ হলো হে যমীন! স্বীয় পানি চুষে নাও, হে আসমান! থেমে যাও। তখন পানি কমে গেল ও ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটল। নৌকা জুদী পাহাড়ের উপর এসে থামল। আর বলা হলো, অন্যায়কারীরা আল্লাহ্‌র রহমত হতে দূরে’ *(হূদ ৩৮-৪৪)*।

নূহ (আঃ)-এর নৌকা সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী

উক্ত আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : ইমাম আবু জাফর ইবনু জারীর (রহঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে একটি আছার বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়ারীরা ঈসা (আঃ)-এর নিকট আবেদন করে, যদি আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে এমন একজন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন যে ব্যক্তি নূহের (আঃ) নৌকাটি দেখেছিল, তবে ঐ নৌকাটি সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করতাম। তাদের কথামত ঈসা (আঃ) তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে একটি টিলার উপর পৌঁছলেন এবং সেখানকার এক খণ্ড মাটি উঠালেন। অতঃপর তাদেরকে বললেন, এটা কে তোমরা তা জান কি? তারা উত্তরে বলল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা নূহের (আঃ) পুত্র হামের পায়ের গোছা। তারপর তিনি স্বীয় লাঠি দ্বারা ওর উপর আঘাত করে বললেন, আল্লাহ্র হুকুমে উঠে দাঁড়াও। তৎক্ষণাৎ একজন বৃদ্ধ লোক মাথা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঈসা (আঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এরূপ বৃদ্ধ অবস্থাতেই মারা গিয়েছিলে? লোকটি উত্তরে বললেন, জি না। আমি যুবক অবস্থাতেই মারা গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে যে, ক্বিয়ামত বুঝি সংঘটিত হয়ে গেছে। তাই ভয়ে আমি বুড়ো হয়ে গেছি। এরপর ঈসা (আঃ) তাকে বললেন, আচ্ছা নূহের (আঃ) নৌকা সম্পর্কে যা কিছু জান তা আমাদের নিকট বর্ণনা কর। তিনি বললেন, নৌকাটি ছিল ১২০০ হাত লম্বা এবং ওর প্রস্থ ছিল ৬০০ হাত। তাতে তিনটি তলা ছিল। প্রথমটিতে ছিল চতুষ্পদ জন্তু, দ্বিতীয়টিতে ছিল মানুষ এবং তৃতীয়টিতে ছিল পাখি। যখন চতুষ্পদ জন্তুগুলির গোবর ছড়িয়ে পড়ল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নূহের (আঃ) কাছে অহী পাঠালেন, হাতীর লেজে নাড়া দাও। তিনি নাড়া দেয়া মাত্রই তা থেকে নর ও মাদী শূকর বেরিয়ে আসল এবং মলগুলি খেতে লাগলো। ইঁদুরগুলি নৌকার তক্তাগুলি কাটতে শুরু করলে আল্লাহ্ তাঁর নিকট অহী প্রেরণ করলেন, সিংহের দু'চোখের মধ্যভাগে আঘাত কর। তিনি তাই করলেন ওর নাকের ছিদ্র দিয়ে নর ও মাদী বিড়াল বেরিয়ে এসে এই ইঁদুরের দিকে অগ্রসর হলো। ঈসা (আঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, শহরগুলি যে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে তা নূহ (আঃ) কি করে জানতে পারলেন? লোকটি উত্তরে বলেন, তিনি সংবাদ নেয়ার জন্য কাককে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কাকটি গিয়ে একটি মৃত দেহের উপর বসে পড়ে। তিনি তার উপর বদ দো'আ করেন, সে যেন সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। এ কারণেই সে বাড়ীতে ভালবাসা পায় না। অতঃপর তিনি কবুতরকে পাঠিয়ে দেন। কবুতরটি ঠোঁটে করে যায়তুনের পাতা এবং পায়ে মাটি নিয়ে ফিরে আসে। ফলে তিনি জানতে পারেন যে, শহর ডুবে গেছে। তিনি কবুতরের গলায়

গলাবন্ধ পরিয়ে দিলেন এবং তার জন্য নিরাপত্তার ও প্রীতির দো'আ করলেন। এ কারণেই সে বাড়িতে ভালবাসা পেয়ে থাকে। হাওয়ারীরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ লোকটিকে আমাদের সাথে নিয়ে চলুন। তিনি আমাদের সাথে অবস্থান করবেন এবং আরো কিছু বর্ণনা করবেন। তিনি বললেন, এ লোকটি কিভাবে তোমাদের সাথে থাকতে পারে? তার তো রিযক অবশিষ্ট নেই। অতঃপর তিনি লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি যেমন ছিলে তেমনই হয়ে যাও। ফলে সে মাটি হয়ে গেল *(ইবনে কাছীর ১২/৫৬-৫৮)*।

কথিত আছে যে, নূহ (আঃ) সর্বপ্রথমে যে পাখিটিকে নৌকায় উঠান তা ছিল 'দাবরা' নামক পাখি। আর জন্তুগুলির মধ্যে সর্বশেষ যে জন্তুটি ছিল, তা হচ্ছে গাধা। শয়তান গাধাটির লেজ ধরে লটকে যায়। সে নৌকায় উঠার ইচ্ছা করে কিন্তু শয়তান ওর লেজ ধরেছিল বলে তার কাছে খুবই ভারী বোধ হয় এবং উঠতে সক্ষম হয় না। নূহ (আঃ) তাকে বলেন, তুমি উঠে যাও, যদিও শয়তান তোমার সাথে রয়েছে। তারা দু'জনই নৌকায় উঠে গেল। কেউ বলেন, মুমিনগণ সিংহকে উঠাতে পারছিলেন না। অবশেষে তার জ্বর হয়ে যায়। তখন তারা তাকে নৌকায় উঠিয়ে নেন *(ইবনে কাছীর)*।

যায়েদ ইবনু আসলাম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নূহ (আঃ) যখন সমস্ত প্রাণী এক জোড়া করে নৌকায় উঠিয়ে নেন, তখন তাঁর ছাহাবীগণ তাঁকে বলেন, পশুগুলি কিভাবে নিরাপদে থাকবে, অথচ তাদের সাথে সিংহ রয়েছে। তখন আল্লাহ্‌ সিংহের উপর জ্বর চাপিয়ে দেন। যমীনে অবতারিত প্রথম জ্বর ছিল এটাই। অতঃপর জনগণ ইঁদুরের অভিযোগ আনয়ন করে বলেন, এ দুষ্ট প্রাণী আমাদের খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস নষ্ট করে দিচ্ছে। তখন আল্লাহ্‌র আদেশে সিংহ হাঁচি দিলে হাঁচির সাথে বিড়াল বেরিয়ে আসল এবং এক প্রান্তে লুকিয়ে গেল *(ইবনে আবী হাতিম, হাদীছটি জাল, তাহক্বীক্ব ইবনে কাছীর; দুররে মানছুর ৪/৪১৯)*।

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যদি আল্লাহ্‌ নূহের কওমের একজনের উপর দয়া করতেন, তবে শিশুর মায়ের উপরই দয়া করতেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, নূহ (আঃ) তাঁর কওমের মধ্যে সাড়ে নয়শ বছর অবস্থান করেন। তিনি একটি গাছ রোপণ করেছিলেন। একশ বছর ধরে গাছটি বড় হতে থাকে। তারপর তিনি গাছটি কেটে তক্তা বানিয়ে নৌকা নির্মাণ করতে শুরু করেন। লোকেরা উপহাস করে যে, স্থলে তিনি কেমন করে নৌকা চালাবেন? উত্তরে তিনি তাদেরকে বলেন, সত্বরই তোমরা স্বচক্ষে দেখে নেবে। যখন তিনি নৌকাটির নির্মাণকার্য

শেষ করলেন এবং পানি যমীন হতে উথলিয়ে উঠতে লাগল এবং আকাশ হতে বর্ষণ শুরু হল। আর অলি-গলি ও রাস্তাঘাট পানিতে নিমজ্জিত হতে থাকল। তখন ঐ শিশুর মাতা, যার শিশুর প্রতি অসীম মমতা ও ভালবাসা ছিল, শিশুকে নিয়ে পর্বতের দিকে চলে গেল এবং তাড়াতাড়ি পর্বতের উপর চড়তে শুরু করলো। এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত উঠে দেখলো যে, পানি সেখানেও পৌঁছে গেছে তখন সে চূড়ায় উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু পানি সেখানে পৌঁছে গেল। যখন স্কন্ধ পর্যন্ত পানি হয়ে গেল তখন সে শিশুটিকে দু'হাত দিয়ে উপর দিকে উঁচু করে ধরলো। কিন্তু পানি সেখানেও পৌঁছে গেল এবং মা ও শিশু উভয়েই পানিতে ডুবে গেল। সুতরাং সেই দিন যদি কোন কাফির রক্ষা পেত, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ শিশুর মায়ের উপর রহমত করতেন *(বঙ্গানুবাদ তাফসীরে ইবনে কাছীর ১২/৬৮-৬৯; হাদীছটি জাল, হাকিম)*।

সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত নূহ (আঃ) ৪০ বছর ধরে নৌকা নির্মাণ করেন। সেগুণ কাঠের গাছ আবাদ করেন ৪০ বছর। নৌকার দৈর্ঘ্য ছিল ৪০০ হাত, আর হাতের পরিমাপ ছিল কব্জি হতে কাঁধ পর্যন্ত *(হাদীছটি জাল, তাফসীরে ত্বাবারী হা/১৮০৭০)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন পশু প্রাণীর পেশাব ও গোবরের কারণে নৌকায় দুর্গন্ধ হল এবং ইঁদুর নৌকার রশি কাটতে লাগল, তখন নূহ (আঃ) আল্লাহ্র নিকট এগুলোর অভিযোগ করলেন। আল্লাহ্ বললেন, সিংহের লেজে হাত বোলাও দু'টি বিড়াল বের হবে। হাতির লেজে হাত বোলাও দু'টি শূকর বের হবে। *(এ হাদীছটি জাল, তাফসীরে ত্বাবারী হা/১৮০৬৮)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, সে সময় ভারতের চুলাগুলি হতে পানি উথলে উঠেছিল *(তাফসীরে ত্বাবারী, হাদীছটি জাল, হা/১৮০৯০)*।

প্রকাশ থাকে যে, নৌকার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা কত ছিল? নৌকা কোন কাঠ দ্বারা তৈরী ছিল? গাছ কতদিন যাবৎ লালন-পালন করেছিলেন? কত দিন ধরে নৌকা নির্মাণ করেছিলেন? নৌকায় কতজন লোক ছিল? তাঁরা কতদিন নৌকায় ছিলেন? নৌকা কতদিন কা'বা ঘরের উপর ঘুরেছিল? এসব বিবরণের প্রমাণে কোন ছহীহ বর্ণনা নেই। এগুলি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উপর অপবাদ মাত্র। নূহ (আঃ)-এর নৌকা পায়খানা দ্বারা ভর্তি করা হয়েছিল। জনৈক বৃদ্ধা তাতে পড়ে গেলে যুবতী হয়ে যায়। ফলে দেশের লোক নৌকা ধুয়ে পায়খানা নিয়ে যায়। এগুলির কোন মিথ্যা ভিত্তিও পাওয়া যায় না। জনৈক বুড়ি বন্যা বুঝতেই পারেনি মর্মে যে ঘটনা সমাজে প্রচলিত আছে, তারও কোন ভিত্তি নেই।

নূহ (আঃ)-এর পুত্র কেনান কি অবৈধ সন্তান ছিল?

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّيْ أَعِظُكَ أَن تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ.

অনুবাদ : 'আল্লাহ্ বলেন, হে নূহ! এই ব্যক্তি তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে অসৎ কর্মপরায়ণ। অতএব তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ের আবেদন করো না, যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(হূদ ৪৬)*।

অত্র আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : সূরা হূদের এই আয়াতের তাফসীরে অনেকেই অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে বলেছেন, নূহ (আঃ)-এর এ সন্তান অবৈধ ছিল *(মাওযূ'আত ১১৬ পৃঃ)*। এ কথা নেহায়েত অন্যায় এবং নবীর উপর এক মিথ্যা অপবাদ। কারণ আল্লাহ্ নবীগণকে এ ধরনের পাপ হতে পবিত্র করেই পাঠিয়েছেন। আর আল্লাহ্ কুরআনে কেনানকে নূহ (আঃ)-এর সন্তান বলেই উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, وَنَادَى نُوْحٌ ابْنَهُ 'আর নূহ (আঃ) তার সন্তানকে ডাক দিয়ে বললেন' *(হূদ ৪২)*। অত্র আয়াতে কেনানকে নূহ-এর সন্তান বলা হয়েছে। সুতরাং কেনান নূহ (আঃ)-এর সন্তান ছিলেন। তবে যেহেতু সে ঈমান আনেনি, নূহ (আঃ)-এর আনুগত্য করেনি, এজন্য বলা হয়েছে যে, সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়।

ইবরাহীম (আঃ) ও নমরূদের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَاجَّ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ قَالَ أَنَا أُحْيِيْ وَأُمِيْتُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ وَاللهُ لاَ يَهْدِيْ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ.

অনুবাদ : 'তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করনি যে ইবরাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করেছিল? যেহেতু আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব প্রদান করেছিলেন। যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, আমার প্রভু তিনি, যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। সে বলেছিল, আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু দান করি। ইবরাহীম বলেছিলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে আনয়ন করেন। কিন্তু তুমি ওকে পশ্চিম দিক হতে আনয়ন কর; এতে সেই অবিশ্বাসকারী হতবুদ্ধি হয়েছিল। আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারাহ ২৫৮)*।

ইবরাহীম (আঃ) ও নমরূদ সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী

অত্র আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : যায়েদ বিন আসলাম (রাঃ) বলেন, সেই সময় দুর্ভিক্ষ পড়েছিল। জনগণ নমরূদের নিকট হতে শস্য নিতে আসতো। ইবরাহীম (আঃ)ও তার নিকট যান। সেখানে তার সাথে তর্ক করেন। সেই পাপাচারী তাঁকে শস্য দেয়নি বলে তিনি শূন্য হস্তে ফিরে আসেন। বাড়ীর নিকটবর্তী হয়ে তিনি দু'টি বস্তায় বালু ভরে নেন, যাতে বাড়ীর লোক মনে করে যে, তিনি কিছু নিয়ে এসেছেন। বাড়ীতে পৌঁছেই তিনি বস্তা দু'টি রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর পত্নী বিবি সারা বস্তা দু'টি খুলে দেখেন যে, ও দু'টো খাদ্যশস্যে পরিপূর্ণ রয়েছে। তিনি আহার্য প্রস্তুত করেন। ইবরাহীম (আঃ) জেগে উঠে দেখেন যে, খাদ্য প্রস্তুত। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, খাদ্যদ্রব্য কোথা থেকে এসেছে? স্ত্রী উত্তরে বলেন, আপনি যে খাদ্যপূর্ণ বস্তা দু'টি এনেছিলেন, তা হতেই এইগুলো বের করেছিলাম। তখন ইবরাহীম (আঃ) বুঝে নেন যে, এই বরকত আল্লাহ্‌র পক্ষ হতেই হয়েছে এবং এটা আল্লাহ্‌র করুণা।

ঐ লম্পট রাজার কাছে আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি তার নিকট এসে তাকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী হতে আহ্বান জানান। কিন্তু সে তা অস্বীকার করে। ফেরেশতা তাকে দ্বিতীয়বার আহ্বান করেন। কিন্তু এবারও সে প্রত্যাখ্যান করে। তৃতীয়বার তিনি তাকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানালে এবারও সে অস্বীকৃতি জানায়। এভাবে বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ফেরেশতা তাকে বলেন, আচ্ছা তুমি তোমার সেনাবাহিনী ঠিক কর, আমি আমার সেনাবাহিনী নিয়ে আসছি। নমরূদ এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে সূর্যোদয়ের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। আর এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা মশার দরজা খুলে দেন। বড় বড় মশাগুলো এত অধিক সংখ্যায় আসে যে, সূর্যও জনগণের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। মহান আল্লাহ্‌র এই সেনাবাহিনী নমরূদের সেনাবাহিনীর উপর আপতিত হয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাদের রক্ত পান করে নেয়। এমনকি তাদের মাংস পর্যন্ত খেয়ে নেয়। এভাবে নমরূদের সমস্ত সৈন্য সেখানেই ধ্বংস হয়ে যায়। ঐ মশাগুলোরই একটি নমরূদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে এবং চারশো বছর পর্যন্ত তার মস্তিষ্ক চাটতে থাকে। এমন কঠিন শাস্তির মধ্যে সে পড়ে থাকে যে, ওর চেয়ে মরণ হাজার গুণে উত্তম ছিল। সে প্রাচীরে ও পাথরে তার মাথা ঠুকরেছিল এবং হাতুড়ি দ্বারা মাথায় মারিয়ে নিচ্ছিল। এভাবে ঐ হতভাগ্য ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়। *(এই ধরনের সকল ঘটনা মিথ্যা। দুররে মানছূর, ২/২৪-২৫)*

ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তান কুরবানীর কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّيْ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِيْ الْمُحْسِنِيْنَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ.

অনুবাদ : 'অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং ইবরাহীম (আঃ) তার পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন, তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে! এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে' *(ছফফাত ১০২-১০৭)*।

ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তান কুরবানী সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী

উক্ত আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে শুনে কা'ব (রাঃ)-এর নিকটে বর্ণনা করেন। কা'ব (রাঃ) বলেন, যখন ইবরাহীম (আঃ) ইসহাক (আঃ)-কে যবেহ করার জন্যে প্রস্তুত হলেন ,তখন শয়তান বলল, আমি যদি এ সময়ে এ কাজ থেকে তাঁকে টলাতে না পারি ,তবে আমাকে এজন্য সারা জীবন নিরাশ থাকতে হবে। প্রথমে সে সারার নিকট গেল এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তোমার স্বামী তোমার পুত্রকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তিনি জবাব দিলেন, কোন কাজের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। সে বলল, না না, বরং তাকে যবেহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। সারা বললেন, তিনি নিজের পুত্রকে যবেহ করবেন এটা কি সম্ভব? শয়তান বলল, তোমার স্বামী কি বলে জান? তাঁকে নাকি আল্লাহ্ এই নির্দেশ দিয়েছেন! সারা তখন বললেন, তাঁকে যদি আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে তিনি ঠিকই করছেন। আল্লাহ্র হুকুম পালন করে তিনি ফিরে আসবেন। সে এখানে ব্যর্থ হয়ে ইসহাক-এর নিকট গেল এবং তাঁকে বলল, তোমাকে তোমার বাবা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা জান কি? তিনি উত্তরে বললেন, কোন কাজের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন।

শয়তান বলল, না বরং তোমাকে যবেহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। ইসহাক বললেন, এটা কি করে সম্ভব? শয়তান বলল, আল্লাহ্‌র নির্দেশে। তখন ইসহাক বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! যদি সত্যি আল্লাহ্‌ আমাকে যবেহ করতে তাঁকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে তো তাড়াতাড়ি তাঁর এ কাজ করা উচিত। শয়তান এখানেও নিরাশ হয়ে ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট গিয়ে বলল, ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বললেন, প্রয়োজনীয় কাজে যাচ্ছি। শয়তান বলল, না তা নয়। বরং তাকে যবেহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তাকে আমি কেন যবেহ করব? শয়তান জবাব দিল আপনার প্রতিপালক আপনাকে এ কাজে আদেশ করেছেন। তিনি তখন বললেন, আমার প্রতিপালক যদি আমাকে আদেশ করেই থাকেন, তবে আমি তা করবই। ফলে শয়তান এখানেও নিরাশ হয়ে গেল।

একদা ইবরাহীম (আঃ) ঘুমালেন তখন তাকে বলা হল আপনি যে মানত মেনেছেন তা পূরণ করুন। আল্লাহ্‌ আপনাকে সারার পক্ষ থেকে একটি সন্তান দিয়েছেন এ জন্য যে, আপনি তাকে যবেহ করবেন। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, ইসহাক চল, আল্লাহ্‌র নিকট কুরবানী কর। তিনি একটি ছুরি নিলেন এবং ইসহাককে সাথে নিয়ে চললেন, যখন তিনি তাকে নিয়ে পাহাড়ের মাঝে গেলেন তখন ছেলেটি বলল, আব্বা! আপনার কুরবানী কোথায় তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে কুরবানী করছি। তোমার মতামত কি? ছেলে বলল, আব্বা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা বাস্ত বায়ন করুন। ইনশাআল্লাহ্‌ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। ইসহাক তাঁকে বলল, আব্বা! আপনি আমাকে শক্তভাবে বাঁধুন, যেন আমি নড়াচড়া করতে না পারি। আপনি আপনার কাপড় গুটিয়ে নিন, যেন আমার রক্ত কাপড়ের উপর ছিটে না পড়ে। কাপড়ে রক্ত দেখলে মা চিন্তিত হবেন। আর আপনি আমার গলায় দ্রুত ছুরি চালাবেন, যেন আমার মরণ সহজ হয়। আপনি যখন মায়ের নিকট যাবেন তাঁকে আমার সালাম দিবেন। ইবরাহীম (আঃ) কান্না অবস্থায় বাচ্চার সামনে আসলেন এবং ইসহাকও কান্নায় রত। তারপর তিনি ছেলের গলায় ছুরি চালালেন। কিন্তু ছেলে কুরবানী হল না। আল্লাহ্‌ ইসহাকের গলায় তামার পাত লাগিয়ে দিলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি তাকে উল্টিয়ে দিলেন এবং মাথার পিছন দিকে ছুরি চালালেন। তখন আল্লাহ্‌ তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, হে ইবরাহীম! ইসহাককে কুরবানী করে তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করেছ। তিনি পিছনে ফিরে দেখেন, একটি মেষ। তিনি ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে মেষটি ধরে নিলেন এবং বলতে লাগলেন হে আমার সন্তান! আজ তোমাকে আমার জন্য দান করা হল *(দুররে মানছূর, অত্র আয়াতগুলোর তাফসীর দ্রঃ)*।

ইবনু ইসহাক বলেন, ইবরাহীম (আঃ) বোরাক যোগে শাম হতে মক্কায় হাজেরা ও ইসমাঈলকে দেখতে আসলে তিনি এখানে কিছু সময় থাকতেন। তারপর মক্কা হতে ফিরে যেতেন। তিনি সিরিয়াতেই তাঁর পরিবারের নিকট থাকতেন। ইসমাঈল যখন ছুটাছুটি করার বয়সে পৌঁছল, অথবা যৌবনে পদার্পণ করল এবং পিতার মত চলাফেরা ও কাজকর্ম করার যোগ্য হয়ে উঠল, তখন ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্ন দেখলেন ও প্রিয় সন্তানকে কুরবানী করছেন। তিনি এ আদেশ প্রাপ্ত হয়ে তাঁর ছেলেকে বললেন, হে আমার সন্তান! তুমি একটি রশি এবং একটি ছুরি নিয়ে আমার সাথে এই গিরী পথে চল, আমরা সেখানে খড়ি সংগ্রহ করব। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) যখন ছুরি পাহাড়ের গিরিপথে ছেলেকে নিয়ে নির্জনে হলেন, তখন তাকে আল্লাহ্‌র আদেশের কথা শুনালেন। তিনি বললেন, হে আমার সন্তান! আমি স্বপ্নে দেখছি তোমাকে কুরবানী করছি। তখন ছেলে বলল, আব্বা আমাকে শক্তভাবে বাঁধুন, আমি যেন নড়াচড়া করতে না পারি। আপনি আপনার কাপড় গুটিয়ে নিন, যেন আমার রক্ত আপনার কাপড়ে না পড়ে। কারণ আমার আম্মা কাপড়ে রক্ত দেখলে চিন্তিত হবেন। আর আপনি ছুরি ধারাল করুন এবং আমার গলায় দ্রুত ছুরি চালান, যেন আমার মরণ সহজ হয়। আমার আম্মার নিকট গিয়ে তাঁকে আমার সালাম দিবেন। আপনি ইচ্ছা করলে আমার জামা তাঁর নিকট দিবেন, এতে তিনি আমার ব্যাপারে চিন্তামুক্ত হবেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি যা বলছ, তাই হবে। হে আমার সন্তান! তুমি আল্লাহ্‌র আদেশের উপর রয়েছ। ছেলে যা বলল, পিতা তা করলেন। তারপর তিনি ছেলেকে চুমা দেয়ার জন্য এগিয়ে আসলেন, তখন ছেলে বাঁধা রয়েছে। এ অবস্থায় পিতা ও পুত্র উভয়েই কাঁদছেন। এমনকি চোখের পানি গালের উপর দিয়ে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে। তারপর তিনি ছেলের গলায় ছুরি রেখে দিলেন, ভয় পেলেন না। কিন্তু ছুরি কোন কাজ করল না। আল্লাহ্ তা'আলা তার গলার উপর তামার পাত মেরে দিলেন। তখন ছেলে বলল, আপনি আমাকে উল্টিয়ে দিন। কারণ আপনি আমার মুখের দিকে লক্ষ্য করলে, আমার উপর আপনার দয়া হয়ে যাবে। আপনি আমার উপর কোমল ও সদয় হয়ে যাবেন, যা আপনার মাঝে ও আল্লাহ্‌র আদেশের মাঝে অন্তরায় হয়ে যাবে। ইবরাহীম (আঃ) তাই করলেন। তারপর তিনি ছুরি ছেলের মাথার পিছন দিকে লাগালেন। তখন ছুরি উল্টে গেল এবং বলা হল, হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করেছ। এই যে, তোমার সন্তানের বিনিময়ে যবেহ করার প্রাণী গ্রহণ কর এবং এটা যবেহ কর। ইবরাহীম (আঃ) লক্ষ্য করতেই দেখলেন জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে একটি সাদা কাল শিংওয়ালা বড় চক্ষুবিশিষ্ট মেষ। মেষটি আল্লাহু আকবার বলল, ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহু আকবার বললেন, তাঁর সন্তানও আল্লাহু আকবার বললেন *(দুররে মানছূর ৭/১০৯ পৃঃ; কুরতুবী ১৫/৯৫-৯৬ পৃঃ)*।

আল্লামা কুরতুবী বলেন, আহলুস সুন্নাহগণ বলেছেন, যবেহ করার বিষয়টি বাস্তবে ঘটেনি। আবু হাইয়ান (রাঃ) বলেন, কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উপুড় করে ফেলা হয়েছিল। তবে গলায় ছুরি লাগানো হয়েছিল এ মর্মে কোন ছহীহ বর্ণনা নেই। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি ছুরি হাতে নিয়ে যবেহ করার ইচ্ছা করেছিলেন। তখন পিছন থেকে বলা হল, ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছ *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*। অনেকেই বলেন, যবেহ করার জন্য ইসহাককে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু একথা ঠিক নয়, কারণ তিনি শাম দেশে থাকতেন। কখনও তিনি মক্কার যমীনে হাটেননি। আল্লামা শাত্বেবী বলেন, সূরা ছাফফাত ও সূরা ছোয়াদে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ইসমাঈলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বাদশাহ তালুতের ঘটনা

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِه أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ: ‘তাদের নবী তাদের বলেছিল, তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সিন্দুক সমাগত হবে, যাতে থাকবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে শান্তি এবং মূসা ও হারূণের অনুচরদের মঙ্গল বিশেষ। ফেরেশতাগণ ওটা বহণ করে আনবে। তোমরা যদি বিশ্বাস স্থাপনকারী হও তবে ওর মধ্যে নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে’ *(বাক্বারাহ ২৪৮)*।

বাদশাহ তালূত সম্পর্কে বানাওয়াট কাহিনী

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : কেউ বলেন, অত্র সিন্দুকে সোনার একটি বড় থালা ছিল যাতে নবীদের অন্তরসমূহ ধৌত করা হত। তাবূতটি মূসা (আঃ) পেয়েছিলেন। তার মধ্যে তিনি তাওরাতের ফলক রাখতেন। কেউ কেউ বলেন, মানুষের মুখের মত মুখ ছিল আত্মাও ছিল, বায়ু ছিল দু’টি মাথা ছিল, দু’টি পাখা ছিল এবং লেজ ছিল। কেউ কেউ বলেন, ওটা মৃত্যু বিড়ালের মস্তক ছিল। যখন ওটা কথা বলত, তখন জনগণের সাহায্য প্রাপ্তির বিশ্বাস হয়ে যেতো এবং যুদ্ধে তারা জয় লাভ করত। এটাও বলা হয়েছে যে, সেটা ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটা আত্মা। যখন বানী ইসরাঈলের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হত কিংবা কোন খবর তারা জানতে না পারলে সেটা তাদেরকে বলে দিত।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ফেরেশতাগণ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়ে ঐ সিন্দুককে উঠিয়ে জনগণের সামনে নিয়ে তালূত বাদশার সামনে রেখে দেন। তাঁর নিকট তাবূতকে দেখে লোকেরা নবী ও তালূতের রাজত্বের উপর বিশ্বাস করে। এটাও বলা হয়েছে যে, এটাকে গাভীর উপরে করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, কাফিরেরা যখন ইহুদীদের উপর জয়যুক্ত হয়, তখন তারা 'সাকীনার' সিন্দুককে তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং 'উরাইহা' নামক জায়গায় নিয়ে গিয়ে দেখে যে, মূর্তিটি নীচে রয়েছে এবং সিন্দুকটি তার মাথার উপরে রয়েছে। তারা পুনরায় মূর্তিটিকে উপরে ও সিন্দুকটিকে নীচে রেখে দেয়। কিন্তু পরদিন সকালে গিয়ে আবার ঐ অবস্থাতে পায়। পরে মূর্তিটিকে উপরে করে দেয়। আবার সকালে গিয়ে দেখে যে, প্রতিমা ভাঙ্গা অবস্থায় একদিকে পড়ে রয়েছে। তখন তারা বুঝতে পারে যে, এটা বিশ্ব প্রভুরই ইঙ্গিত। তখন তারা সিন্দুকটিকে সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে অন্য একটি ছোট গ্রামে রেখে দেয়। এ গ্রামে মহামারী রোগ ছড়িয়ে পড়ে। পরে এক স্ত্রী লোক তোমাদেরকে বলে তোমরা এই সিন্দুকটি বানী ইসরাঈলের নিকট পৌঁছে দিলে মহামারী থেকে মুক্ত পেয়ে যাবে। পরে তারা তাই করে।

কেউ কেউ বলেন, দু'টি যুবক ওটা পৌঁছে দিয়েছিল। এটাও বলা হয়েছে যে, সেটা ছিল প্যালেস্টাইনের গ্রামে। যার নাম ছিল 'আযদাওয়াহ'। এরপর নবী বলেন, আমার নবুওয়াত ও তালূতের রাজত্বের এটাও একটি প্রমাণ যে, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর তবে ফেরেশতাগণ সিন্দুকটি পৌঁছে দিয়ে যাবেন। *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১-২-৩/৬৯২ পৃঃ; রূহুল মা'আনী ২/২৫৩ পৃঃ)*।

মুফাসসির ছা'লাবী (রহঃ) বলেন, তাবূত নামক সিন্দুকটি আল্লাহ্ আদম (আঃ)-এর কাছে অবতীর্ণ করেছিলেন, তাতে ছিল নবীগণের আকৃতি এবং তাদের বাড়ী-ঘরের আকৃতি। সেখানে আমাদের নবীর বাড়িটি ছিল লাল বর্ণের মুক্তা দ্বারা তৈরী। দেখা যায়, তাতে আমাদের নবী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেন। তাঁর ডানে রয়েছেন আবু বকর এবং বামে রয়েছেন ওমর (রাঃ)। পিছনে রয়েছেন ওছমান (রাঃ) আর সামনে রয়েছেন আলী (রাঃ) *(এগুলি সব বানাওয়াট, তাফসীরে ছা'লাবী ১/২১৫)*।

তাবূতের মিথ্যা বিবরণ

অনেকেই মনে করেন তাবূতটি ছিল শিমসাদ কাঠের। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ছিল তিন হাত ও দু'হাত। তাবূতটি আদম (আঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল। তারপর শীশ (আঃ)-এর নিকট ছিল। তারপর তাঁর সন্তানগণ উত্তরাধিকার সূত্রে নিতে থাকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত। তারপর ইসমাঈল (আঃ)-এর নিকট থাকে, তারপর ইয়াকূব (আঃ), তারপর বানী ইসরাঈলদের নিকটে থাকে। এভাবে মূসা (আঃ)

পর্যন্ত পৌঁছে। তিনি তাতে তাওরাত এবং অন্যান্য জিনিস রাখতেন। তিনি মৃত্যুবরণ করলে শামভিল নবী পর্যন্ত বানী ইসরাঈলদের নবীগণের নিকট থাকে। তারপর তারা নাফরমানী করলে আমালিকা বংশ তাবূতটি ছিনিয়ে নেয়। এসব বিবরণের যথাযথ প্রমাণ নেই।

দাঊদ (আঃ)-এর কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوْا عَلَى دَاوُوْدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِيْ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِه وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ.

অনুবাদ : 'তোমার নিকট বিবাদকারী লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে ইবাদতখানায় আসল, যখন তারা দাঊদ (আঃ)-এর নিকট পৌঁছল, তখন তাদের কারণে সে ভীত হয়ে পড়ল। তারা বলল, ভীত হবেন না। আমরা দুই বিবাদকারী আমাদের একে অপরের উপর যুলুম করেছে। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন। অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন। এ আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা; তবুও সে বলে আমার যিম্মায় এটি দিয়ে দাও এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। দাঊদ (আঃ) বললেন, তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুলুম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে, করে না শুধু মুমিন ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিরা আর তারা সংখ্যায় স্বল্প। দাঊদ (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তাঁর অভিমুখী হল' *(ছোয়াদ ২১-২৫)*।

দাঊদ (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উপরোক্ত আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : দাউদ (আঃ) আউরিয়ার স্ত্রীর প্রতি আশক্ত হননি। এ তাফসীর মিথ্যা এবং দাউদ (আঃ)-এর উপর একটি স্পষ্ট অপবাদ। যা বলা ও শুনা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। ইবনু আরাবী বলেন, দাউদ (আঃ) আউরিয়ার স্ত্রীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত কথা মিথ্যা *(কুরতুবী, ছোয়াদের ২১নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*।

এ মর্মে ইসরাঈলী কাহিনী ব্যতীত অনুসরণযোগ্য কোন হাদীছ নেই। উত্তম হবে যতটুকু আল্লাহ্ বলেছেন, ততটুকু বলা এবং বাকী আল্লাহ্র উপর সমর্পণ করা। নিশ্চয়ই কুরআন সত্য এবং যা অস্পষ্ট আছে তাও সত্য *(ইবনে কাছীর, ছোয়াদের ২১নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) বলেন, যে বিষয় অস্পষ্টতা আছে ,তা অস্পষ্ট রাখা উচিত *(কুরআনুল কারীম, ছোয়াদ ২১নং আয়াতের আলোচনা দ্রঃ)*।

দাউদ (আঃ) একদিন ঘরের মধ্যে 'যাবূর' গ্রন্থ পড়ছিলেন। হঠাৎ একটি সুন্দর পাখি আসলে তিনি তাকে ধরার চেষ্টা করলেন। পাখিটি উড়ে জানালায় বসল। তিনি পাখিটি ধরার জন্য জানালার নিকটে গেলে পাখিটি উড়ে গেল। তিনি জানালা দিয়ে পাখিটি দেখার সময় একজন মহিলাকে উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করতে দেখলেন। মহিলা দাউদ (আঃ)-কে দেখে স্বীয় চুল দ্বারা শরীর ঢেকে নিল। ফলে মহিলার প্রেম দাউদ (আঃ)-এর অন্তরে গেঁথে গেল। তিনি তার স্বামীকে যুদ্ধে পাঠালেন। তার স্বামী যুদ্ধে শহীদ হলে দাউদ (আঃ) তাকে বিবাহ করলেন এবং তার পেটে সুলায়মান (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন *(ঘটনাটি মিথ্যা)*।

দাউদ (আঃ)-এর কোন ভুলের কারণে আল্লাহ্ তাকে পরীক্ষা করেছিলেন যার আলোচনা সূরা ছোয়াদের ২১ থেকে ২৫ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তবে পরীক্ষা করার কোন কারণ উল্লেখ নেই। আল্লাহই ভাল জানেন, কেন তাকে পরীক্ষা করেছিলেন।

তালূত ও দাঊদ (আঃ)-এর কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

فَهَزَمُوْهُم بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُوْدُ جَالُوْتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ.

অনুবাদ : 'তখন তারা আল্লাহ্‌র হুকুমে জালূতের সৈন্যদেরকে পরাজিত করল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আল্লাহ্ দাউদকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তাকে ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা দান করলেন। আর যদি আল্লাহ্ একদলকে অপর দলের দ্বারা প্রদমিত না করতেন, তবে নিশ্চয়ই পৃথিবী অশান্তিপূর্ণ হত। কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি অনুগ্রহকারী' *(বাক্বারাহ ২৫১)*।

তালূত ও দাঊদ (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : একদা দাঊদ (আঃ) তালূত বাদশার সাথে নদী পার হলেন। তাঁর সাথে ছিল তাঁর তেরজন ছেলে। দাঊদ তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ও সাধারণ ছিল। তিনি একদা তাঁর পিতাকে বলেন, আব্বা! যে কোন কিছুকে আমার এ রশির অস্ত্র দ্বারা মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিতে পারি। পিতা খুশী হয়ে বললেন, হে আমার সন্তান! আল্লাহ্ তোমাকে সঠিকভাবে নিক্ষেপ করার শক্তি দান করেছেন। আবার অন্য একদিন দাঊদ পিতার নিকট এসে বললেন, আব্বা! আমি একদা পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করলাম, হঠাৎ দেখি সেখানে একটি সিংহ। আমি তার উপর সওয়ার হয়ে গেলাম এবং তার দু'কান ধরলাম। তখন আমি চিন্তামুক্ত নই। পুনরায় আমি তার চোয়াল ধরে নিলাম। তার কান ও চোয়ালকে তার মাথা ও কাঁধের সাথে ফেড়ে জমা করে দিলাম। ছুরি ও লোহা ছাড়াই এভাবে তাকে মেরে দিলাম। আপনি তাকে ওখানে নিহত দেখতে পাবেন। তার পিতা বললেন, বেটা আমি তোমাকে সুসংবাদ দেই। নিশ্চয়ই এসব কল্যাণ তোমাকে আল্লাহ্ দান করেছেন। অচিরেই তুমি বড় মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর যখন আমি বানী ইসরাঈলদের যুদ্ধে গেলাম, তালূতের সাথে হয়ে জালূতের সাথে যুদ্ধ করব। অতঃপর জালূত যখন তালূতের নিকট সংবাদ পাঠালো যে, তালূত নিজে আমার সাথে মল্ল যুদ্ধে নামবে অথবা এমন ব্যক্তিকে পাঠাবে যে আমার সাথে লড়াই করবে, যদি সে আমাকে হত্যা করতে পারে তাহলে আমার রাজত্ব তোমার জন্য। আর যদি আমি তোমাকে হত্যা করতে পারি তাহলে তোমার রাজত্ব আমার জন্য। এ প্রস্তাব তালূতের জন্য খুব কঠিন হল। তালূত তাঁর সৈন্যদের বললেন, যে ব্যক্তি জালূতকে হত্যা করতে পারবে, তার সাথে আমার মেয়ের বিবাহ দিব এবং আমার অর্ধেক রাজত্ব তাকে দিব। সৈন্যরা কেউ জালূতকে হত্যা করার সাহস করল না। সবাই জালূতের সাথে যুদ্ধ করতে ভয় পেল এবং বাদশার কথার কেউ জবাব দিল না।

শামভীল (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করলেন, তার নিকট একটি শিং নিয়ে যাওয়া হল যাতে তেল ছিল এবং লোহার চুলা নিয়ে যাওয়া হল এবং শামভীলকে বলা হল, যে ব্যক্তি জালূতকে হত্যা করতে চায়, এ শিং তার মাথায় রাখা হবে।

তেল টগবগ করে ফুটবে তার মাথায় তেল লাগবে কিন্তু তার মুখের উপর পড়বে না। ইকলীলের মত তার মাথায় থেকে যাবে এবং চুলার মধ্যে প্রবেশ করবে, চুলা ভর্তি হয়ে যাবে। সে কোন প্রকার নড়াচড়া করতে পারবে না। তালূত বানী ইসরাঈলের শক্তিশালীদের ডাকলেন এবং তাদের এভাবে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষায় কেউ সফল হল না। আল্লাহ্ শামভীলের নিকট অহী করলেন, ইশার সন্তানদের মধ্যে একজন ছেলে রয়েছে, যে জালূতকে হত্যা করতে পারে। আমি তাকে আপনার পর যমীনের খলীফা করতে চাই আমি তাকে বিচার পদ্ধতি ও ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা দান করেছি। সে ছাগলের রাখাল। আপনি ইশাকে বলুন, সে তার সন্তানদেরকে একটা একটা করে আপনার সামনে পেশ করবে। তখন শামভীল (আঃ) ইশাকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, তুমি তোমার সন্তানদেরকে আমার সামনে নিয়ে আস। তিনি ১২টি সন্তান পেশ করলেন। তাদের মধ্যে একজন সর্বদিক দিয়ে পূর্ণ মানুষ ছিল। তিনি তাদেরকে শিং ও চুলার সামনে পেশ করতে লাগলেন। শামভীল (আঃ) তাদরকে দেখে পরস্পর বলতে লাগলেন, তুমি যাও আর একজন মোটা ব্যক্তিকে পাঠাও। এ সময় আল্লাহ্ তার নিকট অহী করলেন, আমি মানুষের আকৃতি অনুযায়ী গ্রহণ করি না। আমি তাদেরকে তাদের পরিষ্কার অন্তর ও সঠিক ইচ্ছা অনুযায়ী গ্রহণ করি। তখন শামভীল (আঃ) ইশাকে বললেন, এছাড়া কি তোমার আর কোন সন্তান আছে? ইশা বলল, না নেই। তখন শামভীল (আঃ) বললেন, ইশা আমার প্রতিপালক বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তখন ইশা বলল, হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ্ সত্য কথা বলেছেন। আমার একটি ছোট ছেলে রয়েছে, যাকে দাউদ বলা হয়। আমি তাকে মানুষের সামনে পেশ করতে লজ্জা পাই। কারণ মানুষ তাকে খাট মনে করে এবং তুচ্ছ মনে করে। তাকে ছাগলের রাখাল হিসাবে রেখে এসেছি। সে এখন পাহাড়ের কোন ঘাটিতে ছাগল নিয়ে রয়েছে। দাউদ (আঃ) ছিলেন হলুদ রং এর এবং চক্ষু দু'টি নীল ছিল। তালূত তাঁকে ডাকলেন।

বলা হয়, দাউদ (আঃ) শামভীল (আঃ)-এর নিকট যাওয়ার সময় এক ময়দান পার হচ্ছিলেন, সেখানে কিছু ছাগল নদী পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিল। তিনি দু'টি দু'টি করে ছাগল ধরে পার করে দিলেন। এ দৃশ্য শামভীল (আঃ) দেখে বললেন, ইনি তিনি যার ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন। ইনি চতুষ্পদ প্রাণীর উপর এত দয়া করেন তাহলে মানুষের প্রতি আরো বেশী দয়াবান হবেন। শামভীল তাকে ডাকলেন। তার মাথার উপর শিং বসালেন, এতে তেল প্রবাহিত হল, তাকে চুলার উপর বসালেন এতে চুলা পূর্ণ হল। তালূত তাকে দেখে বললেন, তুমি জালূতকে হত্যা করতে পারলে আমার মেয়ের সাথে তোমার বিবাহ দিব। আমার রাজত্ব তোমাকে প্রদান করব। তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি তাকে হত্যা

করতে পারব। শামভীল (আঃ) তাকে বললেন, তুমি কি নিজে এমন কিছু করেছ যার ভিত্তিতে তাকে হত্যা করার সাহস করতে পার? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি ছাগল চরাতাম, কোন সময় ছাগল ধরার জন্য সিংহ, বাঘ, ভেড়িয়া আসলে আমি তার পাশে গিয়ে তার চোয়াল ধরে তার পিছনের সাথে লাগিয়ে দিতাম। তালূত এ কথা শুনে তাকে তার সৈন্যদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। দাউদ (আঃ) রাস্তায় এক পাথরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পাথর চিৎকার করে বলল, হে দাউদ! আমাকে উঠিয়ে নাও, আমি হারূণের পাথর, যা দ্বারা তিনি অমুক অমুক বাদশাহকে হত্যা করেছেন। তিনি সেটা ব্যাগে উঠিয়ে নিলেন। তিনি আবার অন্য এক পাথরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, পাথর চিৎকার দিয়ে বলল, হে দাউদ! আমাকে উঠিয়ে নাও, আমি মূসার পাথর, যা দ্বারা তিনি অমুক অমুক বাদশাকে হত্যা করেছেন। তিনি তাকে ব্যাগে উঠিয়ে নিলেন। তিনি আবার অন্য একটা পাথরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, পাথরটি বলল, হে দাউদ! আমাকে উঠিয়ে নিন, আমি আপনার ঐ পাথর, যা দ্বারা আপনি জালূতকে হত্যা করবেন। আপনার জন্য আল্লাহ্ আমাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তিনি পাথরটি ব্যাগে নিলেন।

তারপর সবাই যখন যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হল, তখন জালূত বের হল এবং মল্ল যুদ্ধের ডাক দিল। দাউদ তার ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি যুদ্ধের পোশাক পরিধান করে ঘোড়ায় চড়ে চললেন। তিনি অর্ধ রাস্তা যেতেই গৌরব মনে হল। তিনি দ্রুত বাদশার নিকট ফিরে আসলেন আশে-পাশের লোকেরা বলল, গোলাম ভয় পেয়েছে এবং ফিরে এসেছে। বাদশাহ তাকে বললেন, তোমার খবর কি? দাউদ বললেন, আল্লাহ্ যদি আমাকে সাহায্য না করেন, তাহলে এ যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে কোন লাভ হবে না। আপনি আমার ইচ্ছামত যুদ্ধ করার সুযোগ দিবেন। তালূত তাঁকে বললেন, ঠিক আছে তুমি তোমার ইচ্ছামত যুদ্ধ কর। তিনি তার ব্যাগটা ঘাড়ে নিলেন এবং রশি দ্বারা ঢেল নিক্ষেপ করা অস্ত্র নিলেন এবং জালূতের দিকে চললেন। জালূত তাদের মধ্যে খুব শক্তিশালী ছিল। সে একাই সৈন্যদলকে পরাস্ত করত। তার একটি লোহার খণ্ড ছিল যার ওযন ছিল তিনশত রিতল। তার খুব বড় মোটাতাজা সাদা-কালো একটি ঘোড়া ছিল। যখন জালূত দাউদের মোকাবেলা করার জন্য বের হল, তখন আল্লাহ্ জালূতের অন্তরে ভয় দিয়ে দিলেন। জালূত দাউদকে বলল, তুমি আমার মোকাবেলা করার জন্য বের হয়েছ? দাউদ বললেন, হ্যাঁ। জালূত তার ঘোড়ায় চড়ে ছিল। তার কাছে পূর্ণ যুদ্ধাস্ত্র ছিল। জালূত দাউদকে বলল, হে বৎস! তুমি পাথরের সাহায্যে রশির অস্ত্র দ্বারা আমার মোকাবেলায় যুদ্ধ করতে এসেছ? যেভাবে পাথর দ্বারা কুকুরকে তাড়ানো হয়? দাউদ বললেন, হ্যাঁ, তুমি কুকুরের চেয়ে খারাপ। জালূত ক্ষুদ্ধ হয়ে বলল, কোন সমস্যা নেই তোমার গোশত যমীনের হিংস্র প্রাণী ও আকাশের পাখির মধ্যে বণ্টন

করে দিব। দাউদ বললেন, আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ্ তোমার গোশতকে যমীনের হিংস্র প্রাণী ও আকাশের প্রাণীর মধ্যে বণ্টন করে দিবেন। তারপর ব্যাগ থেকে একটি পাথর নিলেন এবং বললেন, ঐ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি যিনি ইবরাহীমের মা'বূদ। তারপর পাথরটি রশির অস্ত্রে রাখলেন, দ্বিতীয় পাথরটি নিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি, যিনি ইসহাকের মা'বূদ। এরপর সেটি তার রশির অস্ত্রে রাখলেন। অতঃপর তৃতীয় ঢেলটি বের করলেন এবং বললেন, আমি আরম্ভ করছি, এমন আল্লাহ্‌র নামে যিনি ইয়াকূবের মা'বূদ। এ সময় পাথর তিনটি একটি পাথরে পরিণত হল। তারপর তিনি তার রশির অস্ত্র ঘুরালেন এবং পাথর নিক্ষেপ করলেন, আল্লাহ্ বাতাসকে পাথরের অনুগত করলেন পাথর তার নাকে গিয়ে লাগল। এতে তার মস্তক ছিদ্র হয়ে পিছন দিয়ে বের হয়ে গেল। তার পিছনে আরো ত্রিশজন লোক মারা গেল। একথাও বলা হয়েছে যে, পাথর জালূতকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে এবং সকল সৈন্যের গায়ে পাথরের টুকরা লাগে, এতে সকলেই মারা যায়। যেমনভাবে আমাদের নবীর কারামত হয়েছিল, বদর যুদ্ধে। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মুষ্টি মাটি ছুড়ে মারেন, এতে অমুসলিম সৈন্যদল পরাজিত হয়। এ সময় জালূত নিহত হয়ে পড়ে যায়। দাউদ দ্রুত তার নিকট যান ও তার মাথা কেটে নেন। তার হাত থেকে আংটি খুলে নেন। তার মাথা টেনে নিয়ে এসে তালূতের সামনে নিক্ষেপ করেন। সকল মুসলমান খুশী হন। তারা গনীমতের সম্পদ নিয়ে নিরাপদে নিজ দেশে ফিরে যান *(কাছাছুল আম্বিয়া, ২৭৪ পৃঃ; দুররে মানছূর ৭/১৫৫)*।

তালূত দাউদের এ অবস্থা দেখে হিংসা করে তাঁকে মারার ইচ্ছা করল। দাউদ বিষয়টি জানতে পারেন। দাউদ তার শোয়ার ঘরে মদের মশক প্রস্তুত করেন। তালূত দাউদের ঘরে প্রবেশ করেন। দাউদ পালিয়ে যান। তালূত মদের মশকের উপর আঘাত করলে মশকটি নষ্ট হয়ে যায় এবং মদ বয়ে পড়ে। তালূত বলেন, আল্লাহ্ দাউদের প্রতি রহম কর। দাউদ অধিক মদ পানকারী ছিল। পরের দিন দাউদ তার ঘরে আসলেন, তখন তিনি ঘুমন্ত। দাউদ (আঃ) তার মাথার পাশে ও দু'পায়ের পাশে দু'টি তীর রেখে দিয়েছেন। আর ডানে বামে দু'টি রেখেছেন। তালূত ঘুম থেকে উঠে তীরগুলি দেখে জানতে পারলেন, এ কাজ দাউদ করেছে। আল্লাহ্ দাউদের প্রতি দয়া করুক। আমি তার মাধ্যমে জয়ী হয়েছি, আবার আমি তাকে হত্যার ইচ্ছা করেছি। সে আমার মাধ্যমে সফল হয়েছে, তারপর সে আমার থেকে দূরে হয়েছে। একদা দাউদ পায়ে হেঁটে চলছিলেন, তালূত ঘোড়ায় ছিল। তালূত বলল, আজ দাউদকে হত্যা করব। তালূত ঘোড়া জোরে ছুটাল এতে দাউদ খুব ভয় পেল এবং একটি গর্তে ঢুকে পড়ল। আল্লাহ্ মাকড়সাকে গর্তের উপর জাল বানাতে বললেন, তালূত গর্তের পাশে পৌঁছল, দেখল সেখানে মাকড়সার জাল

রয়েছে। সে ভাবল ভিতরে দাউদ গেলে জাল ভেঙ্গে যেত। শেষ পর্যন্ত তালূত দাউদকে হত্যার পরিকল্পনা ত্যাগ করল। পরে তালূত নিহত হলে দাউদ (আঃ) বাদশাহ হলেন এবং আল্লাহ্ তাকে নবী করলেন *(দুররে মানছূর ১/৭৬৩ পৃঃ)*।

আইয়ূব (আঃ)-এর কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

অনুবাদ : 'আর স্মরণ কর আইয়ূবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু' *(আম্বিয়া ৮৩)*।

আইয়ূব (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : হাসান ও কাতাদা (রাঃ) বলেন, তিনি অসুস্থ অবস্থায় সাত বছর ও কয়েক মাস এইভাবে পড়েছিলেন। তাঁকে আবর্জনায় ফেলে দেয়া হয়েছিল। তাঁর দেহে পোকা হয়েছিল। আল্লাহ্ তাকে মুক্তি দান করেন ও পুরস্কার দেন। মুনাব্বিহ (রাঃ) বলেন, তাঁর দেহ থেকে সমস্ত গোশত খসে পড়েছিল। তিনি ছাইয়ের উপর পড়ে থাকতেন। তার কাছে শুধু একজন স্ত্রী ছিলেন। স্ত্রী বলেছিল, হে স্বামী! আপনি আল্লাহ্র কাছে কেন প্রার্থনা করেন না? তিনি বলেছিলেন, আমি ৭০ বছর সুস্থ ছিলাম। সুতরাং তিনি যদি আমাকে ৭০ বছর এই অবস্থায় রাখেন ধৈর্য ধারণ করি আল্লাহ্র জন্য। তবে এটা তো আল্লাহ্র জন্য খুবই অল্প সময়। স্ত্রী তাঁর জন্য শহরের বাইরে যেতেন এবং কিছু নিয়ে আসতেন। ফিলিস্তিনবাসী দু'জন লোক আইয়ূবের (আঃ) ভাই ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তাদের কাছে শয়তান গিয়ে বলে, তোমাদের ভাই আইয়ূব (আঃ) ভীষণ বিপদ গ্রস্ত ও কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তোমরা গিয়ে তাঁর খবর নাও এবং তোমাদের এখান থেকে কিছু মদ সঙ্গে নিয়ে যাও। ওটা তাঁকে পান করালেই তিনি আরোগ্য লাভ করবেন। তারা সত্যিই তাঁর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কে? তারা নিজেদের পরিচয় দিলে তিনি খুব খুশী হন। তারা বলেন, আমরা আপনার জন্য মদ নিয়ে এসেছি, যা আপনার জন্য ঔষুধ। তিনি শুনে বলেন, তোমরা শয়তানের কথা শুনে এসেছ। তোমাদের জিনিস আমার জন্য হারাম।

একদিনের ঘটনা, তাঁর স্ত্রী এক বাড়ীতে রুটি পাকিয়ে দিচ্ছিলেন, তাদের একটি শিশু ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখন বাড়ীর মালিক ঐ শিশুর অংশের ছোট রুটি দিয়ে

দেয়। তিনি রুটিটি নিয়ে আইয়ূব (আঃ)-এর নিকট আসলে তিনি বলেন, এ রুটি কার? পরে স্ত্রী ঘটনাটি বলে একটি শিশুর। তিনি বললেন, তুমি রুটি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। সম্ভবতঃ শিশুটি এখন জেগে উঠেছে এবং এই ছোট রুটিটির জন্য জিদ ধরেছে এবং কেঁদে সারা বাড়ীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। বাধ্য হয়ে তাঁর স্ত্রী রুটি ফিরিয়ে নিয়ে চললেন। ঐ বাড়ীর বারান্দায় একটি ছাগল বাঁধা ছিল। ছাগলটি তাঁকে জোরে এক টক্কর মারে। ফলে তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে যায় দেখো আইয়ূব (আঃ) কতবড় ভুল করে বসেছেন? অতঃপর তিনি উপরে উঠে গিয়ে দেখেন, সত্যিই শিশুটি রুটির জন্য কান্না জুড়ে দিয়েছে এবং বাড়ির লোকদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলেছে। এ দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আল্লাহ্ তা'আলা আইয়ূবের (আঃ) উপর দয়া করুন! অতঃপর তিনি রুটিটি তাদেরকে দিয়ে ফিরে আসেন। পথে শয়তান ডাক্তারের রূপ ধরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বলে, তোমার স্বামী অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন। দীর্ঘ দিন ধরে কঠিন রোগে ভুগছেন। তুমি বুঝিয়ে বল, তিনি যেন অমুক প্রতিমার নামে একটি মাছি মারেন। স্ত্রী তাঁকে এ কথা বললে, তিনি বলেন, তোমার উপর কলুষিত শয়তানের যাদু লেগে গেছে। সুস্থ হলে আমি তোমাকে একশ' চাবুক মারব।

একদা কোন কাজ না পেয়ে স্বামীর ক্ষুধার কথা চিন্তা করে তার চুল বিক্রি করে আইয়ূবের নিকট আসলে তিনি বলেন, তুমি এগুলো কোথায় পেলে? তিনি বলেন, এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীর। ঘটনাক্রমে দ্বিতীয় দিনও তাই হয়। আইয়ূব (আঃ) বললেন, অবশ্যই আমি এ খাবার খাব না, যতক্ষণ তুমি না বলবে কোথা থেকে এনেছ? তখন স্ত্রী মাথার কাপড় সরালে বুঝতে পারেন। তিনি অত্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। ঐ সময় তিনি বলেন, أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ 'হে আমার প্রতিপালক! আমি দুঃখ-কষ্টে আছি। আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু! *(আম্বিয়া ৮৩)*।

কতগুলো লোক তার কাছে আসলে তারা দুর্গন্ধ পাওয়ার কারণে দূর দিয়ে হাঁটে ঘৃণা করে। তাই তিনি এই দো'আ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উবায়েদ ইবনে উমাইর (রাঃ) বলেন যে, আইয়ূব (আঃ)-এর দু'টি ভাই ছিল। একদিন তারা তাঁকে দেখতে আসে। কিন্তু তাঁর শরীরের দুর্গন্ধ দেখে তারা নিকটে যেতে পারে না। তারা বলে যদি এর মধ্যে সততা থাকত, তাহলে এই কঠিন বিপদে পতিত হত না। তাই তিনি এই দো'আ করেন। বিভিন্ন কারণে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পান ফলে তিনি এমন দো'আ করেন, যার জন্য আল্লাহ্ তাঁকে মুক্তি দেন। তিনি সিজদায় পড়ে বলেন, হে আল্লাহ্! আমি ঐ পর্যন্ত সিজদা হতে মাথা উঠাব না, যে পর্যন্ত না আপনি আমার উপর আপতিত সমস্ত বিপদ দূর করবেন। তাঁর এই প্রার্থনা কবুল হয় এবং তিনি সিজদা হতে মাথা উঠানোর পূর্বেই তার সমস্ত বিপদ ও রোগ দূর হয়ে যায়।

অসুস্থতার কারণে তিনি স্ত্রীর হাত ধরে হাজত সারতেন। একদা স্ত্রীকে ডেকে পান না। অত্যন্ত কষ্ট হয়। আকাশ থেকে ডাক আসে, তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়। তুমি এই পানি পান কর এবং তাতে গোসল কর। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঐ সময় আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত হতে তাঁর জন্য হুল্লো নামক পোশাক পাঠিয়ে দেন। ওটা পরিধান করলে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যান। স্ত্রী এসে চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কে? এখানে একজন রুগ্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাকে কুকুর বা বাঘে খেয়ে ফেলেছে নাকি? তিনি উত্তরে বলেন, না। আমিই সেই আইয়ূব, আমি সুস্থ। কথিত আছে যে, তার সাথে তাঁর সম্পদ ও সন্তানাদি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ১৪/৩৬৮-৩৭২; রূহুল মা'আনী, তাফসীরে কুরতবী)*।

যুলকারনাইনের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنْ ذِيْ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا.

অনুবাদ : 'তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে; তুমি বলে দাও, আমি তোমাদের নিকট তার বিষয়ে বর্ণনা করবো' *(কাহফ ৮৩)*।

যুলকারনাইন সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : ইবনু আসাকির প্রণীত গ্রন্থে রয়েছে, যুলকারনাইন ছিলেন বিশ্বভ্রমণকারী সৎ ও নেককার মানুষ। যখন তিনি আদমের ঐ পাহাড়ে দাঁড়ালেন যেখানে তিনি আকাশ থেকে অবতরণ করেছিলেন। তার চিহ্নগুলির প্রতি লক্ষ্য করলেন। এ সময় খাযির (আঃ) তাকে বললেন, (তিনি ছিলেন তার বড় পতাকাবাহী) হে বাদশাহ! আপনার কি হয়েছে? তিনি বলেন, এতো মানুষের চিহ্ন। দু'পা, দু'হাত-এর স্থানে দেখছি কিছু আঘাত। আরো দেখছি, এ চিহ্নের আশে-পাশে অনেক দণ্ডায়মান শুসক গাছ। সেখান থেকে লাল পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সেগুলির একটি বিশেষ মান রয়েছে। খাযের তাকে বললেন, (খাযেরকে খুব জ্ঞান ও বুঝ দেয়া হয়েছিল)। আপনি দেখছেন না, বড় খেজুর গাছের বড় ঝুলন্ত পাতাটি? তিনি বললেন, হ্যাঁ তাতো দেখছি। খাযের বললেন, বড় খেজুর গাছের পাতা আপনাকে সে স্থানের কথা বলে দিচ্ছে। আর খাযের সব কিতাব পড়তেন। খাযের বললেন, হে বাদশাহ! আমি পড়ে দেখলাম, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ বলে এ কথাগুলি রয়েছে। এ বইটি মানুষের পিতা আদম

(আঃ)-এর পক্ষ থেকে। হে আমার সন্তান! আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা তোমাদের ও আমার শত্রু ইবলীস থেকে সতর্ক ও সাবধান থাক। যার কথা নরম আর উদ্দেশ্য খারাপ।

সে আমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস হতে মাটিতে নামিয়ে দিয়েছে। এক পাপের কারণে আল্লাহ্ দু'শত বছর আমার প্রতি লক্ষ্য করেননি। শেষ পর্যন্ত আমি মাটিতে মিশে গেলাম। আর এটাই আমার চিহ্ন। আমার চোখের পানিতে এ গাছগুলি হয়েছে। এ মাটির উপরেই তওবার আয়াত নাযিল করা হয়েছে। তোমরা অপমান হওয়ার পূর্বে তওবা কর। শয়তান তোমাদের নিকটে যত দ্রুত আসে, তার চেয়ে অতি দ্রুত তোমরা তওবা কর। যুলকারনাইন সেখানে অবতরণ করলেন এবং আদম (আঃ)-এর বসার জায়গা স্পর্শ করলেন। জায়গাটার ব্যবধান ছিল ১৮০ মাইল। তারপর তিনি গাছগুলি গণনা করলেন, সেগুলি হল ৯০০ শতটি। সবগুলি আদম (আঃ)-এর কান্নার কারণে যে চোখের পানি বের হয়েছিল, সে পানিতে গাছগুলি উৎপাদিত হয়েছিল। অতঃপর কাবীল যখন হাবীলকে হত্যা করে, তখন গাছগুলি শুকিয়ে গিয়েছিল। পরে চক্ষু হতে রক্ত-পানি ঝরে। এ সময় যুলকারনাইন খাযেরকে বললেন, চল যাই এ দৃশ্য দেখার পর আমরা আর দুনিয়া অন্বেষণ করব না *(দুররে মানছূর ৫/৪৮৩)*।

ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেন, রোম দেশের এক বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন। তিনি ছাড়া তার আর কোন ছেলে ছিল না। তাঁর নাম ছিল ইসকান্দার। তাকে যুলকারনাইন বলার কারণ হচ্ছে তার মাথার দু'পাশে ছিল তামা। অবশ্য তিনি ছিলেন নেককার বান্দা। তিনি যখন বড় হলেন, আল্লাহ্ তাকে বললেন, হে যুলকারনাইন! তোমাকে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছি। পৃথিবীর দৈর্ঘ্যের দু'মাথায় দু'টি সম্প্রদায় রয়েছে। প্রস্থের দু'মাথায় দু'টি সম্প্রদায় আছে। মধ্যে রয়েছে মানুষ, জিন ও ইয়াজূজ-মাজূজ। পৃথিবীর দৈর্ঘ্যের দু'মাথায় সূর্য ডুবার স্থানে এক সম্প্রদায় রয়েছে, যাদেরকে নাসিক বলা হয়। সূর্য উঠার স্থানে এক সম্প্রদায় রয়েছে, যাদেরকে মানসাক বলা হয়। পৃথিবীর প্রস্থের ডান প্রান্তে এক সম্প্রদায় রয়েছে, যাদেরকে হাবীল বলা হয়। বাম প্রান্তে এক সম্প্রদায় রয়েছে, যাদেরকে তাবীল বলা হয়।

যখন আল্লাহ্ যুলকারনাইনকে একথা বললেন, তখন যুলকারনাইন আল্লাহ্কে বললেন, হে আমার মা'বূদ! আপনি আমাকে এমন বড় কাজের আদেশ দিয়েছেন, যে কাজ আপনি ছাড়া কেউ করতে পারে না। আমার বিষয়টি ঐ সব উম্মতকে বলেন, যাদের নিকট আমাকে পাঠাচ্ছেন। কেমন শক্তি দ্বারা তাদের মোকাবিলা করব? কেমন দলের ভিত্তিতে তাদের উপর জয় লাভ করব? কোন কৌশলে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব। কোন ভাষায় তাদের সাথে কথা বলব। কিভাবে

আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব? কেমন করে তাদের কথা ধারণ করে রাখব? কেমন চক্ষু দ্বারা আমি তাদের উপর দৃষ্টি দিব? কি দলীল দ্বারা আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়ব? কেমন অন্তরে আমি তাদের কথা বুঝব? কেমন জ্ঞান দ্বারা আমি তাদের পরিচালনা করব? কেমন ইনছাফ দ্বারা আমি তাদের মাঝে ইনছাফ কায়েম করব। কেমন ধৈর্য দ্বারা আমি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করব? কেমন বিবেচনা দ্বারা আমি তাদের মাঝে ফায়ছালা করব? কেমন জ্ঞান দ্বারা আমি তাদের কাজ দৃঢ় করব? কেমন হাত দ্বারা আমি তাদের মাঝে শক্তি প্রয়োগ করব? কেমন পা দ্বারা আমি তাদের নিকট যাতায়াত করব? কেমন শক্তি দ্বারা আমি তাদের ঝগড়া মিটাব? কেমন সৈন্য দ্বারা আমি তাদের সাথে লড়ব? কেমন নম্র আচরণ দ্বারা আমি তাদের সাথে সদাচরণ করব?

হে আল্লাহ্! যা কিছু বললাম, আমার কাছে তার কোন কিছুই নেই যে, আমি তাদের সাথে মিলে যাব। তাদের মোকাবিলা করার কোন শক্তি-সামর্থ্য আমার নেই। আপনি এমন দয়াবান যে কাউকে তার শক্তির বাহিরে কোন কাজে লাগান না। আপনি কাউকে কষ্ট দেন না। কাউকে সম্ভবের বাইরে কোন কাজে লাগান না।

আল্লাহ্ যুলকারনাইনকে বললেন, আমি তোমাকে যে কাজে লাগাব, সে কাজের শক্তি দান করব। তোমার বক্ষ খুলে দিব, যেন তোমার বক্ষ সব কাজের জন্য প্রশস্ত হয়ে যায়। তোমার বুঝ স্পষ্ট করে দিব, যেন তুমি সবকিছু বুঝতে পার। তোমার জিহ্বা প্রশস্ত করে দিব, যেন তুমি সবকিছু বলতে পার। তোমার কান খুলে দিব, তুমি যেন সবকিছু ধরে রাখতে পার। তোমার চক্ষু প্রসারিত করে দিব, তুমি যেন সবকিছু বাস্তবায়ন করতে পার। তোমাকে কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতা দিবযেন তোমার সবকিছু মযবুত হয়ে যায়। সবকিছু তোমাকে ঘিরে দিব, যেন কোন জিনিস তোমার কাছ থেকে হারিয়ে না যায়। কোন জিনিস যেন ছুটে না যায়। তোমাকে আমি রক্ষা করব, কোন কিছু তোমার থেকে চলে যাবে না। তোমার পিঠ শক্তিশালী করব, যেন কেউ ভেঙ্গে দিতে না পারে। তোমার সাওয়ারী তোমার জন্য শক্তিশালী করে দিব, যেন কোন কিছু তোমাকে পরাজিত না করতে পারে। তোমার অন্তর কঠোর করে দিব, যেন কোন কিছু ভীতু না করতে পারে। তোমার বিবেককে মযবুত করে দিব, কোন কিছু যেন বিভীষিকায় না ফেলতে পারে। তোমার দু'হাত লম্বা করেছি, যা সবকিছুর উপর যাবে। ভীতি তোমার পোশাক করেছি কোন কিছু তোমার মধ্যে ভীতি সঞ্চার করতে পারবে না। আলো ও অন্ধকারকে তোমার জন্য অনুগত করেছি, তুমি সে দু'টিকে তোমার সৈন্যদের সাথে ব্যবহার করবে। সামনে যা থাকবে, সে ব্যাপারে নূর তোমার পথ দেখাবে। আর পিছনে যা থাকবে, সে ব্যাপারে অন্ধকার তোমাকে পিছন থেকে ঘিরে

রাখবে। যখন তাকে এভাবে বলা হল, তিনি জাতির দায়িত্ব পালনের জন্য সূর্য ডুবার স্থানে চলে গেলেন। তিনি সেখানে অসংখ্য লোকের একটি বড় দল দেখলেন, যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ গণনা করতে পারবে না। তারা এত শক্তিশালী যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না। তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন। যখন তিনি তাদের এ বড় দলকে এ অন্ধকারে দেখলেন। তিনি তার সৈন্য তিন ভাগ করলেন, চতুর্দিক থেকে তাদের ঘিরে ধরলেন, তাদের সবাইকে এক জায়গায় জমা করলেন। তারপর তিনি আলো নিয়ে তাদের ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র পথে তাঁর ইবাদত করার জন্য ডাকলেন। অনেকেই ঈমান আনল, অনেকেই বিরত থাকল। যারা তার থেকে সরে গেল তাদের উপর অন্ধকার চাপিয়ে দিলেন। অন্ধকার তাদের মুখ, নাক ও কানের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করল। অন্ধকার তাদের বাড়ী-ঘরে প্রবেশ করল। তাদেরকে তাদের উপর নীচ ও চতুস্পার্শ্ব ঘিরে নিল। এতে তারা দিশেহারা হয়ে গেল এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় করল। সবাই চিৎকার করে যুলকারনাইন-এর দিকে আসল। তিনি তাদের সামনে প্রকাশ হলেন এবং সবাকেই বলপূর্বক ধরে নিলেন।

সকলেই যুলকারনাইন-এর দাওয়াত কবুল করল। তিনি পশ্চিমাদের নিয়ে এক বিরাট সৈন্যদল বানালেন। তারপর তিনি তাদের নিয়ে বললেন, অন্ধকার তাদেরকে পিছন দিক থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। অন্ধকার তাদেরকে চর্তুদিকে ঘিরে ধরল। আর আলো তাকে পথ দেখায়। তিনি পৃথিবীর ডান প্রান্ত দিয়ে চলতে থাকেন। তিনি ইচ্ছা করেন পৃথিবীর ডান প্রান্তের এক সম্প্রদায় তাদেরকে হাবীল বলা হয়। আল্লাহ্ যুলকারনাইন-এর হাত, অন্তর, সিদ্ধান্ত লক্ষ্যকে অনুগত করে দিলেন। তার পরামর্শ ভুল হয় না। তার কর্ম তাকে দৃঢ় করে। তিনি সেই সম্প্রদায় নিয়ে চললেন। সম্প্রদায় তার পিছে পিছে চলল। যখন তিনি সমুদ্রের নিকট পৌঁছলেন। তক্তা দ্বারা নৌকা নির্মাণ করলেন। তিনি সৈন্য নিয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন। তিনি সমস্ত নদী ও সমস্ত সমুদ্র পার হয়ে গেলেন। তাঁর নৌকা খুলে ফেলে প্রত্যেকটি তক্তা একজন করে মানুষের হাতে দিলেন, যেন কারো বহন করতে কষ্ট না হয়। তিনি এভাবে চলতেই থাকলেন, শেষ পর্যন্ত হাবীল পৌঁছে গেলেন। তিনি হাবীলের লোকের সাথে ঐ সব দায়িত্ব পালন করলেন, যা করেছিলেন নাসিকের লোকের সাথে। যখন তাদের সাথে কাজ শেষ হল, তখন পৃথিবীর ডান প্রান্তের দিকে চললেন। তিনি সূর্য উদয় হওয়ার স্থানের পাশে মানুষকে নামিয়ে ঐ স্থানে পৌঁছলেন। তিনি সেখানে একটি বড় সৈন্যদল সংগ্রহ করলেন, যেমন করেছিলেন পূর্বের দু'স্থানে।

তারপর তিনি পৃথিবীর বাম প্রান্তের দিকে মুখ করলেন, তখন তিনি তাবীল নামক স্থানে পৌঁছার ইচ্ছা করেন। তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা হাবীলের সামনা সামনি ছিল। এ দু'স্থানের মাঝে গোটা পৃথিবী প্রস্থভাবে ছিল। যখন তিনি হাবীল নামক স্থানে পৌঁছলেন, পূর্বের মত সেখানেও দায়িত্ব পালন করলেন। সেখান থেকে অবসর হয়ে পৃথিবীর মাঝে যেসব মানুষ জিন ও ইয়াজূজ-মাজূজ রয়েছে, তাদের নিকট ফিরে গেলেন। তখন একদল নেককার মানুষ তাকে বললেন, হে যুলকারনাইন! এ দু'পাহাড়ের মাঝে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সমূহের এক শ্রেণীর সৃষ্টি রয়েছে, যারা প্রায় মানুষ সদৃশ। তবে চতুষ্পদ প্রাণীর সাথেই তাদের বেশী সাদৃশ্য। তারা ঘাস-পাতা খায়। তারা চতুষ্পদ প্রাণীও শিকার করে হিংস্রপ্রাণীর ন্যায়। তারা যমীনের সাপ-বিচ্ছু ও কীট-পতঙ্গ খেয়ে ফেলে। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি যে কোন প্রাণী তারা খায়। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির আর কোন প্রাণী এক বছরে অত বৃদ্ধি হয় না। তাদের যা বৃদ্ধি তাতে অচিরেই তারা পৃথিবী পূর্ণ করে দিবে। পৃথিবীবাসীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিবে। তারা পৃথিবীর উপর জয়ী হবে। তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। যখন থেকে আমরা তাদের প্রতিবেশী হয়েছি, আমরা তাদের দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে বছর পার হতে না হতেই তাদের প্রথম দলটি দু'পাহাড়ের মধ্য হতে বের হয়ে আসবে। আপনি আমাদের ও তাদর মাঝে একটি বাঁধ করে দেন। এতে আমরা আপনাকে কিছু করে দিব। যুলকারনাইন বললেন, আমার প্রতিপালক আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তা যথেষ্ট।

অতএব তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সহযোগিতা কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি দৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দিব *(কাহফ ৯৪-৯৫-এর তাফসীর)*। তোমরা পাথর, লোহা ও তামা নিয়ে এস। আমি তাদের দেশে যাব, আমি তাদের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত। আমি তাদের দু'পাহাড়কে অনুমাণ করছি। তিনি তাদের উপর দায়িত্ব পালনের জন্য চলে গেলেন। তিনি তাদের নিকট পৌঁছে গেলেন। তিনি তাদের দেশে চলে গেলেন। তাদের নারী-পুরুষের দৈর্ঘ্য একই। আমাদের হাতের নখের স্থানে থাবা মারার মত বড় বড় নখ রয়েছে। হিংস্র প্রাণীর দাঁতের মত তাদের দাঁত রয়েছে। উটের চোয়ালের মত তাদের শক্তিশালী চোয়াল রয়েছে। তারা খেলে উটের খাওয়ার মত শব্দ হয়। অথবা দাঁত ওয়ালা ষাঁড়ের কাটার মত অথবা শক্তিশালী ঘোড়ার চিবানোর শব্দ হয়। তাদের শরীরে প্রচুর লোম রয়েছে, যা তাদের শরীরকে ঢেকে রাখে। যা দ্বারা ঠাণ্ডা ও গরম থেকে বেঁচে থাকে। তাদের প্রত্যেকের বড় বড় দু'টি করে কান রয়েছে। দু'টির একটি পেট ও পিঠের উপর ওবারা আর অপরটি তার পেট ও পিঠে যাগবা। দু'টির একটি দ্বারা পরিধানের কাজ করে। আর অপরটি দ্বারা বিছানার কাজ করে। মরা ছাড়া তাদের নারী-পুরুষে পার্থক্য করা যায় না। তাদের কোন পুরুষ এক হাজার সন্তানের

পিতা না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না। তাদের নারী এক হাজার সন্তান প্রসবের পূর্বে মরে না। যখন এক হাজার সন্তান হয়ে যায়, তখন মরার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। গরমের সময় তাদের রুযী হচ্ছে সাপ। তারা নির্ধারিত সময়ে বৃষ্টি চায় যেমন অন্যরা চায়। এ সময় তাদের এক বছরের রুযী দেয়া হয়, যা তারা সারা বছর খেতে থাকে। বৃষ্টি হলে তারা সুন্দর হয়ে উঠে।

যখন যুলকারনাইন তাদের নির্ধারণ করতে পারলেন, তখন তিনি দু'পাহাড়ের দিক ফিরে গেলেন। তিনি তুরস্কের কোন এলাকা থেকে দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান অনুমান করলেন। দু'পাহাড়ের ব্যবধান ৩০০ মাইল হবে। তিনি সেখানে পাথর বসাতে লাগলেন এবং তামা গলিয়ে ঢালতে লাগলেন। ভিত গর্ত করলেন পানি পর্যন্ত। বাঁধের প্রস্থ ছিল ১৩০০ মাইল। তিনি বাঁধটি পাহাড়ের যমীনের সমতল করলেন। তিনি পাহাড়ের টুকরা ও গলা তামা দ্বারা পাহাড়ের চেয়ে কিছু উঁচা করলেন। তামা ও লোহা গলে একটি লাল খণ্ডের ন্যায় হয়ে গেল। তিনি কাজ শেষ করে মানুষ ও জিন সম্প্রদায়ের দিকে চললেন। এ সময় একটি নেককার সম্প্রদায় যুলকারনাইন-এর সামনে পেশ করা হল। তিনি তাদেরকে হক্ব পথ দেখান। তাদের মাঝে ইনছাফ কায়েম করেন। তিনি তাদেরকে ন্যায় পরায়ন পান। তিনি তাদের মাঝে সমতা কায়েম করেন। তারা পরস্পরের মাঝে ভালবাসা প্রতিষ্ঠা করে। তাদের অবস্থা একজনের অবস্থার মত হয়ে যায়। তাদের সবার কালেমা হয় এক। তাদের পবিত্রতা হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাদের পথ ও পন্থা হয় সঠিক। অন্তর হয় পরস্পরে ভালবাসায় পূর্ণ, তাদের বৈশিষ্ট্য উত্তম। তাদের কবর সমূহ হয় তাদের বাড়ীর সামনে। বাড়ীতে কোন দরজা লাগত না। কোন নেতার প্রয়োজন ছিল না। কোন বিচারকের প্রয়োজন ছিল না। তাদের মধ্যে ধনী-গরীব, রাজাধিরাজ, উত্তম-অনুত্তম ছিল না। তাদের মাঝে কোন তফাৎ ছিল না। তাদের মাঝে কোন মানের কম-বেশী ছিল না। পরস্পর ঝগড়া করত না। পরস্পরকে গালি দিত না, তারা মারামারি করত না। তাদের উপর দুর্ভিক্ষ আসত না। তারা পরস্পরকে ত্যাগ করত না। মানুষের নিকট যে সব বিপদ আসে, তা তাদের নিকট পৌঁছত না। মানুষের মধ্যে তাদের বয়স ছিল বেশী। তাদের মধ্যে মিসকীন ছিল না। তাদের মধ্যে কেউ কঠোর ও কর্কশভাষী ছিল না। তিনি তাদের বললেন, হে সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে তোমাদের অবস্থা বল। আমি সমগ্র পৃথিবীর জন্ম ও স্থির ঘিরে রেখেছি। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম, আলো ও অন্ধকার ঘিরে রেখেছি। তোমাদের মত আমি কাউকে পাইনি। তোমাদের খবর আমাকে বল।

তারা বলল, আপনার যা ইচ্ছা আমাদের জিজ্ঞেস করুন। তারা বলল, তোমাদের বাড়ীর দরজায় তোমাদের কবরের অবস্থা কি? তারা বলল, আমরা ইচ্ছা করেই

এটা করেছি। যেন আমরা মরণকে ভুলে না যাই। আমাদের অন্তর হতে কবরের স্মরণ যেন চলে না যায়। তিনি বললেন, তোমাদের বাড়ীর দরজা নেই কেন? আমাদের মাঝে কোন দুষ্ট ব্যক্তি নেই। আমাদের মাঝে সবাই নিরাপদ ও আমানতদার। তিনি বললেন, তোমাদের নেতা নেই কেন? তারা বলল, আমাদের মাঝে পরস্পর কোন যুলুম হয় না।

তোমাদের মাঝে বিচারক নেই কেন? আমরা ঝগড়া করি না। তোমাদের মাঝে কোন ধনী নেই কেন? আমরা পরস্পর অর্থ-সম্পদের গৌরব করি না। তোমাদের মাঝে কোন উত্তম-অনুত্তম নেই কেন? তারা বলল, আমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করি না। তোমাদের মাঝে পরস্পর ঈমানের কম-বেশী নেই কেন? তারা বলল, আমরা পরস্পর দয়াবান ও সম্পর্কের সমতা বজায় রাখি। তিনি বললেন, তোমরা পরস্পর ঝগড়া ও মতবিরোধ কর না কেন? তারা বলল, আমাদের অন্তরের ভাল বা মন্দের জন্য এবং আমাদের মাঝে সংশোধনী থাকার জন্য।

তোমরা পরস্পর মারামারি ও গালাগালি কর না কেন? তারা বলল, আমরা দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সাথে আমাদের মেজাজের উপর জয়ী হয়েছি। তোমাদের সবার একই কথা ও একটি সঠিক পথ কেন? আমরা পরস্পরকে মিথ্যা বলি না। আমরা পরস্পরকে ধোঁকা দেই না। আমরা পরস্পর গীবত করি না। তোমাদের পরস্পরের অন্তরে সাদৃশ্য নেই কেন? তোমাদের বৈশিষ্ট্য ইনছাফপরায়ণ কেন? তারা বলল, আমাদের বক্ষ পরিষ্কার এজন্য আল্লাহ্ আমাদের অন্তর হতে হিংসা-বিদ্বেষ তুলে নিয়েছেন। তোমাদের মাঝে ফকীর-মিসকীন নেই কেন? আমরা খাদ্য সমানভাবে বন্টন করি। তোমাদের মাঝে কঠোর ও কর্কশ নেই কেন? আমরা সবাই বিনয়ী। মানুষের মধ্যে তোমাদের বয়স সবচেয়ে বেশী কেন? আমরা পরস্পর হক্ব প্রদান করি এবং ইনছাফ কায়েম করি। তোমাদের উপর দুর্ভিক্ষ নেই কেন? আমরা ক্ষমা চাওয়া থেকে গাফিল থাকি না। তিনি বললেন, তোমাদের উপর কোন বিপদ-মুছীবত নেই কেন যেমন অন্যদের প্রতি রয়েছে? আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ভরসা করি না এবং তাকে ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে কাজ করি না।

তারপর যুলকারনাইন বললেন, তোমরা আমাকে বল, তোমাদের পিতামহ কি অনুরূপ করত? তারা বলল, হ্যাঁ। তারা তাদের দরিদ্রকে ভালবাসতেন, ফকীরদের প্রশস্ততার ব্যবস্থা করতেন। অত্যাচারীদের মাফ করতেন। যারা মন্দ আচরণ করত, তাদের সাথে ভাল আচরণ করতেন। যারা ভাল আচরণ করত, তাদের সাথে জাহেলী করতেন না। যারা গালি দিত তাদের জন্য তারা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতেন। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তারা আমানত

যথাস্থানে পৌঁছে দিতেন। তারা তাদের ছালাতের যথাযথ হেফাযত করতেন। তারা তাদের অঙ্গীকার পূরণ করতেন। তাদের ওয়াদা যথাযথভাবে পালন করতেন। তারা প্রতিশোধের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। তারা তাদের নিকটাত্মীয় হতে দূরে থাকতেন না। এজন্য আল্লাহ্ তাদের কাজকে সংশোধন করেছিলেন। যতদিন তারা বেঁচেছিলেন, আল্লাহ্ তাদের হিফাযত করেছিলেন। আল্লাহ্ এটাই হক মনে করেছিলেন যে, তাদের যারা স্থলাভিষিক্ত হবে, তারা যেন ভাল হয়। তখন যুলকারনাইন বলেছিলেন, আমি কোথাও স্থায়ীভাবে বাস করলে তোমাদের মাঝেই করতাম। কিন্তু আমাকে স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করার আদেশ দেয়া হয়নি *(দুররে মানছূর ৫/৪৩৯-৪৪ পৃঃ)*।

ইবনু জারীর হতে অন্য এক বর্ণনায় আছে, তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদের বললেন, যুলকারনাইন ছিলেন রোম দেশের এক যুবক। তিনি ইসকান্দারীয়াদের সন্তান ছিলেন। তিনি যখন পাহাড়ের পাশে গেলেন, তখন এমন এক সম্প্রদায় দেখলেন, যাদের মুখ ছিল কুকুরের মত (*ইবনে কাছীর বলেন, এটা ইসরাঈলী ঘটনা*)।

লোক্বমান হাকীম-এর কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ.

'আমি অবশ্যই লোক্বমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো নিজেরই জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত' *(লোক্বমান ১২)*।

লোক্বমান হাকীম সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

অত্র আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : আবু মুসলিম খাওলানী বলেন, লোক্বমান খুব চিন্তাশীল দাস ছিলেন। দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আল্লাহ্কে খুব ভালবাসতেন, আল্লাহ্ও তাকে খুব ভাল বাসতেন। এজন্য আল্লাহ্ তার প্রতি হিকমতের অনুগ্রহ করেছিলেন। দাউদ (আঃ)-এর আগে লোক্বমানকে খেলাফাত দেয়ার জন্য ডাকা হয়। তাকে বলা হল হে লোক্বমান! আল্লাহ্ তোমাকে খলীফা করতে চান। তুমি মানুষের মাঝে হক ফায়ছালা দিও। লোক্বমান বললেন, আল্লাহ্ যদি আমাকে জোর করে খেলাফত দেন কবুল করব। কারণ আমি জানি, তিনি আমাকে খেলাফত দিলে আমার সহযোগিতা করবেন। তিনি যদি আমার ইচ্ছার উপর রাখেন, তাহলে আমি খেলাফত

নিব না। নিরাপত্তা গ্রহণ করব, বিপদ চেয়ে নিব না। ফেরেশতা বললেন, হাকীম খুব কঠিন স্থানে থাকে। অত্যাচার তাকে চতুর্দিক থেকে ঘেরে নেয়। তখন সে অপমানিত হয়। সে সঠিক করলে বাঁচতে পারবে। আর ভুল করলে জান্নাতের পথ হারাবে। যে ইহকালে লাঞ্ছিত ছিল, সে পরকালে সম্মানিত হবে। আর যে ইহকালে সম্মানিত ছিল, সে পরকালে সম্মানিত হবে। ফেরেশতা তার সুন্দর কথায় খুব আশ্চর্য হলেন। তিনি একদিন ঘুমালে তার উপর হিকমত ঢেলে দেয়া হয়। তিনি ঘুম থেকে উঠে হিকমত সহকারে কথা বলেন। তারপর দাউদ (আঃ)-কে খেলাফতের জন্য বলা হয়। দাউদ (আঃ) তা গ্রহণ করেন। লোক্বমানের মত কোন শর্ত লাগান না। ফলে দাউদ (আঃ) ভুলে পতিত হন। একদা লোক্বমান হিকমত ও জ্ঞান দ্বারা দাউদের সাথে কথপোকথন করেন। তখন দাউদ (আঃ) বলেন, লোক্বমান তুমি ধন্য। কারণ তোমাকে হিকমত দেয়া হয়েছে। আর বিপদ-মুছীবত তোমার থেকে দূরে করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দাউদকে খেলাফত দেওয়া হয়েছে। এজন্য দাউদকে বিপদ-মুছীবত দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। *(ঘটনাটি কুরআনের বিপরীত। কারণ কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ দাউদকে রাজত্ব, হিকমত ও জ্ঞান দিয়েছেন। দ্রঃ বাক্বারাহ ২৫১)*।

খালিদ রাবঈ (রহঃ) বলেন, লোক্বমান ছিলেন একজন হাবশী ক্রীতদাস ও ছুতার। একদা তাঁর মনিব তাঁকে বলে, তুমি একটি বকরী যবেহ কর এবং ওর গোশতের উৎকৃষ্ট দু'টি টুকরা আমার কাছে নিয়ে এসো। তিনি হৃৎপিণ্ড ও জিহ্বা নিয়ে আসলেন। কিছুদিন পর পুনরায় তাঁর মনিব তাঁকে বকরীর গোশতের নিকৃষ্ট দু'টি খণ্ড আনতে বললেন। তিনি এবারও উক্ত দু'টি জিনিসই নিয়ে আসলেন। তাঁর মনিব তখন বললেন, ব্যাপার কি? এটা কি ধরনের কাজ হল? উত্তরে তিনি বললেন, এ দু'টি যখন ভাল থাকে, তখন দেহের কোন অঙ্গই এ দু'টির চেয়ে ভাল নয়। আবার এ দু'টি জিনিস যখন খারাপ হয়ে যায়, তখন সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস এ দু'টিই হয়ে থাকে।

বর্ণিত আছে, লোক্বমান হাকীমকে কোন একটি লোক জিজ্ঞেস করল, তুমি তো লোক্বমান, তুমি কি বানু হাসহাসের গোলাম নও? তিনি বলেন, হ্যাঁ। লোকটি আবার প্রশ্ন করল, তুমি কি বকরী চরাতে না? জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ। লোকটি কৃষ্ণ বর্ণের কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাতো দেখতেই পাচ্ছ। এখন তুমি কি বলবে বল। লোকটি বলল, তুমি তাহলে কি করে এমন মর্যাদার অধিকারী হলে? লোক্বমান বললেন, তাহলে শুন, আমি যা বলি তা মানবে- (১) হারাম জিনিস হতে চক্ষু বন্ধ রাখবে (২) জিহ্বাকে অশ্লীল কথা হতে সংযত রাখবে (৩) হালাল খাদ্য খাবে (৪) স্বীয় গুপ্তাঙ্গের হিফাযত করবে (৫) সত্য কথা বলবে (৬) অঙ্গীকার পূরণ করবে (৭) অতিথির সম্মান করবে (৮) প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখবে (৯) বাজে ও অনর্থক কাজ পরিহার করবে এবং (১০) বাজে কথা পরিত্যাগ করবে।

আবু দারদা (রাঃ) লোক্বমান হাকীমের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, লোক্বমান কোন বড় পরিবারের লোক ছিলেন না। ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন না। হ্যাঁ তবে তাঁর মধ্যে বহু উত্তম গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি ছিলেন চরিত্রবান, স্বল্পভাষী, চিন্তাশীল ও দূরদর্শী। তিনি দিনে শয়ন করতেন না, লোকজনের সামনে থুথু ফেলতেন না, মানুষের সামনে প্রস্রাব, পায়খানা ও গোসল করতেন না, তাঁর ছেলে মারা গেলে তিনি ক্রন্দন করেননি। তিনি বাদশাহ ও আমীরদের দরবারে একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই গমন করতেন যেন চিন্তা-গবেষণা এবং শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ লাভ হয়। এ জন্যই তিনি হিকমত লাভ করেছিলেন।

কাতাদা (রাঃ) একটি বিস্ময়কর কথা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, লোক্বমানকে নবুওয়াত ও হিকমতের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হলে তিনি হিকমতকেই গ্রহণ করেন। তখন রাত্রে তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিকট আগমন করেন এবং সারা রাত ধরে তাঁর উপর হিকমত বর্ষণ করতে থাকেন। সকাল হলে দেখা যায় যে, তাঁর মুখ দিয়ে যতগুলো কথা বের হচ্ছে, সবই জ্ঞানপূর্ণ কথা। তাঁকে নবুওয়াতের উপর হিকতকে পসন্দ করার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যদি আল্লাহ্ আমাকে নবী বানিয়ে দিতেন, তবে তো কোন কথাই থাকত না। আমি ইনশাআল্লাহ্ নবুওয়াতের দায়িত্ব ভালভাবেই পালন করতে পারতাম। কিন্তু যখন আমাকে নবুওয়াত ও হিকমতের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার এখতিয়ার দেয়া হল, তখন আমি ভয় পেলাম যে, হয়তো নবুওয়াতের দায়িত্ব আমি ভালরূপে পালন করতে পারব না। তাই আমি হিকমতকেই গ্রহণ করলাম *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ১৫/৬৬৯-৬৭১)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূরা লোক্বমানের ১৬নং আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, পৃথিবী রয়েছে একটি মাছের উপর। মাছটি রয়েছে সমুদ্রের উপর। সমুদ্র রয়েছে একটি সবুজ পাথরের উপর। আর পানি সবুজ হয়েছে ঐ সবুজ পাথরের কারণে। তিনি একথাও বলেন, পাথরটি রয়েছে গরুর সিং-এর উপর। আর গরুটি রয়েছে একটি ভিজা মাটির উপর। আর ভিজা মাটি কিসের উপর রয়েছে তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না *(দুররে মানছূর ৬/৫২৩)*।

বাড়ী থেকে বের হওয়া লোকদের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُواْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوْتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُوْنَ.

অনুবাদ : 'তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি? মৃত্যু বিভীষিকাকে এড়াবার জন্য যারা নিজেদের গৃহ হতে বের হয়েছিল? অথচ তারা ছিল সংখ্যায় অনেক। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন, তোমরা মর। পুনরায় তিনি তাদেরকে জীবন দান করলেন। নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না' *(বাক্বারাহ ২৪৩)*।

বাড়ী থেকে বের হওয়া লোকদের সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেন, বানী ইসরাঈলের কিছু লোক খুব বড় ও কঠিন বিপদে পড়েছিল। তারা বলেছিল হায় আফসোস! আমরা যদি মারা যেতাম তাহলে আরাম পেতাম। তখন আল্লাহ্ হিযকীল নবীকে বললেন, তোমার সম্প্রদায় বিপদ থেকে মুক্তি পেতে চায়। তারা মনে করে, তারা মারা গেলে শান্তি পাবে। মরণে তাদের কেন শান্তি রয়েছে? তারা কি মনে করে, তাদের মরণের পর আমি পুনরায় জীবিত করতে পারব না? যারা যে এসব মন্তব্য করে, তারা ছিল ৪ হাজার। আল্লাহ্ হিযকীল নবীকে নির্দেশ দেন তুমি বল, হে গলিত অস্থিগুলো! আল্লাহ্র আদেশে তোমরা একত্রিত হয়ে যাও। অতঃপর প্রত্যেক শরীরের অস্থি কাঠামো দাঁড়িয়ে গেল। এরপর তার উপর আল্লাহ্ নির্দেশ হল- তুমি বল, হে অস্থিগুলো! আল্লাহ্র আদেশে তোমরা গোশত শিরা ইত্যাদি তোমাদের উপর মিলিয়ে নাও। অতঃপর ঐ নবীর চোখের সামনে এটাও হয়ে গেল। এরপর তিনি আল্লাহ্র আদেশে আত্মাগুলোকে সম্বোধন করে বললেন, হে আত্মা! তোমরা আল্লাহ্র আদেশে নিজ নিজ দেহের ভিতর প্রবেশ কর। সঙ্গে সঙ্গে এক সাথে তারা যেমন মারা গিয়েছিল, তেমনি এক সাথে জীবিত হল। তারা আল্লাহ্র আদেশে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, এরা ছিল বানী ইসরাঈলের এক সম্প্রদায়। তাদের উপর কলেরা রোগ এসেছিল। ধনীরা সেখান থেকে চলে যায়, আর গরীব লোকেরা সেখানে থেকে যায়। যারা থেকে যায়, তাদের মাঝে খুব লড়াই হয়। আর যারা চলে যায়, তারা নিরাপদে থাকে। এতে বিপথগামী লোকেরা বলে, আমরা চলে গেলে বেঁচে যেতাম। আল্লাহ্ তাদের জমা করে তাদের উপর মরণ দেন। তারা সব গলিত হাড়ে পরিণত হয়। গ্রামবাসীরা এসে তাদের হাড়গুলি জমা করে। এক সময় কোন নবী সেখান দিয়ে গমনকালে বলেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি চাইলে এদের জীবিত কর। তোমার দেশ আবাদ কর, তারা তোমার ইবাদত করবে। তিনি এ কথাগুলি বলতেই হাড়গুলি প্রস্তুত হল। তারপর তিনি কথা বললেন, তখন হাড়গুলিতে গোশত লাগানো হল। তারপর তিনি কথা বললেন, তারা উঠে বসে তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করল। তারপর বলা হল,

তাদেরকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় হত্যা করা হয়েছিল। তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ *(দুররে মানছূর, ১/৭৪২-৭৪৩)*।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, যারা বাড়ী থেকে বের হয়েছিল, তারা একটি বড় দল ছিল। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করা হতে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ্‌ তাদের মরণ দিয়ে মরণের স্বাদ গ্রহণ করান। কারণ তারা মরব না বলেই পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ্‌ তাদের জীবিত করে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করেন। এটাই আল্লাহ্‌ বলেছেন, তাদেরকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত করা হয়েছিল। মনে রেখ আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। *(এসব বর্ণনা বাতিল)*। মূল কথা এরা কারা? তারা কতজন ছিল? তারা কোথা থেকে বের হল? কোথায় গেল? এগুলি আল্লাহ্‌র বলা উদ্দেশ্য নয়। বরং আল্লাহ্‌ মরা মানুষকে জীবিত করতে পারেন এটা দেখানো উদ্দেশ্য।

ঈসা (আঃ)-এর মায়েদা সম্পর্কিত কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُواْ اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ قَالُواْ نُرِيْدُ أَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ قَالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّيْ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ.

অনুবাদ : ‘(স্মরণ কর) যখন হাওয়ারীরা বলল, হে ঈসা ইবনু মারইয়াম! আপনার প্রতিপালক কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আকাশ হতে কিছু খাদ্য প্রেরণ করবেন? ঈসা বললেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। তারা বলল, আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তা থেকে আহার করি এবং আমাদের অন্তর সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যায়, আর আমাদের এই বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয় যে, আপনি আমাদের নিকট সত্য বলেছেন এবং আমরা এর প্রতি বিশ্বাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। ঈসা দো‘আ করলেন, হে আল্লাহ্‌! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি আকাশ হতে খাদ্য অবতীর্ণ করুন যেন ওটা আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে এবং যারা পরে সকলের জন্য একটা আনন্দের বিষয় হয় এবং আপনার পক্ষ হতে নিদর্শন হয়ে থাকে। আর আমাদেরকে খাদ্য প্রদান করুন। বস্তুতঃ আপনি তো সর্বোত্তম প্রদানকারী। আল্লাহ্‌ বললেন, আমি এই খাদ্য

তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করব, অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে এর অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব যে, বিশ্বাবাসীদের মধ্যে ঐ শাস্তি আর কাউকেও দেব না' (*মায়েদাহ ১১২-১১৫*)।

ঈসা (আঃ)-এর মায়েদা সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রাঃ) বলেন, যখন ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী হাওয়ারীরা ঈসা (আঃ)-এর নিকট খাবারের খাঞ্চা চাইল, ঈসা (আঃ) এটা খুব অপসন্দ করলেন। বললেন, আল্লাহ্ যমীনে যে রুযী দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট হও। আসমান হতে খাবারের খাঞ্চা চেয়ো না। যদি আকাশ হতে তোমাদের জন্য খাবার খাঞ্জা অবতীর্ণ হয়, তাহলে এটা তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন হয়ে যাবে। আর ছামূদ সম্প্রদায় নিদর্শন চেয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এ নিদর্শন দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় এবং তাতে তারা ধ্বংস হয়। কিন্তু তারা ঈসা (আঃ)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের জন্য দো'আ করেন, তিনি দাঁড়িয়ে পশমের কাপড় নিক্ষেপ করলেন এবং কাল কাপড় পরিধান করলেন। পশমের জুব্বা পরলেন। তারপর ওযূ ও গোসল করলেন। ছালাতের স্থানে প্রবেশ করে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী ছালাত আদায় করলেন। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন, পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। দু'পা মিলিয়ে কাতার সোজা করলেন। টাখনুর সাথে টাখনু লাগালেন, আঙ্গুলগুলি সামনা সামনি করলেন। ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখলেন, চক্ষু নীচু করলেন। ভয়-ভীতি নিয়ে মাথা নত করলেন। দু'চোখের পানি দু'গালের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকল। দাড়ির উপর চোখের পানি ফোঁটা ফোঁটা পড়তে থাকল। চোখের পানিতে মুখের সামনের দিকের মাটি ভিজে গেল। এ অবস্থায় তিনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের উপর আকাশ থেকে খাবার অবতীর্ণ কর। তখন আল্লাহ্ একটি লাল খাবার খাঞ্চা দু'টি মেঘখণ্ডের মধ্য দিয়ে অবতীর্ণ করলেন। এ সময় তারা সকলেই লক্ষ্য করেছিল, আকাশ থেকে খাবারের দস্তরখানা নেমে আসছে। অপরদিকে ঈসা (আঃ) ভয়ে ভীত হয়ে কাঁদছেন। কারণ তারা খাবার খেতে পাবার পর আল্লাহ্কে না মানলে, আল্লাহ্ তাদের এমন শাস্তি দিবেন যা পৃথিবীর কাউকে কোন দিন দেননি। তিনি ঐ স্থানেই দো'আ করে বলছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি খাবার খাঞ্চা তাদের জন্য রহমত স্বরূপ কর, শাস্তি স্বরূপ কর না। হে আমার প্রতিপালক! তোমার নিকট কত আশ্চর্য কিছু চেয়েছি, তা তুমি দিয়েছ। হে আমাদের মা'বূদ! তুমি আমাদেরকে শুকরিয়া আদায়কারী কর। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই যে, তুমি খাবার খাঞ্চা আমাদের জন্য গযব কর না। হে

আমাদের প্রতিপালক! তুমি সেটাকে নিরাপদ ও শান্তি স্বরূপ কর। পরীক্ষামূলক কর না। তিনি সর্বদা দো'আ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত খাবারের খাঞ্জাটি ঈসা (আঃ)-এর সামনে এসে থেমে গেল। তাঁর অনুসারী হাওয়ারীগণ খাদ্যের এমন সুগন্ধি পেতে লাগল, যা পূর্বে কখনও পায়নি। ঈসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদায় পড়ে গেলেন। কারণ আল্লাহ্ তাদেরকে এমনভাবে রুযী দিয়েছেন এবং এত উন্নতমানের রুযী দিয়েছেন যা তারা কোন দিন হিসাবই করেনি। তারা এটাকে বড় ধরনের নিদর্শন মনে করে যাতে রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় উপদেশ। আর ইহুদীরা এসে দেখে আশ্চর্য ব্যাপার। এদেরকে অনেক কিছুর অধিকারী করা হয়েছে। তারা খুব রাগান্বিত হয়ে ফিরে গেল। ঈসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ খাবার খাঞ্চার চর্তুপাশে বসলেন, দেখলেন তা রুমাল দিয়ে ঢাকা রয়েছে। ঈসা (আঃ) বললেন, রুমাল কে উঠাবে? কে নিজেকে দৃঢ় মনে করে? যে তার প্রতিপালককে বিপদের সময় অনুভব করতে পারে, সে যেন এ রুমাল উঠায়। আমরা খাদ্য দেখব, যা আমাদেরকে রুযী হিসাবে প্রদান করেছেন এবং আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করব। ।

অনুসারীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রূহ ও কালেমা! আপনি আমাদের মধ্যে উত্তম, আপনি আমাদের মাঝে রুমাল উঠানোর বেশী হক রাখেন। ঈসা (আঃ) উঠলেন এবং নতুন করে ওযূ করে ছালাতের স্থানে প্রবেশ করলেন এবং কিছু ছালাত আদায় করলেন। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে কান্নাকাটি করলেন। আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে খাদ্যের উপর হতে রুমাল উঠানোর অনুমতি চাইলেন এবং বিনয়ী হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! এ খাদ্যে আমার ও আমার সম্প্রদায়ের জন্য বরকত দাও, আর একে রুযী হিসাবে দাও। তারপর ফিরে গিয়ে খাবার খাঞ্চার পাশে বসলেন এবং রুমাল উঠালেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি, যিনি উত্তম রুযীদাতা। তারপর রুমালটি খাঞ্চা হতে সরিয়ে নেয়া মাত্রই দেখলেন, বড় ভুনা মাছ। যার গায়ে কোন আঁশ নেই, যার মধ্যে কোন কাঁটা নেই। মাছ হতে ঘি চুয়ে পড়ছে। পিয়াজ মিশ্রিত দুর্গন্ধময় তরকারী ছাড়া সবধরনের তারকারী মাছটিতে ঘিরে রয়েছে। মাছের মাথার দিকে ঝোল রয়েছে। মাছের লেজের দিকে লবণ রয়েছে। আর সবজির চতুর্দিকে পাঁচটি রুটি রয়েছে। তার একটির উপর রয়েছে যায়তুন। অপরটির উপর রয়েছে খেজুরসমূহ। আরগুলির উপর রয়েছে পাঁচটি ডালিম। শামাউন নামক অনুসারী যিনি হাওয়ারীদের সরদার তিনি ঈসা (আঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রূহ ও তাঁর কালিমা! এটা কি পৃথিবীর খাদ্য, না এটা জান্নাতের খাদ্য? ঈসা (আঃ) বললেন, তোমরা যেসব নিদর্শন দেখ, এ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু জিজ্ঞেস কর না। আমার ভয় হচ্ছে এসব নিদর্শন অবতীর্ণ হওয়াতে তোমাদের শাস্তি হতে পারে। শামাউন তাঁকে

বললেন, ইসরাঈলের মা'বূদের কসম! হে বাঞ্জবীর সন্তান! আমরা এ জিজ্ঞাসা দ্বারা তেমন কিছু ইচ্ছা করিনি। ঈসা (আঃ) বললেন, এ খাদ্য দুনিয়ার নয়, জান্নাতেরও নয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রবল ক্ষমতা দ্বারা আকাশের ফাঁকা স্থানে তৈরী করেছেন। তিনি বলেছেন হও, মুহূর্তের মধ্যে এ খাদ্য তৈরী হয়েছে। তোমরা যা চেয়েছিলে, তা আল্লাহ্র নামে খাও। তোমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা। তিনি তোমাদের রুযী কম-বেশী করেন। তিনি উদ্ভাবনকারী, তিনি ক্ষমতাশীল, শুকরিয়া আদায়ের অধিকারী। তারা বলল, হে ঈসা (আঃ)! আমরা মনে করি যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে এ নিদর্শনের সাথে আরো নিদর্শন দেখাবেন।

ঈসা (আঃ) বললেন, সুবহানাল্লাহ তোমরা এ নিদর্শনকেই যথেষ্ট মনে কর। আর কোন নিদর্শন চেয়ো না। আবার ঈসা (আঃ) মাছের নিকট ফিরে আসলেন এবং বললেন, হে মাছ! তুমি আল্লাহ্র আদেশে যেমন ছিলে তেমন জীবিত হয়ে যাও। আল্লাহ্ তাঁর ক্ষমতায় মাছ জীবিত করলেন। মাছ নড়ে উঠল এবং আল্লাহ্র আদেশে তাযা হয়ে গেল। সিংহ যেমন মুখ নড়ায় সেভাবে মুখ নড়াতে লাগল। তার দু'চোখ ঘুরাতে লাগল। চোখে পশমও রয়েছে। তার গায়ের আঁশগুলি ফিরে এসেছে। সম্প্রদায় তা দেখে ভয় পেল। ঈসা (আঃ) তাদের এ অবস্থা দেখে বললেন, তোমাদের কি হল? তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শন দেখতে চাও, আবার আল্লাহ্ যখন তোমাদের নিদর্শন দেখান তোমরা তা অপসন্দ কর। আমার ভয় হচ্ছে তোমরা যা করছ, তাতে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। হে মাছ! তুমি যা ছিলে তাই হয়ে যাও। আল্লাহ্র আদেশে জীবিত মাছ ভুনা মাছে পরিণত হল। তারা বলল, হে ঈসা (আঃ)! আপনি আগে খাওয়া আরম্ভ করুন, তারপর আমরা খাব। ঈসা (আঃ) বললেন, আমি আগে খাওয়া হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই। যারা আকাশ থেকে খাবার চেয়েছে, তারাই আগে খাবে। হাওয়ারী ও তাঁর অনুসারীরা ঈসা (আঃ)-কে খাওয়ার ব্যাপারে বিরত দেখে ভয় করল। খাদ্য অবতীর্ণ হওয়া ও তা খাওয়া আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। তারা খাওয়া হতে বিরত থাকল। ঈসা (আঃ) তাদের এ অবস্থা দেখে ফকীর ডাকলেন এবং তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের রুযী খাও এবং তোমাদের নবীর দাওয়াত কবুল কর। তোমরা ঐ আল্লাহ্র প্রশংসা কর, যে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য খাদ্য অবতীর্ণ করেছেন। যা তোমাদের জন্য খুশীর বিষয়, আর অন্যদের জন্য শাস্তির বিষয়। তোমরা বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া আরম্ভ কর। আল্লাহ্র প্রশংসা করে খাওয়া শেষ কর। তারা তাই করল। এক হাজার তিন শত নারী-পুরুষ সে খানা খেল। তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে ঢেকুর ছাড়তে লাগল। ঈসা (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণ দেখলেন, খাদ্য আকাশ থেকে যে পরিমাণ নাযিল হয়েছে, তাই আছে। বিন্দুমাত্র কমল না।

তারপর খাবারের খাঞ্চা আকাশে উঠিয়ে নেয়া হল এবং তারা সকলেই দেখতে থাকল। আর যেসব ফকীর খাদ্য খেয়েছিল, তারা সবাই ধনী হয়ে গেল। তারা দুনিয়া ত্যাগ করা পর্যন্ত ধনী থাকল। আর হাওয়ারীরা যারা খেতে অস্বীকার করল তাদের অন্তরে অফসোস, দুঃখ-ব্যথা থাকল মৃত্যু পর্যন্ত। তারপর যখন খাবার খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়, তখন বানী ইসরাঈলদের ধনী-গরীব, ছোট-বড়, সুস্থ-অসুস্থ সবাই খাদ্য নেয়ার জন্য ভিড় জমায়। তারপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একদিন অবতীর্ণ হয়, আর একদিন অবতীর্ণ হয় না। এভাবে ৪০ দিন অবতীর্ণ হতে থাকে। সকাল ৯-টা বা ১০-টার দিকে খাবার অবতীর্ণ হত। তারা খেতে থাকা পর্যন্ত খাবার প্রস্তুত থাকত। তারা যখন খাওয়ার পর দুপুরে আরাম করত, তখন খাদ্য আল্লাহ্‌র আদেশে আকাশে উঠে যেত। তারা যমীনে তার ছায়া দেখতে পেত। তারপর ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হয়ে যেত। অতঃপর ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ অহী করে জানালেন, আমি খাবারের খাঞ্চা পাঠিয়েছি গরীব, ফকীর, মিসকীন ও ইয়াতীমদের জন্য, ধনীদের জন্য নয়। এ কথা শুনে ধনী মানুষেরা সন্দেহ করল। তারা নিজের ব্যাপারে অভিযোগ করল। ঐ খাদ্যের ব্যাপারে অপসন্দনীয় কথা ছড়াতে লাগল। এ ব্যাপারে শয়তান আল্লাহ্ভীরু লোকদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল।

শেষ পর্যন্ত তারা ঈসা (আঃ)-কে বলল, আপনি আমাদেরকে বলুন, আকাশ থেকে খাবারের খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি কি সত্য? কারণ বহু মানুষ সন্দেহ পোষণ করছে। তখন ঈসা (আঃ) বললেন, তোমরা ধ্বংস হতে চলেছ। কারণ তোমরা তোমাদের নবীর কাছে বলেছিলে, তোমাদের নবী যেন প্রতিপালকের কাছে খাবার চায়। যখন আল্লাহ্ দয়া করে তোমাদের প্রতি খাবার অবর্তীণ করলেন এবং অনেক নিদর্শন দেখালেন, তোমরা তা অস্বীকার করলে এবং তাতে সন্দেহ পোষণ করলে। তোমরা এখন শাস্তির সংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতি এখন শাস্তি অবতীর্ণ হবে। তবে যদি আল্লাহ্ দয়া করেন। আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-কে অহী করে জানালেন, যারা খাবার খেয়ে তা অস্বীকার করেছে, তাদের আমি এমন শাস্তি দিব যা পৃথিবীর কোন মানুষকে দেইনি। সন্দেহ পোষণকারীরা রাতে স্বপরিবারে নিরাপদ বিছানা গ্রহণ করল। আল্লাহ্ রাতের শেষে তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে শূকর ও বানর করে দিলেন। তারা সকাল করল পায়খানা ও অপবিত্র খুঁজা অবস্থায়। *(এগুলো ভিত্তিহীন কাহিনী। দ্রঃ সা'দ ইউসুফ, মওযূ'আত, পৃঃ ২৩৩-২৩৬)*।

তূবা বৃক্ষের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

اَلَّذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوْبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ.

অর্থ : 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, কল্যাণ ও শুভ পরিণাম তাদেরই' *(রা'দ ২৯)*।

তূবা বৃক্ষ সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রাঃ) বলেন, জান্নাতে তূবা নামক একটি গাছ রয়েছে, যার ছায়ায় আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তবুও তা শেষ হবে না। তার সতেজতা ও শ্যামলতা উন্মুক্ত বাগানের ন্যায়। গাছের পাতাগুলি অতি চমৎকার, শাখাগুলি আম্বর, কঙ্করগুলি ইয়াকূত, মাটি কর্পূর এবং ওর কাদা মিশ্‌ক। মূল শিকড় হতে মদ্য, দুধ এবং মধুর নহর প্রবাহিত হবে। নীচে জান্নাতীদের মজলিস অনুষ্ঠিত হবে। জান্নাতীরা তার নীচে উপবিষ্ট থাকবে এমতাবস্থায় ফেরেশতাগণ তাদের কাছে উষ্ট্রীর পাল নিয়ে আগমন করবেন। উষ্ট্রীসমূহের যিঞ্জিরগুলি সোনা দ্বারা নির্মিত হবে। সেগুলির চেহারা প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তাদের লোম রেশমের মত নরম হবে। ওদের উপর ইয়াকূতের মত গদি থাকবে, যাতে সোনা জড়ানো থাকবে, রেশমের ঝুল থাকবে। ফেরেশতাগণ উষ্ট্রীগুলি ঐ জান্নাতী লোকদের সামনে পেশ করবেন এবং বলবেন, এই সওয়ারীগুলি আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ আপনাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তারা তখন ঐ উষ্ট্রীগুলির উপর সওয়ার হয়ে যাবে। উষ্ট্রীগুলির চলার গতি হবে পক্ষীর ন্যায় দ্রুত। তারা আল্লাহ্র চেহারা দেখতে পাবে। জান্নাতীরা তাদের প্রতিপালকের চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলবে, اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَحَقٌّ لَّكَ الْجَلاَلُ وَالْإِكْرَامُ. 'হে আল্লাহ্! আপনি শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি এবং মহিমা ও মর্যাদা আপনারই প্রাপ্য'। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, اَنَا السَّلاَمُ وَمِنِّيْ السَّلاَمُ وَعَلَيْكُمْ حَقَّتْ رَحْمَتِيْ وَمُحَبَّتِيْ مَرْحَبًا بِعِبَادِيْ الَّذِيْنَ خَشُوْنِيْ بِغَيْبٍ وَاَطَاعُوْا اَمْرِيْ. 'আমি শান্তি, আমার থেকেই শান্তি এবং আমার করুণা ও প্রেম তোমাদের প্রাপ্য হয়ে গেছে। আমার ঐ বান্দাদেরকে মুবারকবাদ, যারা আমাকে না দেখেই ভয় করেছে এবং আমার নির্দেশ মেনে চলেছে'। জান্নাতীরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার যথাযোগ্য ইবাদত করতে পারিনি। সুতরাং আমাদেরকে আপনার সামনে সিজদা করার অনুমতি দিন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বলবেন, এটা পরিশ্রম

করার জায়গা নয় এবং ইবাদতের জায়গাও নয়। এটা তো শুধু সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের জায়গা। ইবাদতের কষ্ট শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু মজা উপভোগ ও আমোদের দিন এসেছে। যা ইচ্ছা চাও, পাবে।

খলিদ ইবনু মা'দান (রাঃ) বলেন, জান্নাতের একটি গাছের নাম তূবা। তাতে স্তন রয়েছে, যা থেকে জান্নাতী শিশুরা দুধ পান করে থাকে। যে গর্ভবতী নারীর পেটের সন্তান অপূর্ণ অবস্থায় পড়ে গিয়েছে সেই সন্তান ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত জান্নাতের নহরে অবস্থান করবে। অতঃপর তাকে চল্লিশ বছর বয়স্ক করে উঠানো হবে এবং সে পিতা-মাতার সাথে জান্নাতে থাকবে *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ১২/৩০৪-৩০৯)*।

নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী যয়নাবের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُوْلاً مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا.

অনুবাদ : ‘স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও তার প্রতি অনুগ্রহ করেছ। তুমি তাকে বলছিলে, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রাখছ, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্কে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। অতঃপর যায়েদ যখন তার সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমণীকে বিয়ে করায় মুমিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে। আল্লাহ্ নবীর জন্যে যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার জন্যে কোন বাধা নেই। পূর্বে যেসব নবী অতীত হয়ে গেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত’ *(আহযাব ৩৭-৩৮)*।

নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী যয়নাব সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়েদ ইবনু হারেছার বাড়ীতে আসলেন তাকে খোঁজার জন্য। (অবশ্য তাকে যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদও বলা হত)। তিনি তাকে পেলেন না। যায়েদের স্ত্রী জাহশের মেয়ে যয়নাব নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন যায়েদের স্ত্রী বললেন, যায়েদ এখানে নেই, হে আল্লাহ্ রাসূল! আপনি ভিতরে আসুন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভিতরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যয়নাব আশ্চর্যের মধ্যে ফেলে দিলেন। তিনি গুনগুন শব্দে কি বলতে বলতে চলে গেলেন। তা বুঝা সম্ভব হচ্ছিল না। তবে তিনি জোরে বলছিলেন, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানা মুছাররিফিল কুলূব। যায়েদ বাড়িতে আসলে তার স্ত্রী তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার বাড়ীতে এসেছিলেন। যায়েদ তার স্ত্রীকে বললেন, তুমি তাঁকে বাড়ীর ভিতরে আসার জন্য অনুরোধ করনি? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, আমি তাঁকে ভিতরে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তিনি নাকচ করেছেন। আমি তাঁর চলে যাওয়ার সময় কিছু শুনেছি। কিন্তু বুঝতে পারিনি। আর যা বুঝেছি তা হল সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানা মুছাররিফিল কুলূবে। তখন যায়েদ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি অবগত হলাম আপনি আমার বাড়ী গিয়েছিলেন, আপনি আমার বাড়ীর ভিতরে গেলেন না কেন? সম্ভবতঃ যয়নাব আপনাকে আশ্চর্যের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমি তাকে তালাক দিব। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়েদকে বললেন, না তুমি তোমার স্ত্রীকে বহাল রাখ।

সেদিনের পর হতে যায়েদ তার স্ত্রীর নিকট আর গেলেন না। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জানালেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে বহাল রাখ। তবুও যায়েদ তার স্ত্রীকে পৃথক করে দিলেন এবং তার থেকে পৃথক হয়ে থাকলেন। সে তার ইদ্দত শেষ করল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়েশার পাশে বসে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি চেতনা লাভ করলেন। তখন তিনি হাসছিলেন এবং বলছিলেন, যয়নাবের নিকট কে যাবে? এবং তাকে এ সুসংবাদ দিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে তার সাথে আমার বিবাহ দিয়ে দিয়েছেন *(দুররে মানছূর ৬/৬১২ হাদীছটি জাল)*।

আসলে অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ বলেন, পালক সন্তান, ঔরস জাত সন্তান বলে গণ্য হয় না। পালক সন্তানের স্ত্রীকে পালক পিতা বিবাহ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়েদকে পালক সন্তান হিসাবে গণ্য করেছিলেন। তবুও তার স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হওয়ায় তিনি বিবাহ করেছিলেন। অথচ নিজ সন্তানের স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হলেও পিতা তাকে বিবাহ করতে পারে না।

গারানীকের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيْ أُمْنِيَّتِه فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِه وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ * لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ.

অর্থ : ‘আমি তোমার পূর্বে যে সব রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি, তাদের কেউ যখনই আকাংখা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্খায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ্ তা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এটা এজন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি ওকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যারা পাষাণ হৃদয়; অত্যাচারী দু'স্তর মতভেদে রয়েছে *(হজ্জ ৫২-৫৩)*।

গারানীক সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : গারানীকের কাহিনী বর্ণনায় সাঈদ ইবনু জুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় সূরা নাজম তিলাওয়াত করেন। যখন তিনি নিম্নলিখিত স্থানে পৌঁছেন, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى অর্থাৎ তোমরা কি ভেবে দেখেছ ‘লাত’ ও ‘উযযা’ সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি ‘মানাত’ সম্বন্ধে? *(নাজম ১৯-২০)*। তখন শয়তান তাঁর যবানে মুবারকে এ কথাগুলো প্রক্ষিপ্ত করে, تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُمْ تُرْتَجَى ‘এগুলো হল মহান গারানীক এবং এদের সুপারিশের আশা করা যায়’। তাঁর এ কথা শুনে মুশরিকরা খুবই খুশী হয় এবং বলে আজ তিনি আমাদের দেবতাদের এমন প্রশংসা করলেন, যা তিনি ইতিপূর্বে করেননি। অতঃপর

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদায় পড়ে যান এবং ওদিকে তারাও সিজদায় পড়ে যায়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত মাকামে ইবরাহীমের পাশে ছালাতরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটু তন্দ্রা এসে যায় এবং ঐ সময় শয়তান তাঁর যবানে মুবারকে নিম্ন লিখিত কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করে এবং তাঁর যবান দিয়ে বেরিয়ে আসে, وَإِنَّ شَفَاعَتَهُمْ تُرْتَجَى وَإِنَّهَا لَمَعَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلَى মুশরিকরা এই কথাগুলি লুফে নেয় এবং শয়তান এটা ছড়িয়ে দেয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়।

ইবনু শিহাব (রহঃ) হতে বর্ণিত, সূরা নাজম অবতীর্ণ হল এবং মুশরিকরা বলছিল, যদি এই লোকটি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দেবতাগুলির বর্ণনা ভাল ভাষায় করত, তবে আমরা তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু তার অবস্থান তো এই যে, সে তার ধর্মের বিরোধী ইহুদী ও খৃষ্টানদের চেয়ে বেশী খারাপ ভাষায় আমাদের দেবতাগুলির বর্ণনা দিচ্ছে এবং গালি দিচ্ছে। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর ছাহাবীদেরকে কঠিন বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছিল। মুশরিকের হিদায়াত লাভ তিনি কামনা করছিলেন। যখন তিনি সূরা নাজম তিলাওয়াত শুরু করেন এবং لَهُ الْأُنْثَى পর্যন্ত পাঠ করেন, তখন শয়তান দেবতাদের নাম উচ্চারণের সময় তাঁর পবিত্র যবানে নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করে,

وَإِنَّهُنَّ لَهُنَّ الْغَرَانِيْقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَهِيَ الَّتِيْ تُرْتَجَى.

‘নিশ্চয়ই তারা সম্মানিত গারানীক ক্বিয়মতের মাঠে যাদের সুপারিশ আশা করা যায়’। এটা ছিল শয়তানের ছন্দযুক্ত ভাষা। প্রত্যেক মুশরিকের অন্তরে এই কালেমা বসে যায় এবং মুখস্থ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের পূর্ব ধর্ম হতে ফিরে এসেছেন। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরায়ে নাজমের তিলাওয়াত শেষ করে সিজদা করেন, তখন সমস্ত মুসলমান ও মুশরিক সিজদায় পড়ে যায়। ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিল বলে সে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে দেয়। সবাই বিস্মিত হয়ে যায়। কেননা, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে দু’টি দলই সিজদায় ছিল। মুসলমানরা বিস্মিত ছিলেন এই কারণে যে, মুশরিকরা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনেনি, এটা তাঁরা ভালরূপেই জানতেন। অথচ কি করে তারা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) ও মুসলমানদের সাথে সিজদা করল? শয়তান যে শব্দগুলি মুশরিকদের কানে ফুঁকে দিয়েছিল, মুসলমানরা তা শুনতেই পায়নি। এদিকে তাদের অন্তর খোলা ছিল। কেননা শয়তান শব্দের মধ্যে শব্দ এমনভাবে মিলিয়ে দেয় যে, মুশরিকরা তাতে কোন পার্থক্য করতে পারছিল না। সে তো তাদের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছিল যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই সূরারই এই দু'টি আয়াত পাঠ করেছেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে মুশরিকরা তাদের দেবতাগুলিকেই সিজদা করেছিল। শয়তান এই ঘটনাকে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যে, এ খবর হাবশায় পৌঁছে গিয়েছিল। ওছমান ইবনু মাযউন (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা যখন শুনতে পান যে, মক্কাবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছে, এমনকি তারা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছালাত পড়েছে এবং ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা অত্যধিক বুড়ো হওয়ার কারণে এক মুষ্টি মাটি উঠিয়ে নিয়ে তা তার মাথায় ঠেকিয়েছে এবং মুসলমানরা এখন পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে রয়েছে। তখন তাঁরা সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁরা খুশী মনে মক্কায় ফিরে আসেন। তাঁদের মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের ঐ শব্দগুলির রহস্য খুলে দিয়েছিলেন এবং তা সরিয়ে ফেলে স্বীয় কালামকে রক্ষিত রেখেছিলেন। ফলে মুশরিকদের শত্রুতার অগ্নি আরো বেশী প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। তারা মুসলামনদের উপর নতুন বিপদ আপদের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করে দিয়েছিল *(সা'দ ইউসুফ, মওযূ'আত, পৃঃ ২৬৭-২৭৪)*।

উপরিউক্ত কথাগুলির জবাব এই হতে পারে যে, শয়তান এই শব্দগুলি লোকদের কানে নিক্ষেপ করে এবং তাদের মধ্যে এই খেয়াল জাগিয়ে দেয় যে, এই শব্দগুলি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মুখ দিয়ে বের হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ ছিল না। এটা ছিল শুধু শয়তানী কারবার। এটা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ এতে প্রমাণ হয় যে, নবীর উপরেও শয়তানের ক্ষমতা চলে। যা চরম শরী'আত বিরোধী কথা। কারণ নবীর উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই।

ছা'লাবা ইবনু হাতিবের ঘটনা

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِه لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِه بَخِلُواْ بِه وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُوْنَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوْبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَـهُ بِمَـا أَخْلَفُواْ اللهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُوْنَ.

অনুবাদ : 'আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করে, আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রচুর সম্পদ দান করেন, তবে আমরা খুব দান খয়রাত করব এবং ভাল ভাল কাজ করব। কার্যতঃ যখন আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে দান করলেন, তখন তারা কার্পণ্য করতে লাগল এবং আনুগত্য করা থেকে বিমুখ হতে লাগল। আর তারা তো মুখ ফিরিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত। অনন্তর আল্লাহ্ তাদের শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তরসমূহে নিফাক করে দিলেন, যা আল্লাহ্‌র সামনে হাযির হওয়ার দিন পর্যন্ত থাকবে। এই কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে নিজেদের ওয়াদার খিলাফ করেছিল এবং পূর্ব হতেই মিথ্যা বলছিল' *(তওবা ৭৫-৭৭)*।

ছা'লাবা ইবনু হাতিব সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উপরোক্ত আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : এ আয়াতটি ছা'লাবা ইবনু হাতিব আনছারীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যে নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাকে ধন-সম্পদ দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন, তুমি যে অল্প মালের শুকরিয়া আদায় করবে, তা ঐ অধিক মাল হতে উত্তম, যার তুমি শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম হবে না। সে দ্বিতীয়বার ঐ প্রার্থনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, তুমি কি নিজের অবস্থা আল্লাহ্‌র নবীর মত রাখা পসন্দ কর না? যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আমি যদি ইচ্ছা করি যে, পাহাড়গুলো সোনা ও রূপা হয়ে আমার সাথে চলতে থাকুক, তবে অবশ্যই সেগুলো সেভাবেই চলতে থাকবে।

সে বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! যদি আপনি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন, অতঃপর তিনি আমাকে ধন-সম্পদ দান করেন, তবে আমি অবশ্যই প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করব। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি ছা'লাবাকে ধন-সম্পদ দান করুন। ফলে তার বকরীগুলো এত বেশি বৃদ্ধি পায়, যেমনভাবে পোকা-মাকড় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এমনকি মদীনা শহর তার পশুগুলোর পক্ষে সংকীর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং সে মদীনা থেকে দূরে চলে গেল। যোহর ও আছরের ছালাত সে জামা'আতের সাথে আদায় করত বটে, কিন্তু অন্যান্য ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতে পারত না। তার পশুগুলো আরো বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ তাকে আরো দূরে চলে যেতে হয়। ফলে শুধু জুম'আর ছালাত ছাড়া তার সমস্ত জামা'আত ছুটে যায়। তার মাল আরো বেড়ে গেল। ক্রমে ক্রমে সে জুম'আর জামা'আতে হাযির হওয়া ছেড়ে দিল। যেসব যাত্রীদল জুম'আয় হাযির

হত, তাদেরকে সে জুম‘আর আলোচিত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছা‘লাবা সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা সবকিছু বর্ণনা করে দেয়। তখন তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। আর এদিকে আয়াত নাযিল হয়ে যায়, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ‘তাদের মাল থেকে ছাদাকা (যাকাত) নিয়ে নাও’ *(তওবা ১০৩)*। ছাদাকার আহকামও নাযিল হয়। সুতারাং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমের নিকট থেকে যাকাত আদায় করার জন্য দু’জন লোককে প্রেরণ করেন। একজন ছিলেন জুহাইনা গোত্রের লোক এবং অপরজন ছিলেন সুলাইম গোত্রের লোক। কিভাবে তাঁরা মুসলিমদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করবেন, তা তিনি তাঁদেরকে লিখে দেন। আর বলেন, তোমরা দু’জন ছা‘লাবার নিকট থেকে এবং বানু সুলাইমের অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ কর’। সুতরাং তাঁরা দু’জন ছা‘লাবার কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশক্রমে যাকাত চাইলেন। সে তখন বলল, এটা তো জিযিয়া ছাড়া কিছুই নয়। এটা কি আমি বুঝতে পারছি না। আচ্ছা এখন যাও, ফিরবার পথে এসো। তখন তাঁরা দু’জন চলে আসলেন। তাঁদের সংবাদ সুলাইম গোত্রের লোকটির নিকট পৌঁছলে তিনি উত্তম উটগুলো বের করে আনলেন এবং ওগুলো নিয়ে নিজেই তাঁদের কাছে আসলেন। তাঁরা ঐ জন্তুগুলো দেখে বললেন, এগুলো তোমার উপর ওয়াজিব নয় এবং আমরা এগুলো তোমার নিকট থেকে গ্রহণ করতেও চাই না। তিনি বললেন, আমি তো খুশী মনে আমার উত্তম পশুগুলো দিতে চাচ্ছি। সুতরাং আপনারা এগুলো কবুল করে নিন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এগুলো গ্রহণ করলেন। অন্যদের নিকট থেকেও তাঁরা যাকাত আদায় করলেন। ফেরার পথে তাঁরা ছা‘লাবার কাছে আসলেন। সে বলল, যে নির্দেশনামা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা আমাকে পড়তে দাও দেখি। পড়ে সে বলতে লাগল, এটা তো স্পষ্ট জিযিয়া। কাফিরদের উপর যে ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয়, এটা তো একেবারে ঐরূপই। আচ্ছা, তোমরা এখন যাও, আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। তাঁরা দু’জন ফিরে চলে আসলেন। তাঁদেরকে দেখা মাত্রই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছা‘লাবার উপর দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং সুলাইম গোত্রের লোকটির উপর বরকতের দো‘আ করলেন। এখন তাঁরাও ছা‘লাবা ও সুলাইম গোত্রের লোকটির ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। তখন মহিমান্বিত আল্লাহ্ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন।

ছা‘লাবার একজন নিকটতম আত্মীয় এসব শুনে ছা‘লাবার কাছে গিয়ে বর্ণনা করল এবং আয়াতটিও পড়ে শুনিয়ে দিল। ছা‘লাবা তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে যাকাত কবুল করার অনুরোধ জানাল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমার যাকাত কবুল করতে নিষেধ করেছেন। সে তখন নিজের মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, এটা তো তোমারই কর্মের ফল। আমি তোমাকে আদেশ করেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ। সে তখন নিজের জায়গায় ফিরে আসলো। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছা'লাবার কোন কিছুই কবুল করেননি।

অতঃপর সে আবূ বকর (রাঃ)-এর খেলাফাতকালে তাঁর কাছে আগমন করে এবং বলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আমার যে মর্যাদা ছিল এবং আনছারদের মধ্যে আমার যে সম্মান রয়েছে, তা আপনি ভালরূপেই জানেন। সুতরাং আমার ছাদাকা কবুল করুন। তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কবুল করেননি, তখন আমি কে? মোটকথা, তিনি অস্বীকার করলেন। অতঃপর যখন আবু বকর (রাঃ) ইন্তেকাল করলেন এবং ওমর (রাঃ) মুসলমানদের খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন ছা'লাবা তাঁর কাছে এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমার ছাদাকা কবুল করুন। ওমর (রাঃ) বললেন, যখন রাসূল (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) কবূল করেননি তখন আমি কিরূপে কবূল করতে পারি? সুতরাং তিনিও অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফাতকালে আবার এ চিরদিনের মুনাফিক তাঁর কাছে আসল এবং তার ছাদাকা কবুল করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করল। কিন্তু তিনি জবাবে তাই বললেন, যা পূর্বের খলীফাগণ বলেছিলেন। ঐ অবস্থাতেই লোকটি ধ্বংস হয়ে যায়। মোটকথা, প্রথমে তো সে শপথ করে বলেছিল যে, সে ছাদাকা ও দান-খয়রাত করবে, কিন্তু পরে ফিরে গেল এবং দান-খয়রাতের পরিবর্তে কার্পণ্য করতে শুরু করল *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ৮, ৯, ১০, ১১/৭৫৯-৬১)*।

এ ছাহাবীর নামে আরো মিথ্যা কথা শুনা যায় যে, তিনি ছালাত আদায়ের জন্য সবার পরে আসতেন এবং সবার আগে যেতেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমার এবং আমার স্ত্রীর একটাই কাপড়। আমি পরে ছালাত আদায় করি, তখন আমার স্ত্রী ঘরে নগ্ন হয়ে থাকে। আমি গেলে এ কাপড় পরে ছালাত আদায় করে। নবী জানতে পেরে তার অর্থের জন্য দো'আ করেন। এতে তার অর্থ বেশী হয়ে যায়। তখন তিনি যাকাত দিতে অস্বীকার করেন। গোটা বিবরণই একজন ছাহাবীর উপর মিথ্যা অপবাদ।

আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকরের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِيْ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقُوْلُ مَا هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ.

অনুবাদ : 'আর এমন লোক আছে, যে তার মাত-পিতাকে বলে, আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব, যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে? তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, এটা তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়' *(আহকাফ ১৭)*।

আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকর সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : এ আয়াতটি আবু বকর (রাঃ)-এর পুত্র আব্দুর রহামন (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যেমন আওফী (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বিবরণ মিথ্যা। কারণ আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করা ছাড়া আর কোন আয়াত আবুবকর (রাঃ)-এর পরিবার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই এ ঘটনা আব্দুর রহামানের উপর এক অপবাদ মাত্র।

বর্ণিত আছে যে, মারওয়ান একদা স্বীয় ভাষণে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমীরুল মুমিনীন মু'আবিয়া (রাঃ)-কে ইয়াযীদের ব্যাপারে এক সুন্দর মত পোষণ করেছিলেন। যদি তিনি তাঁকে নিজে স্থলাভিষিক্ত করে গিয়ে থাকেন, তবে তো আবূবকর (রাঃ)ও উমার (রাঃ)-কে তাঁর পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন। তাঁর এ কথা শুনে আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকর (রাঃ) তাঁকে বলেন, আপনি কি তাহলে সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও খৃষ্টানদের নিয়ম-নীতির উপর আমল করতে চান? আল্লাহ্‌র কসম! প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ) না নিজের সন্তানদের কাউকেও খলীফা হিসাবে মনোনীত করেছিলেন, না নিজের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাউকে মনোনীত করেছিলেন। আর মু'আবিয়া (রাঃ) যে এটা করেছিলেন তা শুধু নিজের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং নিজের সন্তানের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে। তখন মারওয়ান তাঁকে বলেন, তুমি কি ঐ ব্যক্তি নও যে, তুমি মাতা-পিতাকে أُفٍّ لَّكُمَا বলেছিলে? উত্তরে আব্দুর রহামন (রাঃ) তাঁকে বলেন, আপনি কি একজন অভিশপ্ত ব্যক্তির পুত্র নন? আপনার পিতার উপর তো নবী

করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিশাপ দিয়েছিলেন। আয়েশা (রাঃ) এসব কথা শুনে মারওয়ানকে বলেন, হে মারওয়ান! আপনি আব্দুর রহামন (রাঃ) সম্পর্কে যে কথা বললেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এ আয়াতটি আব্দুর রহমান (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি, বরং অমুকের পুত্র অমুকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর মারওয়ান তাড়াতাড়ি মিম্বর হতে নেমে আয়েশা (রাঃ)-এর বাড়ীর দরজায় এসে কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলে ফিরে আসেন।

ছহীহ বুখারীতে এ হাদীছটি অন্য সনদে এসেছে। তাতে এও রয়েছে যে, মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে মারওয়ান হিজাযের শাসনকর্তা ছিলেন। উক্ত সনদে আরও আছে যে, মারওয়ান তাঁর সৈন্যদেরকে আব্দুর রহমান (রাঃ)-কে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দৌড়ে গিয়ে তাঁর বোন আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করেছিলেন। ফলে তারা তাঁকে ধরতে পারেনি। ঐ রিওয়ায়াতে একথাও আছে যে, আয়েশা (রাঃ) পর্দার আড়াল হতে বলেন, আমার পবিত্রতা ঘোষণা সম্বলিত আয়াত ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সম্পর্কে কুরআন কারীমের আর কিছুই অবতীর্ণ করেননি। সুনানে নাসাঈর রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, মারওয়ানের এই ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল ইয়াযীদের পক্ষ হতে বায়'আত গ্রহণ করা। আয়েশা (রাঃ)-এর উক্তিতে এটাও রয়েছে, মারওয়ান তার উক্তিতে মিথ্যাবদী। যার ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তার নাম আমার খুব ভাল জানা আছে। কিন্তু এখন আমি তার নাম প্রকাশ করতে চাই না। হ্যাঁ, তবে মারওয়ানের পিতাকে নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মালউন বা অভিশপ্ত বলেছেন। আর মারওয়ান হলো তার ঔরসজাত সন্তান। সুতরাং তার উপরও লা'নত রয়েছে।

আবু বকর ও নবী করীম (ছাঃ)-এর গারে ছাওরে অবস্থানের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِه لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অনুবাদ : 'যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ই তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাকে দেশান্তর করে দিয়েছিল। যখন দু'জনের মধ্যে একজন ছিল সে যেই সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল। যখন তিনি স্বীয় সঙ্গীকে (আবু বকরকে) বলছিলেন তুমি বিষণ্ন হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে

রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাদল দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ্ কাফিরদের বাক্য নীচু করে দিলেন। আল্লাহ্র বাণীই সুউচ্চ থাকল আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৪০)*।

আবু বকর ও নবী করীম (ছাঃ)-এর গারে ছাওরে অবস্থানকালীন মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হলেন, তখন কিছু লোক তাঁর দরজায় বসেছিল। তিনি এক মুষ্টি মাটি নিয়ে يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِـــيْمِ পড়ে তাদের মাথার উপর ছুড়ে মারলেন। তারপর পার হয়ে চলে গেলন। কেউ তাদের বললেন, আপনারা কার জন্য অপেক্ষা করছেন? তারা বলল, মুহাম্মাদের জন্য অপেক্ষা করছি। সে বলল, আল্লাহ্র কসম! সে তোমাদের পাশ দিয়ে চলে গেছে। তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা তাকে দেখিনি। তারা দাঁড়িয়ে মাথা থেকে মাটি সরাতে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবু বকর (রাঃ) বের হয়ে চলে গেলেন এবং গারে ছাওরে ঢুকে পড়লেন। সাথে সাথে মাকড়সা তার দরজার উপর জাল বানালো। কুরাইশেরা খুব তন্ন তন্ন করে খুঁজল। তারা শেষ পর্যন্ত গারে ছাওরের দরজায় পৌঁছে গেল। তারা যখন দরজার মুখে পৌঁছল। তাদের কেউ বলল, আরে মুহাম্মাদের জন্মের পূর্ব থেকে এখানে মাকড়শা বসে আছে, এখানে মুহাম্মাদ থাকবে কোথায়?

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গারে ছাওরে পৌঁছেন, তখন মাকড়শা তার উপর জাল বানাল। তারা গর্তের মুখের উপর পৌঁছল। তাদের কেউ বলল, গর্তে ঢুকে পড়। তখন ওমাইয়া ইবনু খালফ বলল, আরে গর্তের মুখের উপর মাকড়শা জাল বানিয়ে রয়েছে, মুহাম্মাদের জন্মের আগে থেকে। এজন্য নবী মাকড়শা মারতে নিষেধ করেছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবুবকর (রাঃ) গর্তে পৌঁছলেন এবং গর্তে প্রবেশ করলেন। তখন মাকড়শা এসে গর্তের মুখের উপর জাল বাঁধল। কুরায়েশরা তাঁকে খুঁজতে লাগল। তারা যখন গর্তের মুখে মাকড়শার জাল দেখল, তখন তারা বলল, এখানে কেউ প্রবেশ করেনি। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গর্তের মধ্যে ছালাত আদায় করছিলেন এবং আবু বকর (রাঃ) তাঁকে পাহারা দিচ্ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) বললেন, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। এইতো আপনার সম্প্রদায় আপনাকে

খুঁজছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিজের জন্য ভয় বা কান্নাকাটি করি না। তবে আপনার ক্ষতির আশঙ্কা করছি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, চিন্তা করো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কুরাইশরা মক্কায় পরামর্শ করে। কেউ কেউ বলে, সকালে তাকে বেঁধে রাখতে হবে। কেউ বলে, তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। আবার কেউ বলে, তাকে হত্যা করতে হবে। বিষয়টি আল্লাহ্ তাঁর নবীকে অবগত করালেন। সে রাতে বের হয়ে চলে গেলেন এবং গারে ছাওরে অবস্থান করলেন। মুশরিকেরা রাতে আলীকে ঘিরে পাহারা দিল এবং মনে করল আমরা মুহাম্মাদকে ঘিরে রেখেছি। তারা সকাল করল এবং ভিতরে ঢুকে পড়ল। তারা সেখানে আলী (রাঃ)-কে পেল। আল্লাহ্ তাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করলেন। তারা বলল, তোমার এ সঙ্গী কোথায়? আলী (রাঃ) বললেন, আমি বলতে পারছি না। তারা তার পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে চলল। তারা যখন পাহাড়ে পৌঁছল তাদের চিহ্ন হারিয়ে গেল। তারা পাহাড়ে মাকড়শার জাল দেখে বলল, মুহাম্মাদ এ গর্তের মধ্যে প্রবেশ করলে, এ মাকড়শার জাল থাকত না। তিনি সেখানে তিন দিন অপেক্ষা করলেন।

মূল কথা মাকড়শা তাদের সহযোগী ছিল না। বরং আল্লাহ্‌র ফেরেশতা দ্বারা সহযোগিতা করেছিলেন। কারণ ছহীহ হাদীছে আছে, আবু বকর মুশরিকের একজনকে তাদের দিকে আসতে দেখে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেতো আমাদের দেখে নিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কখনোই না। ফেরেশতা তাকে ঢেকে নিবে। অন্য বর্ণনায় আছে, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, চিন্তা করো না আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।

একদা ওমর (রাঃ)-এর নিকট আবু বকরের আলোচনা করা হয়। এতে ওমর কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, আমার সারা জীবনের আমল আবু বকরের এক রাত ও একদিনের সমান হত, তাহলেই আমি খুশী হতাম। রাতটি হচ্ছে, যে রাত্রে তিনি নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে গারে ছাওরে ছিলেন। আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন, যখন আমরা সেখানে পৌঁছলাম, আমি বললাম আল্লাহ্‌র কসম! আপনি আগে প্রবেশ করবেন না, আমি আপনার আগে প্রবেশ করব। কারণ সেখানে কোন ক্ষতিকর কিছু থাকলে, ক্ষতি আমার হবে আপনার নয়। তিনি সেখানে ঢুকে জায়গাটি ঝাড়ু দিলেন, এক পার্শ্বে কিছু গর্ত পেলেন। তিনি তাঁর লুঙ্গী ছিড়ে গর্তগুলি বন্ধ করলেন। দু'টি গর্ত বাকী থেকে গেল। তিনি সেখানে তাঁর দু,পা দিলেন। তারপর নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, ভিতরে আসেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) ভিতরে ঢুকলেন এবং আবু বকর (রাঃ) কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর গর্তে আবু বকরের পায়ে দংশন করা হল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘুম ভেঙ্গে যাবে মনে করে তিনি নড়াচড়া করলেন না। তার চোখের পানি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখের উপর পড়ল। তিনি বললেন, আবু বকর তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আমাকে দংশন করা হয়েছে। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দংশনের জায়গায় থুথু দিয়ে দিলেন তাতে সব ব্যাথা দূর হয়ে গেল *(হাদীছটি জাল, বায়হাক্বী, ২/২৭৬)*।

এখানে আরো অনেক কথা শুনা যায় যে, এ গর্তে অনেক দিন থেকে সাপ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। গর্তের মুখে আবু বকরের পা থাকায় সাপের সাক্ষাতে অসুবিধা হয়, এজন্য সাপ দংশন করে।

ওয়ালীদ ইবনু উকবা ইবনে আবী মুঈতের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ.

‘হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতা বশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও’ *(হুজুরাত ৬)*।

ওয়ালীদ ইবনু উকবা ইবনে আবী মুঈত সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : তাফসীরকারের মতে, এ আয়াতটি ওয়ালীদ ইবনু উকবা ইবনে আবি মুঈতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বানু মুছতালিক গোত্রের নিকট যাকাত আদায় করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। যেমন হারিছ ইবনু আবি যার খুযাঈ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হলাম। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি তা কবুল করলাম এবং মুসলমান হয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি যাকাত ফরয হওয়ার কথা শুনালেন। আমি ওটাও মেনে নিলাম এবং বললাম, আমি আমার কওমের নিকট ফিরে যাচ্ছি। আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব। তাদের মধ্যে যারা ঈমান

আনবে এবং যাকাত দিবে, আমি তাদের যাকাত জমা করব। আপনি কিছু দিন পরে আমার নিকট কোন লোক পাঠিয়ে দিবেন। আমি তাঁর হাতে যাকাতের জমাকৃত মাল দিয়ে দিব। হারিছ (রাঃ) ফিরে গিয়ে তাই করলেন। যখন নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দূত তথায় গেলেন না, তখন তিনি তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় লোকদের একত্রিত করলেন এবং তাঁদেরকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন দূতকে যে আমার নিকট পাঠাবেন না এটা অসম্ভব। আমার ভয় হচ্ছে যে, কোন কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হয়তো আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এজন্যই কোন দূতকে আমাদের নিকট যাকাতের মাল নেয়ার জন্য পাঠাননি। সুতরাং যদি আপনারা একমত হন, তবে আমি নিজেই এ মাল নিয়ে মদীনা গমন করি এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পেশ করব। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হল এবং হারিছ (রাঃ) যাকাতের মাল নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়ালীদ ইবনু উকবাকে স্বীয় দূত হিসাবে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সে ভয়ে রাস্তা হতেই ফিরে আসে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে খবর দেয় যে, হারিছ (রাঃ) যাকাতের মাল আটকিয়ে দিয়েছে এবং সে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। এ খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত হলেন এবং কিছু লোককে হারিছ (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন। মদীনার কাছাকাছি পথেই এই ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী হারিছ (রাঃ)-কে পেয়ে গেলেন। হারিছ তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? তোমরা কোথা হতে আসছ এবং কোথায় যাচ্ছ? তাঁরা উত্তরে বললেন, আমাদেরকে তোমার বিরুদ্ধেই পাঠানো হয়েছে। কেন? তারা উত্তরে বললেন, কারণ তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দূতকে যাকাতের মাল প্রদান করনি। এমনকি তাকে তুমি হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলে। হারিছ (রাঃ) বললেন, যে আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি তাকে দেখিওনি এবং আমার নিকট সে আসেওনি। চলো, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে হাযির হচ্ছি। অতঃপর সেখান হতে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাযির হলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, তুমি আমার প্রেরিত দূতকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলে, এটা কি সত্য? তিনি জবাব দেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এটা কখনো সত্য নয়। যিনি আপনাকে সত্য রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আমি না তাকে দেখেছি এবং না সে

আমার কাছে গিয়েছিল। বরং আমি যখন দেখলাম যে, আপনার কোন লোক যাকাতের মাল নেয়ার জন্য আমাদের ওখানে গেল না, তখন আমি ভয় করলাম যে, না জানি হয়তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এই কারণেই হয়তো আমাদের কাছে কোন লোককে প্রেরণ করেননি। তাই আমি নিজেই যাকাতের মাল নিয়ে আপনার খিদমতে হাযির হয়েছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

ইমাম তাবরানীর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দূত যখন হারিছ (রাঃ)-এর বস্তীর নিকট পৌঁছে, তখন বস্তীর লোকেরা খুশী হয়ে তার অভ্যর্থনার প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়ে পড়ে। ওদিকে ঐ লোকটির মনে এই শয়তানী খেয়াল চেপে যায় যে, ঐ লোকগুলি তাকে আক্রমণ করতে আসেছ। সুতরাং সে ফিরে চলে আসে। লোকগুলো তাকে ফিরে চলে যেতে দেখে নিজেরাই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে এসে হাযির হয়। যোহরের ছালাতের পরে তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আরয করে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যাকাত আদায় করার জন্য লোক পাঠিয়েছেন দেখে আমাদের চক্ষু ঠাণ্ডা হয়। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন, কি হলো যে আপনার প্রেরিত লোকটি রাস্তা হতেই ফিরে চলে আসে। তাই আমরা আপনার দরবারে হাযির হয়েছি। এভাবে তারা ওযর পেশ করতে থাকে। এদিকে বিলাল (রাঃ) যখন আছরের আযান দেন, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অন্য বর্ণনায় আছে ওয়ালীদ ইবনু উকবার এই খবরের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ বস্তী অভিমুখে কিছু লোক পাঠাবার চিন্তা করছিলেন, এমন সময় তারা এসে নালিশ করে যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার দূত অর্ধেক রাস্তা গিয়ে ফিরে আসে। তাই আমরা চলে আসলাম।

আর একটি রেওয়ায়াতে আছে, সে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিল, ঐ লোকগুলি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যদেরকে একত্রিত করেছে এবং তারা ইসলাম ত্যাগ করেছে। তার এই খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে তাদের বিরুদ্ধে একদল সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেন। কিন্তু খালিদ (রাঃ)-কে তিনি উপদেশ দেন প্রথমে ভালভাবে খবরের সত্যতা যাচাই করবে, তড়িৎগতিতে আক্রমণ করে বসবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপদেশ অনুযায়ী খালিদ (রাঃ) সেখানে গিয়ে একজন গুপ্তচরকে শহরে পাঠিয়ে দেন। গুপ্তচর এ খবর আনেন যে, তারা দ্বীন ইসলামের উপর

প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মসজিদে আযান হচ্ছে এবং তিনি তাদেরকে ছালাত পড়তে দেখেছেন। সকাল হওয়া মাত্রই খালিদ নিজে গিয়ে তথকার ইসলামী দৃশ্য দেখে খুশী হন এবং এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে তা বর্ণনা করেন।

এই ঘটনা বর্ণনাকারী কাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সত্যতা পরীক্ষা, সহনশীলতা এবং দূরদর্শিতা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এবং তাড়াহুড়া ও দ্রুততা শয়তানের পক্ষ হতে'। কাতাদা (রাঃ) ছাড়াও আরো বহু মনীষীও এটাই বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনু আবী লাইলা (রাঃ) ইয়াযীদ ইবনু রূমান (রাঃ) যাহহাক (রহঃ), মুকাতিল ইবনু হাইয়ান (রহঃ) প্রমুখ। এঁদের সবারই বর্ণনা এই যে, এই আয়াত ওয়ালীদ ইবনু উকবার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। *(বঙ্গানুবাদ তাফসীরে ইবনে কাছীর ১৭/১৯-২২ পৃঃ)*। এটা একজন ছাহাবীর উপর মিথ্যা অপবাদ।

ত্ব-হা ও ইয়াসীন নবীর নাম নয়

طَهَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى.

অনুবাদ : 'ত্বা-হা। তোমাকে ক্লেশ দিবার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি' *(ত্ব-হা ১-২)*।

অত্র আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : ইবনু জুবায়ের (রাঃ) বলেন, ত্বহা নবীর নাম সমূহের একটি নাম। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইয়াসীন মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি নাম। ইবনু আবী শায়বা, বায়হাক্বী ও মারদূবীয়াতে রয়েছে ইয়াসীন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি নাম। ইবনু আলীর গ্রন্থে রয়েছে, আবু তোফায়েল বলেন, আমি নবীর ৮টি নাম মুখস্থ করেছি। (১) মুহাম্মাদ (২) আহমাদ (৩) হাশির (৪) ফাতিহ (৫) খাতিম (৬) আবুল কাসিম (৭) মাহি (৮) আকিব।

সাইফ ইবনু ওয়াহাব মনে করেন আবু জা'ফর তাকে বলেছেন, বাকী নাম দু'টি ইয়াসীন ও ত্ব-হা। অথচ বুখারী মুসলিমে রয়েছে, জুবায়ের ইবনু মুতঈম বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি মুহাম্মাদ, মাহী, হাশির, আকিব। আমি কুফর মিটাই, আমার পরে কোন নবী নেই। ইয়াসীন, ত্ব-হা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম, এর প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

শবেবরাত বা বরকতময় রাত্রির কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ.

অনুবাদ : ‘আমি তো এটা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রজনীতে; আমি তো সতর্ককারী *(দুখান ৩)*।

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : বরকতময় রাত্রিটি মূলতঃ রামাযান মাসের শেষের দশকে রয়েছে। অবশ্যই তা ১৫ই শা‘বান নয়। ১৫ই শা‘বানের ফযীলত সম্পর্কে যত হাদীছ রয়েছে তা সব জাল ও যঈফ।

(১) ইকরামা (রাঃ) বলেন, ১৫ই শা‘বানে বাৎসরিক খাদ্য ও সর্বধরনের কর্ম বণ্টন হয়। এক বছরে যারা জীবিত বা মৃত্যুবরণ করবে, তাদের পৃথক করা হয়। হাজীদের নির্ধারণ করা হয়। তাতে কোন কম-বেশী হবে না।

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ১৫ই শা‘বানে এক শা‘বান থেকে আর এক শা‘বান পর্যন্ত মানুষের বয়স নির্ধারণ করা হয়। এমনকি বিবাহ ও তার সন্তান নির্ধারণ করা হয়।

(৩) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরো শা‘বান ছিয়াম পালন করতেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম আপনি এ মাসে এত ছিয়াম পালন করেন কেন? তিনি বললেন, এক বছরে যারা মৃত্যুবরণ করবে তাদের তালিকা করা হয়। আর আমি ছিয়াম পালন করি এজন্য যে, আমার মরণ এসে থাকলে ছিয়াম অবস্থায় তালিকা হবে।

(৪) রাশেদ ইবনু সা‘দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ১৫ই শা‘বানে আল্লাহ্ মালাকুল মাওতের কাছে অহী করেন এ মর্মে যে, এক বছরে যাদের মরণ হবে তাদেরকে মরণের স্বাদ চাখানোর জন্য তালিকা করে নাও।

(৫) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ চার রাত্রিতে কল্যাণের দরজা খুলে দেন। (ক) ঈদুল ফিতর (খ) ঈদুল আযহার রাতে (গ) ১৫ই শা‘বানের রাতে (ঘ) আর আরাফার রাতে ফজরের আযান পর্যন্ত।

(৬) আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিছানায় পেলাম না। আমি তাঁকে খুঁজতে বের হলাম। হঠাৎ দেখলাম তিনি বাকী নামক কবর স্থানে মাথা আকাশের দিকে উঁচু করে আছেন। তারপর তিনি বললেন, আয়েশা! তুমি কি মনে কর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমার সাথে অন্যায় করবেন? আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আমি তা মনে করি না। তবে আমি ধারণা করি হয়তো আপনি আপনার কোন স্ত্রীর নিকট এসেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ্ ১৫ই শা'বানে প্রথম আকাশে নেমে আসেন এবং বানী কালব বংশের ছাগলের লোমের সমপরিমাণ মানুষকে ক্ষমা করে দেন।

(৭) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা ১৫ই শা'বানে রাতে ইবাদত কর এবং দিনে ছিয়াম পালন কর। আল্লাহ্ সে রাতে মাগরিবের পর প্রথম আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন কে ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করব। কে রুযী চায়, আমি তাকে রুযী প্রদান করব। কে বিপদ হতে মুক্তি চায়, আমি বিপদ হতে মুক্তি দিব। যে যা চায়, আমি তাকে তাই দিব। এভাবে সকাল পর্যন্ত বলতে থাকেন।

(৮) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট আসলেন, তিনি তার শরীর হতে একটু কাপড় সরালেন, তবে তিনি শরীর হতে পূর্ণ কাপড় না সরিয়েই আবার কাপড় দু'টি পরিধান করলেন। এতে আমার খুব গায়রাত হল, হয়তো বা তিনি তার কোন স্ত্রীর নিকট যাবেন। আমি তার পিছে পিছে বের হয়ে গেলাম। তাকে পেলাম বাকীউল গারক্বাদে। তিনি মুমিন নারী-পুরুষের জন্য এবং শহীদদের জন্য ক্ষমা চাচ্ছেন। আমি বললাম, আপনার প্রতিপালকের প্রয়োজনে ব্যস্ত। আর আমি আমার দুনিয়াবী প্রয়োজনে ব্যস্ত। আমি ফিরে এসে আমার ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন আমার জোরে দৌড়ানোর কারণে মোটা উঁচু শ্বাস উঠছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আয়েশা! তোমার মোটা শ্বাস কেন? আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি আপনার দু'টি কাপড় রাখলেন, অতঃপর দেরী না করেই দাঁড়িয়ে আবার কাপড় দু'টি পরলেন। এতে আমার খুব গায়রাত হল। আমি মনে করলাম, আপনি আপনার কোন স্ত্রীর নিকট গেলেন। তারপর বের হয়ে দেখলাম, আপনি করবস্থানে যা করার তা করছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আয়েশা তুমি কি মনে কর, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমার সাথে অন্যায় করবেন? শোন! আমার নিকট জিবরাঈল এসেছিলেন, তিনি আমাকে বললেন, ১৫ই শা'বানে আল্লাহ্ কালব বংশের

ছাগলের লোমের সমপরিমাণ মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। মুক্তি দেয়ার সময়, মুশরিক বা অন্যায়কারী বা আত্মীয়তা ছিন্নকারী বা টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী বা পিতামাতার অবাধ্য কিংবা সর্বদা মদ পানকারী, এ সবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। বরং সবাকেই ক্ষমা করে দেন। তারপর তিনি তার কাপড় দু'টি রাখলেন, তারপর তিনি আমাকে বললেন, আয়েশা! তুমি আমাকে রাতে ইবাদত করার অনুমতি দাও। আমি বললাম, ঠিক আছে আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। অতঃপর তিনি ছালাতে দাঁড়ালেন এবং সিজদায় গিয়ে এত দীর্ঘ সময় থাকলেন যাতে আমি মনে করলাম তিনি মারা গেছেন। আমি তাকে হাত দ্বারা খুঁজতে লাগলাম। আমার হাত তাঁর দু'পায়ের পেটের উপর পড়ল। তিনি নড়ে উঠলেন। আমি শুনলাম তিনি তাঁর সিজদায় বলছিলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

তারপর সকালে আমি এ শব্দগুলি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, আয়েশা! তুমি এগুলো অন্যকে শিখিয়ে দাও। তারপর আমি বললাম, হ্যাঁ ঠিক আছে। তিনি বললেন, তুমি সেগুলি শিখ আর আমাকে শিখিয়ে দাও। জিবরাঈল আমাকে এগুলি শিখিয়ে দিয়েছেন এবং সিজদায় তা বার বার বলার জন্য আদেশ করেছেন।

(৯) আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ১৫ই শা'বানে ১৪ রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখেছি। তারপর অবসর নিয়ে বসলেন, তারপর সূরা ফাতিহা ১৪ বার পড়লেন, সূরা এখলাছ ১৪ বার পড়লেন, সূরা ফালাক ১৪ বার, সূরা নাস ১৪ বার আর একবার আয়াতুল কুসরী পড়লেন। তিনি যখন তার ছালাত থেকে অবসর হলেন, তখন আমি তার এসব কর্মের বিষয়গুলি জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, যেভাবে আমাকে দেখলে এভাবে যদি কেউ করে, তাকে বিশটি কবুল হজ্জের নেকী দেয়া হবে। বিশ বছরের কবুল ছিয়ামের নেকী দেয়া হবে। অতএব যে ব্যক্তি ১৫ই শা'বান ছিয়াম পালন অবস্থায় সকাল করবে, তার আগে ও পরের দু'বছরের ছিয়াম পালনের নেকী হবে।

(১০) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হে আলী! যে ব্যক্তি ১৫ই শা'বানে একশত রাক'আত ছালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়বে এবং সূরা এখলাছ পড়বে ১০ বার আল্লাহ্ তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন।

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, ১৫ই শা'বানে ছিয়াম পালন করা ছালাত আদায় করা ও হকের অন্বেষণে অনুষ্ঠান করা মুনকার বিদ'আত। ইবনে তায়মীয়া (রহঃ) বলেন, এ রাতে ছালাতে আলফীয়া পড়ার প্রমাণে হাদীছগুলি বানাওয়াট। আর ছিয়াম পালনের হাদীছগুলি ভিত্তিহীন। মুছীবত দূর করার জন্য ছয় রাক'আত ছালাত আদায় করা, দীর্ঘ জীবন কামনা করা এবং সূরা ইয়াসীন পড়ার প্রমাণে সব হাদীছগুলি বানাওয়াট *(উপরের সকল হাদীছ জাল ও বানাওয়াট। দ্রঃ সা'দ ইউসুফ, মওযূ'আত, পৃঃ ৩০৬-৩০৭)*।

একজন বন্দির কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْف أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْف وَأَشْـــهِدُوْا ذَوَيْ عَـــدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لله ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِه مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

অনুবাদ : 'তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিয়ো। এটা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার পথ করে দিবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিযক। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা' *(তালাক্ব ২-৩)*।

একজন বন্দি সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : (১) জাবির (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াতটি 'আমজা' বংশের এমন গরীব ফকীর মানুষ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যাদের টাকা-পয়সা ছিল না, তবে অনেক ছেলে-মেয়ে ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে অর্থ-সম্পদ চাইল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। তারপর অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই আবু নোইম নামে তার এক ছেলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসল, যে শত্রুর হাতে আক্রান্ত হয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসল এবং রাসূলুল্লাহ

(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অন্যের বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তার বিষয়টি জানালে এ আয়াত নাযিল হয়।

(২) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াতটি আউফ ইবনু মালিক আশজাঈর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। মুশরিকেরা তাকে বন্দি করে বেঁধে রেখেছিল এবং ক্ষুধার্ত রেখেছিল। তখন সে তার পিতার কাছে পত্র লিখেছিল এমর্মে যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূলের নিকট যান। তাঁকে অবগত করান যে, আমি খুব সংকটাপন্ন অবস্থায় কঠিন বিপদে রয়েছি। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলা হল, তখন তিনি তার পিতাকে বললেন, আপনি তার নিকট পত্র লিখুন, তাকে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ও তাক্বওয়া অবলম্বন করার আদেশ করুন। সে যেন সকাল-সন্ধ্যায় সূরা তওবার ১২৮-১২৯ আয়াত পড়ে। যখন সে কুরআনের আয়াতগুলি পড়তে লাগল, তখন আল্লাহ্ তার বাঁধন খুলে দিয়েছিলেন। তখন সে তাদের এমন এক উপত্যাকা দিয়ে পার হচ্ছিল, যেখানে উট ও ছাগল চরছিল। সে সেগুলি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে চলে আসল।

সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ যখন আমাকে ছেড়ে দিলেন, তখন আমি তাদের কিছু সম্পদ লুটে নিলাম। এ সম্পদ হালাল, না হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এসব সম্পদ হালাল। তখন আল্লাহ্ وَمَنْ يَّتَّـــقِ اللهَ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এ আয়াত অত্যাচারী বাদশাহর সামনে পড়বে অথবা ঢেউয়ে ডুবে যাওয়ার সময় পড়বে কিংবা হিংস্র প্রাণীর ভয়ে পড়বে, তখন এগুলি তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

(৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আউফ ইবনু মালিক আশজাঈ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ছেলেকে তার শত্রুরা বন্দি করেছে। সে খুব ভীত হয়েছে। এ সময় আপনি আমাদের কি আদেশ করেন? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি তোমাকে এবং তার মাতাকে আদেশ করছি, তোমরা দু'জন বেশী বেশী لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِـــاللهِ পড়। মহিলাটি বলল, জি হ্যাঁ, আপনি যা আদেশ করছেন, তা আমরা পালন করব। তারা দু'জন বেশী বেশী এ দো'আ পড়তে লাগল। তখন শত্রুরা তার ব্যাপারে বেখেয়াল হয়ে গেল। সে তাদের ছাগলগুলি নিয়ে তার পিতার কাছে চলে আসলে, এ আয়াত নাযিল হয়।

(৪) কায়েস ইবনু মাখরামা বলেন, মালিক আশজাঈ নবী করীম রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলেন, আউফের ছেলেকে

বন্দি করা হয়েছে। তখন আউফের ছেলেকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাকে বেশি বেশি لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ পড়ার জন্য আদেশ করেছেন। তারা তাকে চামড়ার ফিতা দ্বারা বেঁধে রেখেছিল। চামড়ার ফিতাটি এক সময় পড়ে যায়। তারপর সে সেখান থেকে বের হয়ে চলে যায় এবং রাস্তায় তাদের একটি উট পায়। সে উটের উপর চড়ে চলে আসে। যারা তাকে বেঁধে ছিল, তারা তার পিছনে বের হয়ে পড়ল। তখন সে একটা চিৎকার দিল, এতে তারা সবাই জমা হয়ে গেল। এতে তার পিতা-মাতা ঘাবড়ালো না। কিন্তু সে সেখানকার দরজায় চিৎকার করতে লাগল। এ সময় তার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সংবাদ দিল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (*এ মর্মে যত হাদীছ আছে, সব বাতিল। সা'দ ইউসুফ, মওযূ'আত, পৃঃ ৩১২-৩১৪)*।

বন্দি, ইয়াতীম ও ভিক্ষুকের সাথে আলী (রাঃ)-এর কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا.

অনুবাদ : 'তারা কর্তব্য পালন করে এবং সেই দিনের ভয় করে, যেই দিনের বিপদ হবে ব্যাপক। আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে' *(ইনসান ৭-৮)*।

বন্দি, ইয়াতীম ও ভিক্ষুকের সাথে আলী (রাঃ)-এর মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : আলী (রাঃ)-এর গোলাম কুম্বুর (রাঃ) হতে জাবির যু'ফী (রাঃ) বলেন, একদা হাসান এবং হুসায়েন অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গীগণ তাদেরকে দেখতে আসেন। এ সময় আবু বকর (রাঃ) বলেন, আলী! তুমি তোমার ছেলের জন্য মানত কর আর যে মানত পূর্ণ করা হয় না, সে মানত কিছুই নয়। আলী (রাঃ) বললেন, আমার ছেলে দু'টি ভাল হলে, আমি শুকরিয়া আদায়ের জন্য তিন দিন ছিয়াম পালন করব। তাঁদের 'নাওবীয়া' নামক এক দাসী বলল, আমার দু'সরদার ভাল হলে আমি শুকরিয়া আদায়ের জন্য তিন দিন ছিয়াম পালন করব। ফাতিমা (রাঃ) বললেন, আমিও তিন দিন ছিয়াম পালন করব। হাসান-হুসায়েন বললেন,

আমরাও ভাল হলে ছিয়াম পালন করব। অবশেষে হাসান-হুসায়েন ভাল হয়ে গেল। তখন মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের নিকট কোন প্রকার খাদ্য ছিল না। আলী (রাঃ) শামাউন ইবনু হারীয়া খায়বারীর নিকট গেলেন, সে ছিল একজন ইহুদী। তার নিকট হতে তিনটা খেজুর কর্য করে নিয়ে আসলেন এবং ঘরের এক পাশে রেখে দিলেন। ফাতিমা (রাঃ) যব নিয়ে পিষে রুটি বানালেন। আলী (রাঃ) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছালাত আদায় করে বাড়ী ফিরে আসলেন। তা দ্বারা তিনি তাদের প্রত্যেকের একটি করে মোটা রুটি বানালেন। তাদের ছিয়াম পালনের প্রথম দিনের শেষে তাদের রুটি রাখা হল। এ সময় তাদের দরজায় ভিক্ষুক এসে বলল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّــد 'হে মুহাম্মাদের পরিবার! আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি মুহাম্মাদের উম্মতের মিসকীনদের একজন। আল্লাহ্র কসম! আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে আপনারা খাবার দিন। আল্লাহ্ আপনাদের জান্নাত দিবেন। তখন আলী (রাঃ) জান্নাত পাওয়ার আশায় এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার আশায় ভিক্ষুককে খাদ্য প্রদানের ব্যাপারে ফাতিমার সামনে কিছু কবিতা পড়ে উৎসাহিত করলেন। ফাতিমা (রাঃ) কবিতার ছলে আলী (রাঃ)-কে বললেন, আমরা ক্ষুধার পরওয়া করি না, আমাদের ইফতারের জন্য যে খাদ্য রয়েছে তা প্রদান কর। তারা তাকে তাদের খাদ্য খাওয়াল। তারা একদিন এক রাত অপেক্ষা করল। তারা গরম পানি ছাড়া অন্য কিছু চোখেও দেখেনি। দ্বিতীয় দিন ফাতিমা যব পিষে রুটি বানালেন, আলী (রাঃ) রাসূলুলাহ (ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম)-এর সাথে ছালাত আদায় করলেন। তারপর বাড়ী আসলেন। তারপর খাদ্য তাদের সামনে রাখা হল, ইতিমধ্যে একজন ইয়াতীম দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ 'হে মুহাম্মাদের পরিবার! আমি মুহাজিরদের সন্তানদের মধ্যেকার একজন ইয়াতীম সন্তান। আকাবার দিন আমার পিতাকে শহীদ করা হয়েছে। আপনারা আমাকে খাদ্য দিন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে জান্নাতের খাদ্য খাওয়াবেন। তারপর বলতে লাগল, সম্মানিত নেতা ও নবীর মেয়ে ফাতিমা তিনি কৃপণ নন। যে ব্যক্তি আজ ইয়াতীমের প্রতি দয়া করবেন, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়াবান হবেন। নিরাপদ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যা কৃপণ ও কমীনাদের প্রতি হারাম। সঠিক পথের মানুষ জাহান্নামে যাবে না, যে জাহান্নামের পানি রক্ত-পূজ মিশ্রিত ও উত্তপ্ত। তখন ফাতিমা (রাঃ) কবিতা আকারে বললেন, আজও ফকীরকে খাদ্য খাওয়াব। আর পরিবারের উপর আল্লাহকে প্রাধান্য দিব। তোমরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় সন্ধ্যা কর। তারা ছোট ছেলে তাদেরকে কারবালায় ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হবে হত্যাকারীর

জন্য ধ্বংস। সে জাহান্নামের সর্বনিম্নে যাবে। তার দুই হাতে শিকল লাগানো থাকবে। তাঁরা তাকে খাদ্য খাওয়ায়ে ছিল। তারা দু'দিন দু'রাত ক্ষুধার্ত থাকল। তারা গরম পানি ছাড়া কোন কিছু চোখে দেখেনি।

তৃতীয় দিন ফাতিমা (রাঃ) বাকী যব পিষে আটা তৈরী করে রুটি বানালেন। আলী (রাঃ) নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছালাত আদায় করলেন। তিনি ছালাত আদায় করে বাড়ীতে আসলেন, তার সামনে খাদ্য পেশ করা হল। হঠাৎ একজন বন্দি এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ মুহাম্মাদের পরিবার! তোমরা আমাদের বন্দি করেছ, তোমরা আমাদের বেঁধে রেখেছ। তোমরা আমাদের খাদ্য দিচ্ছ না। আমাকে খাবার দাও। আমি হচ্ছি মুহাম্মাদের বন্দি। আলী (রাঃ) তার কথা শুনে বলতে লাগলেন। হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা! এ হচ্ছে বন্দি, সে আমাদের কাছে ক্ষুধার অভিযোগ করেছে। আজ তাকে যে খাওয়াবে আল্লাহ্ তাকে খাদ্য খাওয়াবেন। ফাতিমা (রাঃ) বললেন, এছাড়া আমাদের কোন খাদ্য নেই। হে আল্লাহ্! তুমি আমার সন্তানকে ক্ষুধার্ত রেখ না। তাঁরা তাঁদের খাদ্য বন্দিকে খাওয়াল। তাঁরা তিনদিন তিন রাত ক্ষুধার্ত থাকল। গরম পানি ছাড়া অন্য কিছু চোখে দেখল না। চতুর্থ দিন হয়ে গেল। আল্লাহ্ তাদের মানত পূর্ণ করলেন।

আলী (রাঃ) হাসান-হুসায়নের হাত ধরে নবীর নিকট নিয়ে আসলেন। তখন তারা ক্ষুধার কারণে পাখির বাচ্চার মত হয়ে গেছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাদের দেখলেন, তাদের বললেন, হে হাসান! তোমাদের এ কি বেহাল অবস্থা দেখছি? চল আমার সাথে আমার মেয়ে ফাতিমার কাছে। তারা সবাই তার কাছে গেল। তখন তিনি তাঁর ইবাদতখানায় ছিলেন। এ অবস্থায় যে তার পেট পিঠের সাথে লেগে গেছে। ক্ষুধায় চোখ দু'টি বসে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতিমাকে দেখে ক্ষুধার চিহ্ন মুখের উপর দেখে কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদের পরিবার ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে। তখন জিবরাঈল (আঃ) নেমে আসলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম দিলেন। আপনি আপনার পরিবারের জন্য খুশী হয়ে এগুলি গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, জিবরাঈল আমি কি গ্রহণ করব? তখন জিবরাঈল সূরা ইনসানের ১-৯ পর্যন্ত পড়লেন। এটা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের নামে মিথ্যা অপবাদ।

সৃষ্টির পরিবর্তন সম্পর্কিত কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ.

'অবশ্যই তোমরা অবগত আছ যে, তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারে সীমালংঘন করেছিল, আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা অধম বানর হয়ে যাও' *(বাকারা ৬৫)*।

সৃষ্টির পরিবর্তন সম্পর্কিত মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : আলী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মানুষের বিভিন্ন প্রাণীর আকৃতিতে পরিবর্তিত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বলেন, মানুষকে ১৩টি প্রাণীর আকৃতিতে পরবর্তন করা হয়েছে। (১) হাতী (২) ভাল্লুক (৩) শূকর (৪) বানর (৫) মাছ (৬) গুঁইসাপ (৭) বাদুড় (৮) বিচ্ছু (৯) পানির ছোট কালপোকা (১০) মাকড়শা (১১) খরগোশ (১২) সোহাইল তারা (১৩) যোহরা তারা। কেউ বলল, হে আল্লাহ্ রাসূল! তাদের আকৃতি পরিবর্তন করার কারণ কি? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যাকে হাতী করা হয়েছে, সে ছিল অত্যাচারী। সমকামী, ভাল-মন্দ কাউকে ছাড়ত না। যাকে ভাল্লুক করা হয়েছে, সে ছিল একজন নারী। মানুষকে অন্যায়ের জন্য নিজের দিকে ডাকতো। যাকে শূকর করা হয়েছে সে ছিল ঐসব খৃষ্টানদের অন্ত র্ভুক্ত যারা ঈসা (আঃ)-এর নিকট আকাশ হতে খাবার দাবী করেছিল। আকাশ হতে খাবার আসলে তারা তা অস্বীকার করে। আর যাদেরকে বানোর করা হয়েছিল, তারা শনিবারে সীমালংঘন করেছিল। যাকে মাছ করা হয়েছিল, সে ছিল দায়ূছ। সে তার স্ত্রীর সাথে অন্যায় করার জন্য মানুষকে ডাকতো। যাকে গুঁইসাপ করা হয়েছিল, সে তার লাঠি দ্বারা হাজীদের কাপড় চুরি করত। যাকে বাদুড় করা হয়েছিল, সে মানুষের খেজুর গাছ হতে খেজুর চুরি করত। যাকে বিচ্ছু করা হয়েছিল, মানুষ তার জিহ্বা হতে নিরাপদে থাকত না। যাকে পানির কালো পোকা করা হয়েছিল, সে ছিল চোগলখোর। সে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করত। যাকে মাকড়শা করা হয়েছিল, সে ছিল একজন মহিলা। সে তার স্বামীকে যাদু করত। যাকে খরগোশ করা হয়েছিল, সে ছিল একজন মহিলা। সে ঋতু হতে পবিত্র হত না। যাকে সোহাইল তারা বানানো হয়েছিল, সে কসম করে মানুষের নিকট থেকে টাকা আদায় করত। যাকে যোহরা তারা বানানো হয়েছিল, সে ছিল বানী ইসরাঈলের কোন বাদশাহর মেয়ে। তার দ্বারা হারূত-মারূত ফেরেশতাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। *(এসব বানাওয়াট, মিথ্যা কথা। দ্রঃ ডঃ আবু সাহামা, মওযূ'আত, পৃঃ ১৬২-১৬৩)*।

তবে দাউদ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কিছু লোককে বানর করা হয়েছিল। তারপর তারা মারা যায়। কোন এক সময়ে ইরাকের দজালা নদীর পাশে কিছু লোক রাতে ভাল অবস্থায় ঘুমাবে এবং সকালে শূকর ও বানর হয়ে যাবে বলে ছহীহ হাদীছে এসেছে।

হাজারে আসওয়াদ ও কা'বা ঘর নির্মাণের কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অনুবাদ : 'তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাস, তার মধ্যে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল, ওর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়, আর আল্লাহ্‌র পথ ও পবিত্র মসজিদ হতে প্রতিরোধ করা এবং তাঁকে অবিশ্বাস করা ও তার মধ্য হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কৃত করা আল্লাহ্‌র নিকট গুরুতর অপরাধ। ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর আর তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফিরাতে না পারা পর্যন্ত তারা প্রতিবিৃত্ত হবে না; আর তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি স্বধর্ম হতে ফিরে যায় এবং কাফির অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়, তাহলে তার ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে, তারাই অগ্নির অধিবাসী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে' *(বাকারা ২১৭)*।

হাজারে আসওয়াদ ও কা'বা ঘর নির্মাণ মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতের মিথ্যা তাফসীর : আতা ইবনু আবী রাবাহ বলেন, যখন আল্লাহ্‌ আদম (আঃ)-কে জান্নাত হতে নামালেন, তখন তাঁর দু'পা ছিল যমীনে আর তাঁর মাথা ছিল আকাশে। তিনি আকাশবাসীর তাসবীহ-তাহলীল ও দো'আ-প্রার্থনা শুনতে পাচ্ছিলেন এবং তাদের দিকে ধাবিত হয়ে অন্তরে ভালবাসা অনুভব করছিলেন। ফেরেশতাগণ তার ব্যাপারে ভীত হলেন। ফেরেশতাগণ তাদের ছালাতে ও প্রার্থনাতে আল্লাহ্‌র নিকট অভিযোগ করলেন। আল্লাহ্‌ তাকে মক্কার দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তার পায়ের স্থানে ছিল একটি গ্রাম। সেখানে ছিল একটি ফাঁকা মাঠ। আল্লাহ্‌ তাকে নিয়ে গেলেন কা'বা ঘরের পাশে। সেখানে জান্নাতের একটি পাথর অবতীর্ণ করলেন। পাথরটি ছিল বর্তমান কা'বা ঘরের স্থাপিত। তিনি

সর্বদা পাথরটির তাওয়াফ করছিলেন। তারপর পাথরটি উঠিয়ে নেয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-কে পাঠালেন। তিনি সেখানে ঘর নির্মাণ করলেন। এটা হচ্ছে বানাওয়াট হাদীছ।

আলী বায়তুল্লাহ নির্মাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, আল্লাহ্ ইবরাহীম (আঃ)-কে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেন। ইবরাহীম (আঃ) হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন যে, ঐ ঘর কোথায় নির্মাণ করতে হবে এবং কত বড় করতে হবে ইত্যাদি। তখন সাকীনা অবতীর্ণ হয় এবং তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, যেখানে ওটা থেমে যাবে, সেখানেই ঘর নির্মাণ করতে হবে। এবার ঘরের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। হাজারে আসওয়াদের নিকট পৌঁছলে তিনি ইসমাঈল (আঃ)-কে বলেন, বৎস! কোন ভাল পাথর খুঁজে নিয়ে এসো। তিনি ভাল পাথর খুঁজে নিয়ে এসে দেখেন যে, তাঁর আব্বা অন্য পাথর তথায় লাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আব্বা! এটা কে এনেছে? তিনি বলেন, আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে জিবরাঈল (আঃ) এ পাথর খানা আকাশ হতে নিয়ে এসেছেন।

কা'আব আহবার (রহঃ) বলেন যে, যেখানে বায়তুল্লাহ রয়েছে, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে তথায় পানির উপর ফেনা হয়েছিল। সেখান হতেই পৃথিবী ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আলী (রাঃ) বলেন যে, কা'বা ঘর নির্মাণের জন্য ইবরাহীম (আঃ) আরমেনিয়া হতে এসেছিলেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, জিবরাঈল (আঃ) হাজারে আসওয়াদ ভারত হতে এনছিলেন। সেই সময় ওটা সাদা চকচকে ইয়াকূত ছিল। আদম (আঃ)-এর সাথে জান্নাত হতে অবতীর্ণ হয়েছিল। পরবর্তীকালে মানুষের পাপপূর্ণ হস্ত স্পর্শের ফলে ওটা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, এর ভিত্তি পূর্ব হতেই বিদ্যমান ছিল। ওর উপরেই ইবরাহীম (আঃ) নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। মুসনাদে আব্দুর রায্যাকে রয়েছে যে, আদম (আঃ) ভারতে অবতরণ করেছিলেন। সেই সময় তাঁর দেহ দীর্ঘ ছিল। পৃথিবীতে আগমনের পর ফেরেশতাদের তাসবীহ, ছালাত, দো'আ ইত্যাদি শুনতে পেতেন। যখন দেহ খাটো হয়ে যায় এবং ঐ সব ভাল শব্দ আসা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। তাঁকে মক্কার দিকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি মক্কার দিকে যেতে থাকেন। যেখানে যেখানে তাঁর পদ চিহ্ন পড়ে সেখানে সেখানে জনবসতি স্থাপিত হয়। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত হতে একটি ইয়াকূত অবতীর্ণ করেন এবং বায়তুল্লাহর সাথে রেখে দেন, আর ঐ স্থানকেই স্বীয় ঘরের জায়গা হিসাবে নির্ধারণ করেন। আদম (আঃ) এখানে তাওয়াফ করতে থাকেন এবং এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের যুগে এটা উঠে যায় এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর যুগে পুনরায় নির্মাণ করা হয়। আদম (আঃ) এ ঘরটিকে হেরা, তূর, যীতা, তূরে সাইনা এবং জুদী এই

পাঁচটি পাহাড় দ্বারা নির্মাণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, পৃথিবী সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে বায়তুল্লাহ নির্মাণ করা হয়েছিল। বায়তুল্লাহ্র চিহ্ন ঠিক করার জন্য জিবরাঈল (আঃ) ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে গিয়েছিলেন। সেই সময় এখানে বন্য বৃক্ষাদি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বহু দূরে আমালিক সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। এখানে তিনি ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁর মাকে একটি কুঁড়ে ঘরে রেখে গিয়েছিলেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্র চারটি স্তম্ভ আছে এবং সপ্তম যমীন পর্যন্ত তা নীচে গিয়েছে। *(বঙ্গানুবাদ তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১, ২, ৩/৪১০-৪১১ পৃঃ, এগুলো সব বানাওয়াট)*।

ইলিয়াস (আঃ)-এর কাহিনী

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা :

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِيْنَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُوْنَ أَتَدْعُوْنَ بَعْلاً وَتَذَرُوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ وَاللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ فَكَذَّبُوْهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ سَلاَمٌ عَلَى إِلْيَاسِيْنَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ.

অনুবাদ : 'ইলইয়াস ছিলেন রাসূলদের একজন। স্মরণ কর, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কি সতর্ক হবে না? তোমরা কি বাআল মূর্তিকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, আল্লাহ্কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের এবং তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদের? কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবদী বলেছিল। কাজেই তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে। তবে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইলইয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এইভাবে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি' *(ছাফফাত ১২৩-১৩১)*।

ইলিয়াস (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

উক্ত আয়াতসমূহের মিথ্যা তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা ইলিয়াস (আঃ)-কে বা'আলাবাক বাদশাহর নিকট পাঠিয়েছিলেন। তারা মূর্তি পূজা করত। তখন বানী ইসরাঈলের রাজত্ব ছিল ছিন্নভিন্ন। সব বাদশাহ নিজ গতিতে চলছিল। ইলইয়াস (আঃ) যে বাদশার অধীনে ছিলেন, সে ইলিয়াস (আঃ)-এর আদেশ মানত। তাঁর কথার অনুসরণ করত। তিনি তাঁর ছাহাবীদের মাঝে থাকতেন। একদা এক মূর্তিপূজক সম্প্রদায় তাঁর নিকট আসে। তারা তাঁকে বলে, আপনি মানুষকে ভ্রান্ত ও বাতিল পথে নিয়ে যাচ্ছেন। তারা তাঁকে জোর দিয়ে বলে, আপনি ঐ সব মূর্তির পূজা করুন, অন্যান্য বাদশাহ যাদের পূজা করছে। বাদশাহগণ যেমন

আমরাও তেমন। তারা খায়, পান করে, তাদের রাজত্বের পরিবর্তন হয়। এতে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দুনিয়াতে কোন ঘাটতি আসে না। অথচ আপনি তাদেরকে বাতিল মনে করেন। ইলিয়াস (আঃ) তখন অবাক হয়ে বললেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন। তাঁর মাথা ও শরীরের লোম শিহরিত হয়ে উঠল এবং তিনি বের হয়ে গলেন।

বা'আলাবাক-এর স্ত্রী পূর্বে এক অত্যাচারী শাসকের অধীনে ছিল। সে ছিল খুব সুন্দরী ও উঁচু-লম্বা। সে ছিল কিনানী। তার স্বামী মারা গেলে তার স্বামীর আকৃতিতে স্বর্ণ দ্বারা একটি মূর্তি তৈরী করে। যহরত দ্বারা তার দু'টি চোখ তৈরী করে। আর মণি-মানিক্য ও মুক্তা দ্বারা তার মাথার মুকুট তৈরী করে। তারপর মূর্তিটি খাটের উপর বসায়। সে তার নিকট যেত তাকে ধোঁয়া দিত এবং তার গায়ে সুগন্ধি লাগাত, তাকে সিজদা করত। অতঃপর সেখান থেকে বের হত। তারপর মেয়েটিকে ঐ বাদশাহ বিবাহ করে যার সাথে ইলিয়াস নবী থাকতেন। মহিলাটি খুব খারাপ ছিল। সে তার স্বামীর সাথে অন্যায় আচরণ করত। সে তার বাড়ীতে তার আগের স্বামীর মূর্তি তৈরী করে এবং মূর্তির খিদমতের জন্য ৭০ জন মহিলা নির্ধারণ করে। তারা সকলেই সে মূর্তির পূজা করত। ইলইয়াস (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেন। এতে ইলইয়াসের সাথে তাদের দূরত্ব বেড়ে যায়। তখন ইলইয়াস (আঃ) বলেন, হে আল্লাহ্! বানী ইসরাঈল আপনাকে কিছুতেই মানবে না, তারা আপনাকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করবে। তাদের উপর তোমার যে অনুগ্রহ রয়েছে, তা পরিবর্তন করে দাও। তখন আল্লাহ্ তাকে অহী করে বললেন, আমি তাদের রুযী তাদের হাতে করে দিলাম। ইলইয়াস (আঃ) বললেন, আল্লাহ্ তুমি তাদের উপর তিন বছর বৃষ্টি বন্ধ করে দাও। আল্লাহ্ তখন তাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন। তিনি এক যুবককে বাদশাহর নিকট পাঠালেন এবং তাকে বলেলেন, তুমি বাদশাহকে বল, ইলিয়াস নবী আপনাকে যেন বলেন, আপনি বা'আল নামক মূর্তির ইবাদত পসন্দ করেছেন এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত ত্যাগ করেছেন। আর তার স্ত্রীর মনোবৃত্তির আনুগত্য করেছেন। আপনি কঠোর শাস্তি ও কঠিন বিপদের মুখামুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। যুবক ফিরে বাদশাহর কাছে পৌঁছে গেল। আল্লাহ্ ইলিয়াস (আঃ)-কে বাদশাহর অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং আল্লাহ্ তাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন। এতে গৃহপালিত পশু এবং চতুষ্পদ প্রাণী ধ্বংস হল। মানুষ কঠিন সংকটের মধ্যে পড়ল। ইলিয়াস (আঃ) পাহাড়ের চুড়ায় চলে গেলেন। আল্লাহ্ তাকে পাহাড়ের চুড়াই রুযী দিতেন। আল্লাহ্ তার পান করার জন্য এবং তার ওযু-গোসলের জন্য পানির ঝরণার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সময় মানুষ খুব কঠিন সংকটের মধ্যে পড়ল। বাদশাহ বা'আল মূর্তির ৭০ জন খাদেমের কাছে লোক পাঠাল। সে তাদের বলল,

তোমরা বা'আল মূর্তির কাছে বল, সে যেন আমাদের সংকট দূর করে প্রশান্তি আনে। তারা তাদের মূর্তিগুলি বের করল এবং তাদের নিকট কুরবানী পেশ করল। তারা সকলেই মূর্তিগুলির কাছে প্রশান্তির জন্য প্রার্থনা করতে লাগল। এতে তাদের অনেক সময় লেগে গেল। তখন বাদশাহ তাদের বললেন, ইলিয়াসের মা'বূদ এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি প্রার্থনা কবুল করে। তারা ইলিয়াসকে ডেকে পাঠাল। ইলিয়াস (আঃ) আসলেন এবং বললেন, তোমরা কি তোমাদের প্রশান্তি চাও? তারা বলল, হ্যাঁ। ইলিয়াস (আঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের মূর্তি বের করে ফেল। তারপর ইলিয়াস (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রশান্তির জন্য প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ আকাশে মেঘ সৃষ্টি করলেন, তারা মেঘের দিকে লক্ষ্য করছিল। আল্লাহ্ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। এতে তারা তওবা করল এবং আল্লাহ্র পথে ফিরে আসল।

কা'আব আহবার (রাঃ) বলেন, এ সময় চার জন নবী জীবিত ছিলেন। দু'জন দুনিয়াতে (১) ইলিয়াস (২) খাযির। আর দু'জন আকাশে (১) ঈসা (২) ইদরীস (আঃ)। ইলিয়াস (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের কাছে তাঁর সম্প্রদায় থেকে বাঁচার জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন তাকে বলা হল, তুমি অমুক অমুক দিন লক্ষ্য করবে, যখন দেখবে একটি প্রাণী আগুনের রঙের ন্যায় তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে। তুমি তার উপর সওয়ার হয়ে যাবে। তিনি এ অবস্থা থাকতেই একটি ঘোড়া তার সামনে আসল। যার রং ছিল আগুনের ন্যায়। তিনি লাফ দিয়ে তার উপর উঠলেন। ঘোড়া তাকে নিয়ে চলল। এ সময় আল্লাহ্ ইলিয়াস (আঃ)-কে উড়ে যাওয়ার ডানা দিলেন। নূরের কাপড় পরালেন। খাওয়া ও পান করার স্বাদ নষ্ট করে দিলেন। তখন তিনি ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন (*এসব বানাওয়াট কথা। দ্রঃ ডঃ আবু সাহামা, মওযূ'আত, পৃঃ ২৫২-২৫৫*)।

কিছু সূরার ফযীলত সম্পর্কে বানাওয়াট হাদীছ

(১) উবাই ইবনু কা'আব (রাঃ) বলেন, যে বছর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকাল করেন, সে বছর আমার সামনে কুরআন দু'বার পেশ করেন। তিনি বলেন, জিবরাঈল (আঃ) আমাকে তোমার সামনে কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য আদেশ করেছেন। জিবরাঈল তোমাকে সালাম দিয়েছেন। উবাই (রাঃ) বলেন, যখন আমার সামনে কুরআন পড়া হল। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্ কি কুরআনের নেকী দ্বারা আমাকে খাছ করেছেন? যে বিষয়ে আল্লাহ্ আপনাকে অবগত করিয়েছেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ উবাই তুমি যা বলেছ, তা ঠিক আছে। তারপর তিনি বলেন, উবাই যে কোন মুসলমান সূরা ফাতিহা পড়ে, তাকে কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ

পড়ার সমান নেকী দেয়া হয় এবং প্রত্যেক মুমিন নর-নারীকে ছাদাকা করার সমান নেকী দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি সূরা আলে ইমরান পড়ে, তাকে প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একবার করে পুলসিরাত পার হওয়ার ব্যাপারে নিরাপত্তা দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি সূরা নিসা পড়ে, তাকে প্রত্যেক উত্তরাধিকারী উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পদ পায়, তা দান করার সমান তাকে নেকী দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি সূরা মায়েদা পড়ে, তাকে ইহুদী-খৃষ্টানদের সংখ্যার দশগুণ নেকী প্রদান করা হয় এবং তার দশগুণ পাপ মুছে দেয়া হয়। আর পৃথিবীর সমস্ত ইহুদী ও খৃষ্টানের সংখ্যার দশগুণ সমপরিমাণ সম্মান বৃদ্ধি করা হয়। যে ব্যক্তি সূরা আন‘আম পড়ে, ৭০ হাজার ফেরেশতা তার উপর রহমত কামনা করে। যে ব্যক্তি সূরা আ‘রাফ পড়ে, আল্লাহ্ তার মাঝে ও ইবলীসের মাঝে পর্দা দ্বারা অন্তরাল করে দেন, তখন ইবলীস তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। যে ব্যক্তি সূরা আনফাল পড়ে, তার জন্য আমি সুপারিশকারী এবং সাক্ষী হয়ে যাই এবং সে মুনাফেকী থেকে মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি সূরা ইউনুস পড়ে, তাকে যত মানুষ ইউনুস (আঃ)-কে সত্য স্বীকার করেছে, আর যত মানুষ ইউনুস (আঃ)-কে অস্বীকার করেছে এবং যত মানুষ ফেরাউনের সাথে ডুবে মারা গেছে তার দশগুণ নেকী দেয়া হয়। যে ব্যক্তি সূরা হুদ পড়বে, তাকে যত মানুষ নূহ (আঃ)-কে স্বীকার করেছে, আর যত মানুষ তাকে অস্বীকার করেছে তার দশগুণ নেকী দেয়া হবে *(মাওযূ‘আত ইবনে জাওযী ১/২৪০ পৃঃ)*। অত্র হাদীছের শেষে আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, আমি আবুবকর ইবনু দাউদের কথায় আবাক হয়ে গেলাম, তিনি তাঁর ‘ফাযাইলুল কুরআন’ গ্রন্থে এই হাদীছ কিভাবে লিখলেন? কারণ নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কেউ যদি আমার নামে মিথ্যা হাদীছ বলে আর সে জানতে পারে যে, এই হাদীছ মিথ্যা, তাহলে সে মিথ্যুকদের একজন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯)*।

(২) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যদি সূরা বাক্বারাহ ৩০০ আয়াত হত, তাহলে সূরা বাক্বারাহ মানুষের সাথে কথা বলত। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি জাল। যে ব্যক্তি হাদীছটি তৈরী করেছে, আল্লাহ্ যেন তাকে মাফ না করেন। কারণ সে ইসলামের প্রতি দোষারোপ করেছে *(মাওযূ‘আতে ইবনে জওযী ১/২৪৩)*।

(৩) আবু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তিকে ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তার জন্য সাত আকাশ ছিদ্র করে দেয়া হবে। সে ছিদ্র বন্ধ করা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ আয়াতুল কুরসীর পাঠককে না দেখছেন এবং ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা না করছেন। তারপর আল্লাহ্ একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি নেকী সমূহ লিখে পাপ সমূহ

মুছে দেন। পড়ার পর থেকে পরের দিন পর্যন্ত এরূপ হতে থাকে। *(ইবনু আদী বলেন, হাদীছটি বাতিল। ইবনু হিব্বান বলেন, হাদীছটি জাল)*।

(৪) নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তাকে শুকরিয়া আদায়কারীদের অন্তর প্রদান করা হবে। তাকে নবীগণের নেকী দেয়া হবে। সত্যবাদীগণের আমল দেয়া হবে। আল্লাহ্ তার দিকে তার ডান হাত বাড়িয়ে দিবেন। তার প্রতি দয়া করবেন। জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক তার মরণ।

প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তার জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক তার মরণ। এ অংশ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ছাহীহুল জামে' হা/৬৪৬৪)*।

(৫) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা আলে ইমরানের ১৮নং আয়াত অর্থাৎ شَهِدَ اللّٰهُ হতে শেষ পর্যন্ত এবং এ সূরার ২৬-২৭নং আয়াত অর্থাৎ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ পর্যন্ত যদি কেউ পড়ত, আল্লাহ্ আরশের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! যারা আপনার যমীনে আপনার নাফরমানী করে তাদের নিকট আমাদেরকে প্রেরণ করুন। তখন আল্লাহ্ কসম করে বলেন, হে আয়াত সমূহ! শুনো, আমার বান্দাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তোমাদেরকে তেলাওয়াত করবে, আমি তার জান্নাতে থাকার ব্যবস্থা করব। আমি তার থাকার স্থান পবিত্র করব। প্রতিদিন ৭০ বার করে তার প্রতি গোপন দৃষ্টি দিব। প্রত্যেক দিন ৭০টি করে তার প্রয়োজন পূরণ করব। তার সবচেয়ে নিম্ন প্রয়োজন হচ্ছে তাকে ক্ষমা করা। আমি তাকে শত্রুর মোকাবিলায় সহযোগিতা করব এবং শত্রু হতে আশ্রয় দিব *(ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি জাল)*।

(৬) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীনের তেলাওয়াত শুনবে, সে আল্লাহ্র রাস্তায় ২৩টি স্বর্ণ মুদ্রা দান করার সমান নেকী পাবে। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পড়বে, তাকে ২০টি হজ্জের নেকী দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সূরাটি লিখে নিয়ে মুখস্থ করবে, তার পেটে এক হাজারটি বিশ্বাস প্রবেশ করানো হবে। এক হাজারটি আলো প্রবেশ করানো হবে। এক হাজারটি বরকত প্রবেশ করানো হবে। এক হাজার দয়া প্রবেশ করানো হবে। এক হাজার রুটি প্রবেশ করানো হবে এবং তার মধ্য থেকে সব ধরনের হিংসা ও ব্যাধি বের করে নেয়া হবে।

(৭) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সূরা ইয়াসীন তাওরাতের মধ্যে "মুআম্মার" দাবী করত। কোন ছাহাবী বললেন, "মুআম্মার" কি জিনিস? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পড়বে, তার উপর ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কল্যাণ ব্যাপক হয়ে যাবে। দুনিয়ার বালা-মুছীবত সব তার থেকে দূর হয়ে যাবে। সব অকল্যাণকে তার থেকে দূরে করে দিবে। তার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি সূরাটি পড়বে, তাকে ২০টি হজ্জের নেকী দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সূরাটির তেলাওয়াত শুনবে, তাকে আল্লাহ্র রাস্তায় এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দান করার সমান নেকী দেয় হবে। যে ব্যক্তি সূরাটি লিখে মুখস্থ করবে, তার পেটে এক হাজার আলো প্রবেশ করানো হবে, এক হাজার বিশ্বাস প্রবেশ করানো হবে, এক হাজার রহমত বর্ষণ করা হবে। আর সব ধরনের হিংসা ও ব্যাধি দূর করা হবে।

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়াসীন পড়বে সে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে সকাল করবে। যে ব্যক্তি জুম'আর রাতে সূরা দোখান পড়বে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে সকাল করবে *(হাদীছটি জাল, মওযূ'আত ইবনে জাওযী ১/২৪৭)*।

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা দোখান পড়বে, তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা ক্ষমা চাইবে *(হাদীছটি জাল। ইসরাঈলী বানাওয়াট তাফসীর, পৃঃ ৩২৬)*।

(১০) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ অবতীর্ণ করলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, মু'আয! এ আয়াত লিখে রাখ। যখন তিনি كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ এ পর্যন্ত পৌঁছলেন অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন লেখার ফলক সিজদা করল, কলম সিজদা করল, কালী সিজদা করল। মু'আয (রাঃ) বলেন, আমি ফলক, কলম ও কালীকে বলতে শুনেছি, 'হে আল্লাহ্! এ সূরা দ্বারা মানুষের মান বৃদ্ধি কর, মানুষের সমস্যা দূর করে দাও। মানুষের পাপ ক্ষমা করে দাও'। মু'আয (রাঃ) বলেন, আমি সিজদা করলাম এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিষয়টি বললাম। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদা করলেন। মু'আয (রাঃ) ফলক, কলম ও কালি নিলেন এবং সূরাটি লিখে নিলেন *(বানাওয়াট ইসরাঈলী তাফসীর, পৃঃ ৩২৬)*।

ছহীহ হাদীছে প্রমাণ আছে যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ছিলাম, হঠাৎ একটা লোক এসে বলল, আমি গত রাতে স্বপ্নে দেখি একটি গাছের পাশে ছালাত আদায় করছি। আমি সূরা সিজদা পড়লাম, অতঃপর সিজদা করলাম। তখন গাছটি আমার সিজদার কারণে সিজদা করল। আমি গাছকে বলতে শুনলাম, হে আল্লাহ্! এ সূরা দ্বারা আমার সমস্যা দূর কর। এতে আমার নেকী লিখে দাও। এ সূরাকে আমার জন্য তোমার নিকট ধনভাণ্ডার কর। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অত্র সূরাটি পড়ে সিজদা করতে দেখলাম তিনি তাঁর সিজদায় ঐ দো'আটি পড়তে শুনলাম, লোকটি গাছটিকে যে দো'আ পড়তে শুনেছিল *(হাদীছ ছহীহ, ইবনু মাজাহ হা/৮৭২)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, গাছটি সিজদায় বলছিল, হে আল্লাহ্! তুমি এ সূরা দ্বারা তোমার নিকট নেকী লিখ, এ সূরা দ্বারা আমার থেকে সমস্যা দূর কর। এ সূরা দ্বারা তোমার নিকট আমার জন্য নেকীর ভাণ্ডার কর। আমার সিজদা কবুল কর, যেমন তোমার বান্দা দাউদের সিজদা কবুল করেছ *(হাদীছটি হাসান, তিরমিযী হা/৪৭৩)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) একদা স্বপ্নে দেখেন তিনি সূরা ছোয়াদ লিখছেন। তিনি সিজদার স্থানে পৌঁছে দেখেন কালী, কলম এবং ওখানে যা কিছু ছিল সব সিজদায় পড়ে গেল। তিনি বিষয়টি নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পেশ করলেন। সেদিন হতে নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ স্থানে সিজদা করেন *(মুসনাদে আহমাদ ৩/৭৮)*।

(১১) আনাস রাঃ) বলেন, যখন সূরা ত্বীন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর নাযিল হল, তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুব খুশী হলেন। এমনকি তিনি আমাদের সামনে আনন্দ প্রকাশ করলেন। আমরা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে অত্র সূরার তাফসীর জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ত্বীন হচ্ছে সিরিয়ার এক শহর। যায়তুন হচ্ছে ফিলিস্তীনের এক শহর। তূরে সিনীন হচ্ছে তূরে সাইনা পাহাড়, যে পাহাড়ে আল্লাহ্ মূসার সাথে কথা বলেছিলেন। هَذَا الْبَلَدُ الْاَمِيْنُ হচ্ছে মক্কা শহর। لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ হচ্ছেন মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আর إِلَّا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَات হচ্ছেন আবু বকর ও ওমর (রাঃ)। আর اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْن হচ্ছেন ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ)। আর فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْن হচ্ছে আলী (রাঃ) এবং أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ এর তাফসীর হচ্ছে- হে নবী! নিশ্চয়ই আপনাকে

তাদের মাঝে নবী করে পাঠিয়েছেন এবং আপনার মধ্যে সব কল্যাণ ও তাকওয়া জমা করে দিয়েছেন *(হাদীছটি জাল, মওযূ'আতে ইবনে জাওযী ১/২৪৯)*।

(১২) আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি ছালাতের ওযূর মত ওযূ করে একশত বার সূরা এখলাছ পড়বে এবং সূরা ফাতিহা পড়ার পর পড়বে, তার জন্য আল্লাহ্ অক্ষরপ্রতি ১০ নেকী করে দিবেন। তার জন্য জান্নাতে একশতটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। তার ঐ দিনের আমলকে নবীর আমলের মত সম্মানিত করা হবে। সে যেন ৩৩ বার কুরআন মাজীদ পড়ল। আর এ ব্যক্তি শিরক থেকে মুক্তি পায়। এ সূরার পক্ষ থেকে আল্লাহ্র আরশের পাশে গুনগুন শব্দ হয়। এ শব্দ তেলাওয়াতকারীকে স্মরণ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ এ তেলাওয়াতকারীর প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি না দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এ সূরা গুনগুন করতে থাকে। অতঃপর যখন তার প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি দিবেন তখন আর কখনও তাকে শাস্তি দিবেন না।

(১৩) ইবনু মান্দা বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুশতবার সূরা এখলাছ পড়বে, আল্লাহ্ তার ৫০ বছরের গুনাহ মাফ করে দেন। যদি সে চারটি গুনাহ থেকে বিরত থাকে। সেগুলো হল- (১) অন্যায়ভাবে হত্যা না করা (২) মাল আত্মসাৎ না করা (৩) যেনায় লিপ্ত না হওয়া এবং (৪) মদ পান না করা *(হাদীছটি জাল, মওযূ'আতে জাওযী ১/২৫০)*। উপরোক্ত হাদীছগুলো জাল-যঈফ *(দ্রঃ সাদ ইউসুফ, মওযূ'আত, পৃঃ ৩২১-৩২৮)*।